চমক ভরা
ধনতেরাস
২১ থেকে ২৭ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 17 October, 2019 ■ আগরতলা, ১৭ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ২৯ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দীর্ঘ শুনানীর পর জামিনের আবেদন খারিজ, গ্রেপ্তার হচ্ছেন বাদল চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। অবশেষে গ্রেপ্তার হচ্ছেন বাদল চৌধুরী। দীর্ঘ শুনানীর পর আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। এদিকে, প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিকেরও জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। তাঁকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের রায় ঘোষণা হওয়ার সাথেই পুলিশ মেলারমাঠে সিপিএম পার্টি অফিসে তল্লাসীতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আবারও সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া তল্লাসী করতে দেওয়া হবে না বলে সিপিএম পার্টি অফিসের দরজায় আটকে দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। স্বাভাবিকভাবেই মধ্যরাতে মেলারমাঠে আবারও নাটকিয় খেলা শুরু হয়েছে।

বুধবার দুপুর বারোটা থেকে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের উপর শুনানী শুরু হয়। বাদি ও বিবাদি উভয় পক্ষ আদালতে জোর সওয়াল করেন। দুপুর তিনটা পর্য্যন্ত আদালতে শুনানী হয়। আদালত উভয় পক্ষের সমস্ত বক্তব্য শুনার পর রায়দান স্থগিত রাখেন। শুনানী শেষে বাদল চৌধুরীর পক্ষের আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মন বলেন, আদালতে ওই মামলায় বাদল চৌধুরীকে কোনভাবেই গ্রেপ্তার করা যায় না। সেই যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া, তাঁর শারিরীক অবস্থা সম্পর্কেও ডাক্তারী রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আজ আদালত তাঁর মক্কেলের জামিন মঞ্জুর করবেন। এদিকে, প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিকের পক্ষের আইনজীবী পিযুষ কান্তি বিশ্বাস বলেন, ওই মামলায় কোনভাবেই প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরী

গ্রেপ্তার করা যায় না। কারণ, এফআইআরে ভারতীয় ফৌজদারী দন্ডবিধির ধারা ৪০৯ উল্লেখ করা হলেও ওই মামলার সাথে এই ধারা কোনওভাবেই সম্পৃক্ত নয়। তাছাড়া, দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কোন কাজ শুরু হওয়ার সময় যে দর নির্ধারিত থাকে তা সমাপ্ত হওয়ার সময় স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া উচিত হবে না বলে যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন আজ আদালত গ্রহণ করবেই।

এদিকে, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধার পর রাত হয়ে গেলেও আদালত রায়দান স্থগিত রেখেছিল। ফলে, বাদল চৌধুরীর ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকন্ঠা ক্রমেই বাড়ছিল। অন্যদিকে, মেলারমাঠে সিপিএম পার্টি অফিসের সামনে রায়দানের আগেই ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের এই রণসাজকে ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যাচ্ছিল আদালরে রায়দানে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন খারিজ হতেই তাকে গ্রেপ্তারে পুরো প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে আরক্ষা দপ্তর।

অবশেষে, রাত ১১টা ৪০ মিনিটে দায়রা জজ এস দত্ত পুরকায়স্থ রায় ঘোষণা দেন। তিনি পশ্চিম আগরতলা থানায় নথিভুক্ত ২৫১/১৯ নম্বর মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। একই সাথে তিনি আত্মসমর্পণ করলে পুলিশ সাতদিনের রিমান্ড চেয়েছে তাও আদালত মঞ্জুর করেছে। এদিকে, ওই মামলায় প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিকেরও জামিনের আবেদন খারিজ করেছে আদালত। তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকাশ্যে এটিএম থেকে মহিলার টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। দিন দুপুরে কৈলাসহর ইউবিআই ব্যাঙ্কের এটিমে থেকে ২০ হাজার টাকা ছিনতাই। টাকা উঠাতে সাহায্যের নাম করে টাকা নিয়ে পালায় এক ছিনতাইবাজ। হেলমেট পরিহিত থাকায় প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা যায়নি ছিনতাইবাজকে। কৈলাসহর দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণা ভট্টাচার্য কৈলাসহর ইউবিআই ব্যাঙ্কের গ্রাহক।

উনার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট উনি নিজেই পরিচালনা করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে টাকা জমা দেওয়া এবং এটিএম থেকে টাকা তুলেন। বুধবার বিকাল প্রায় তিনটা নাগাদ উনি শহরের ইউবিআই ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টারের টাকা তুলতে আসেন। এসে দেখেন তিনজন পুরুষ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় পুরুষ টাকা তুলে চলে যাবার পর বতৃতীয় ব্যক্তিটি মহিলাকে বলে যে আপনি টাকা তুলে নেন। কৃষ্ণ দেবি যখন এটিএম কার্ড বের করে আস্তে আস্তে অপারেটিং শুরু করেন তখন এই যুবকটি পেছন থেকে বের যে এভাবে করলে আপনার টাকা উঠবেনা। আমি আপনাকে টাকা তুলতে সাহায্য করছি। তৎক্ষণাত যুবকটি কৃষ্ণা দেবীর অপারেটিং শুরু করে দেয় এবং এটিএম মেশিন থেকে টাকা বের হওয়ার সাথে সাথেই যুবকটি কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

কৃষ্ণা দেবী যুবকটিকে চিনতে পারেননি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফে চাকুরী দেওয়ার নামে প্রতারণা, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। চাকরি প্রতারক পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। বিএসএফ এ কর্মরত পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১৪৭০০ টাকা ছিনতাই করেও শেষ রক্ষা হয়নি। বিএসএফ-এ কুকম্যান পদে চাকুরী পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে ওই টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল বিশাল চাকমা। আজ তাকে বটতলায় হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ছুটিতে বাড়িতে এসে প্রতারণার কাজে জড়িয়ে পড়েছে বলে বিশাল চাকমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু, আদৌ তিনি বিএসএফ এ কর্মরত রয়েছেন তা খোঁজ নিচ্ছেন বিএসএফ আধিকারিকরা। পুলিশ জানিয়েছে, গত ১১ অক্টোবর গন্ডাছড়া চন্দ্রমোহন পাড়ার সুরেন্দ্র ত্রিপুরাকে তার ভাইয়ের চাকুরী বিএসএফ-এর কুকম্যান পদে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন সুশীল চাকমা। অভিযোগ, তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে ১২ অক্টোবর নগদ ১৪,৭০০টাকা এবং প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্র বিশাল চাকমার হাতে বটতলা এলাকায় তুলে দেন সুরেন্দ্র ত্রিপুরা। সুরেন্দ্র ত্রিপুরা আগরতলায় ক্যান্সার হাসপাতালে নার্স হিসেবে স্পেশাল ডিউটিতে কর্মরত। সে তার বড় ভাইকে বিএসএফ'র কুকম্যান পদে নিয়োগ করার জন্য এই টাকা বিশাল চাকমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

সুরেন্দ্র ত্রিপুরার অভিযোগ, টাকা তুলে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশাল চাকমা সেখান থেকে বেপাত্তা হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম জমানায় পূর্ত দফতরে ২২৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার ঘোটালা রাজ্যে সর্ববৃহৎ, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম সর্ববৃহৎ ঘোটালার তথ্য সামনে এসেছে। বামফ্রন্ট আমলে পূর্ত দফতরে ২২৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার ঘোটালার হিসেব তুলে ধরেছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। কস্টপ্লাস বেসিসে মন্ত্রিসভায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হলেও, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ৩৫ থেকে ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাই প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক সিপিআিএম নেতা বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিক এবং পূর্ত দফতরের প্রাক্তন প্রধানসচিব তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তাঁর কথায়, রাজ্যের মানুষের টাকা লুট করে যত দুর্নীতি হয়েছে তা জনসমক্ষে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। তাই, রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় নয়, প্রতিশ্রুতি পূরণেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

বুধবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, স্বচ্ছতা শুধু পরিবেশের নয়, সমাজেও স্বচ্ছতা আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিজেপি। তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, কমিউনিস্টরা নিয়মানুযায়ী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক দুর্নীতিতে ওস্তাদ। তাঁদের দুর্নীতির কোনও প্রমাণ তাঁরা রাখেন না। কিন্তু নিষ্ঠা এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে বামফ্রন্ট আমলের দুর্নীতির তথ্য কবর খুঁড়ে বের

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ ও সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি নিজস্ব।

করেছে রাজ্য সরকার। তাঁর দাবি, ২০০৮ সালে ১৩টি কাজের বরাত দিয়ে ২২৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার দুর্নীতি হয়েছে পূর্ত দফতরে। সমস্ত নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে মন্ত্রিসভাকে এড়িয়ে ওই দুর্নীতিতে সরাসরি যুক্ত ছিলেন তদানীন্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন ইঞ্জিয়ানিয়ার-ইন-চিফ সুনীল ভৌমিক এবং পূর্ত দফতরের প্রাক্তন প্রধানসচিব তথা প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিং। তাঁদের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স তদন্তে পূর্ত দফতরের ওই সময়ের দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে দুর্নীতির ছাপ পাওয়া গেছে। তাই ভিজিলেন্স তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ প্রাক্তন পূর্তকর্তাকে জালে তুলেছে, জানান তিনি। সাংসদ ভৌমিক কটাক্ষের সুরে বলেন, ওই দুর্নীতির টাকা ২০১৩ বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম খরচ করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছিল।

এদিকে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, দীর্ঘ ২৫ বছরের শাসনে ২০০৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার দিনে ডাকাতি করেছে। তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কোনও কাজ করে না। কিন্তু কোনও দুর্নীতিকে প্রশ্রয়ও দেয় না। তাঁর কথায়, ২০০৮ সালে ১৩টি কাজের প্যাকেজ করে বরাত দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। পাঁচটি ব্রিজ, পাঁচটি বিল্ডিং এবং তিনটি রাস্তা নির্মাণের জন্য প্যাকেজ তৈরি করে কস্টপ্লাস বেসিসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমরপুরে শিক্ষকের বাড়িতে সশস্ত্র হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। গত গভীর রাতে অমরপুর বীরগঞ্জ থানাধীন মৈলাক এলাকায় এক মাদ্রাসা শিক্ষকের বাড়িতে কে বা কারা হামলা চালায় এবং বাড়ির বাউন্ডারি সহ বসতঘরের ছাউনি, ঘরের টিনের বেড়ায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নষ্ট করে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। দীর্ঘ সাত বছর যাবৎ একজন মাদ্রাসা শিক্ষক থাকতেন মৈলাক এলাকায়। ওনার বাড়ি সোনামুড়ায়। তিনি ঐ মৈলাক এলাকায় মাদ্রাসা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেন। গত রাতে ওনার ব্যক্তিগত কাজে ওনি সোনামুড়াস্থিত নিজ বাড়িতে যান। আর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চোরাইবাড়িতে লক্ষাধিক টাকার অবৈধ বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। রাজ্যের সীমান্তবর্তী অসমের চোরাইবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে বহু অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বাজারিছড়া থানাধীন চোরাইবাড়ি ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ মিণ্টু শীলের নেতৃত্বে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে বাংলাথল বাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকা মুল্যের বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে রহস্যজনকভাবে এর সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ অফিসার মিণ্টু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে সিপিএম পার্টি অফিসে দুষ্কৃতিদের হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। দেশব্যাপী ঘনায়মান গভীর আর্থিক মন্দা সৃষ্টির জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত করপোরেটমুখী নীতির প্রতিবাদে এবং বামপন্থী দলগুলোর ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার বিশালগড়ে বামপন্থীদের মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। পুলিশের অনুমতি না মেলায় সিপিআই(এম) বিশালগড় মহকুমা দপ্তরের হলঘরে হলসভা করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়। বুধবার বেলা ১০.৩০ মিনিট নাগাদ বিজেপি আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতি বিশালগড় মহকুমা দপ্তরের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পার্টি অফিসে হামলা, লুটতরাজ, ভাংচুর সংগঠিত করে। ৮টি বাইক ভাংচুর করা হয়েছে।

শহীদ গৌতম দত্তের প্রতিকৃতি, রান্নাঘর, বিশ্রামকক্ষ, টেলিভিশন, কম্পিউটার এবং বেশ কয়েকটি আলমারি ভাঙা হয়। অন্যান্য আসবাবপত্র ও কাগজপত্র বিনষ্ট করা হয়। প্রায় আধঘন্টা ধরে দুষ্কৃতিকারীরা অফিসে তান্ডব চালায়। পুলিশকে খবর দিলেও পুলিশ অনেক দেরিতে আসে। পুলিশ আসার পর দুষ্কৃতিকারীরা পুলিশের সামনে দিয়েই অফিস থেকে বেরিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যেই বিদ্যুৎ বিক্রয়ে ডিউটি যুক্ত করা হয়েছে ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। রাজ্যের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যেই বিদ্যুৎ বিক্রয়ে ডিউটি বসানো হয়েছে। এতে অবশ্য রাজ্যের ৫২ শতাংশ ভোক্তাকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর দাবি, বিদ্যুৎ বিক্রয়ে ডিউটি বসানোয় রাজ্য সরকারের প্রতি বছর ১১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা বহিঃরাজ্য থেকে আয় হবে।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্যে আয় বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বিদ্যুৎ বিক্রয়। এটি লাভজনক ক্ষেত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর কথায়, রাজ্যে আয়ের উৎস খুবই সীমিত। ফলে, আমাদের কেন্দ্রের উপর নির্ভর থাকতে হচ্ছে। তবে, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর রাজস্ব আয় ২৫.৯৪ শতাংশ বেড়েছে, বলেন তিনি।

উপমুখ্যমন্ত্রীর কথায়, রাজ্যে আয় বৃদ্ধির চিন্তাভাবনা রয়েছে সরকারের। কিন্তু, সাধারণ মানুষের পকেট কেটে সেই আয় করা হবে না। তিনি জানান, রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিক্রয়ে ডিউটি বসানো হয়েছে। কিন্তু, তা সম্পূর্ণ বহিঃরাজ্য থেকে আয়ের লক্ষ্যেই ওই সিদ্ধান্তে নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এ-বিষয়ে এক হিসাব তুলে ধরে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওটিপিসি ১,০৪৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা, নিপকো ১৮১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা, বিদ্যুৎ নিগম ১৭৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা বহিঃরাজ্য থেকে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে আয় করছে। তাছাড়া বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে নিগমের আয় হচ্ছে ৫২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। তাই ওই বিদ্যুৎ বিক্রয়ে ডিউটি বসিয়ে আয় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তাঁর হিসেব অনুযায়ী ওটিপিসি ৬২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, নিপকো থেকে ১০ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, বিদ্যুৎ নিগম ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বহিঃরাজ্যে বিদ্যুৎ বিক্রয়ে ডিউটি বাবদ রাজ্যের আয় হবে। তেমনি বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিক্রয়ের ফলে ৩১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারের আয় হবে।

উপমুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের বাইরে বিদ্যুৎ বিক্রয়ে ৬ শতাংশ, রাজ্যের ঘরোয়া ভোক্তাদের কাছ থেকে ৫ শতাংশ এবং বাণিজ্যিক ভোক্তাদের কাছ থেকে ৭.৫ শতাংশ হারে ডিউটি সংগ্রহ করা হবে। এতে রাজ্যের ভোক্তাদের কাছ থেকে ডিউটি বাবদ বছরে ২৪ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের আয় হবে। অবশ্য, আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল বিদ্যুৎ ভোক্তাদের ছাড় দিয়েছে রাজ্য সরকার। উপমুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কুটিরজ্যোতি প্রকল্পে সমস্ত ভোক্তাদের ওই ডিউটির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। তাছাড়া, প্রতিমাসে যে গ্রাহকের ৪০০ টাকা পর্যন্ত বিল আসে তাঁদেরকেও ডিউটি ছাড় দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, রাজ্যে ৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৩৮ জন বিদ্যুৎ ভোক্তা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৮৪ জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে স্কুলে তালা দিল পড়ুয়ারা

অমরপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে স্কুলের প্রধান দরজায় তালা ঝুলালো ছাত্রছাত্রীরা। ঘটনা অমরপুর বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিন ঝড়ঝড়িয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ, গত কয়েখদিন আগে বিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুজিত কুমার দাসের বদলির আদেশ আসে। সেই মোতাবেক সুজিত দাস আজ ওনার ইনচার্জ পদ বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের হাতে তুলে দিয়ে বিদ্যালয় থেকে রিলিজ নেবেন।

কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ের গভীরে থাকা শিক্ষক বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যাবেন তা মানতে নারাজ বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণী কক্ষের ছাত্রছাত্রীরা। আর তারই প্রতিবাদ স্বরূপ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সকাল ছয়টার সময় বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এদিকে এলাকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া তালা খুলতে পারেনি। এরই মাঝে বিদ্যালয়ে এসে হাজির হন বিদ্যালয় পরিদর্শক।

তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবকদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা মানতে নারাজ। তাদের দাবি একটাই। সুজিত কুমার দাস বিদ্যালয়ে আসার পর বিদ্যালয়েণ অনেক উন্নতি হয়েছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা এও স্বীকার করেন যে এবছর বিদ্যালয়ে পাশের হার কম, কিন্তু নিয়ে সুজিত কুমার দাসকে দায়ি করা চলবে না। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ বিদ্যালয়ে এমন কিছু শিক্ষক আছেন যারা প্রায়ই দেরিতে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং ক্লাশ ও ভালোভাবে করে না।

তারজনই বিদ্যালয়ে পাশের হারে এমন করুন অবস্থা। তাই সুজিত কুমার দাসকে পুনরায় ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত স্কুলে এই তালা ঝুলছে ঝুলবে মুড়ে অনড় ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী পরিস্থিতি বেগতীক দেখে এলাকার শাসক দলের নেতারা খবর দেন মন্ডল সদস্য সঞ্জয় চক্রবর্তীকে। তিনি গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে বিদ্যালয়ের তালা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় একটিও শরণার্থী শিবির রাখা হবে না, স্পষ্ট বার্তা কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় একটি শরণার্থী শিবিরও চালু রাখা হবে না। সাফ জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে, মিজোরামে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা খোলা রইল না রিয়াং শরণার্থীদের। বুধবার আগরতলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকদের সাথে রিয়াং শরণার্থী নেতাদের বৈঠকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। মূলত, মিজোরামে রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া থমকে যাওয়ায় ওই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। কেননা, আবারও শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে জটিলতা দেখা দিয়েছে।

আজকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখার প্রধানসচিব এ পি মহেশ্বরী, গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত অধিকর্তা এ কে মিশ্র, ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের আধিকারিক ও ৪টি ব্রু সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলোক, রাজস্ব দফতরের প্রধানসচিব বি কে সাহু এবং উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার এবং মিজোরাম সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব সহ কয়েকজন

বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখার প্রধানসচিব এ পি মহেশ্বরী বলেন, ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের দাবি মেনেই মিজোরামে তাঁদের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাঁদের নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু তা-ই নয়, সারা দেশের নিরিখে তাঁদের সার্বিক উন্নয়নে যে ফারাক রয়েছে তা-ও মেটানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তাঁরা মিজোরামে ফিরে যাওয়ার পর যে ধরনের সমস্যা সামনে আসবে তার প্রতিকার করা হবে। এদিন তিনি সাফ জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় কোনও শরণার্থী শিবির খোলা রাখা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার শরণার্থী শিবিরের জন্য কোনও সহায়তা প্রদান করবে না। তাঁর বক্তব্য, তাঁদের মিজোরামে ফিরে যেতেই হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, মিজোরামে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজেদের সামিল করতে হবে রিয়াং শরণার্থীদের। পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিবেশের সাথেও তাদের মানিয়ে নিতে হবে। কারণ, এডিসি গঠনের দাবি সম্পূর্ণই রাজনৈতিক। কেন্দ্রীয় সরকার তাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১১ ▫ ১৭ অক্টোবর ২০১৯ ইং ▫ ২৯ আশ্বিন ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ত্রিপুরায় শিক্ষা সংস্কার

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার থামিয়া নাই। দিনে দিনেই পরিবর্তনের স্রোতে চলিয়াছে শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা নিয়া বিভিন্ন পদ্ধতি গৃহীত ও বর্জিত হইয়াছে। ইংরেজ শাসনের শিক্ষা পদ্ধতি স্বাধীন ভারতে প্রচলিত ছিল। দিনে দিনেই চলে পরীক্ষা নীরিক্ষা। শিক্ষা আগের মতো বিদ্যাশ্রম, জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যেই আগাইয়াছিল। কিন্তু, শিক্ষা এখন বাণিজ্যিক হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষার্থীরা ছুটিতেছে বাণিজ্যের তাড়নায়। মোটা টাকায় চাকুরীই যেন ধ্যান জ্ঞান। প্রকৃত শিক্ষা এখানে কতখানি গুরুত্ব পাইতেছে সেই প্রশ্ন আছে। ইংরেজ শাসনে সেই সময় প্রচলিত শিক্ষা নিয়াই তো এদেশে বহু কৃতি সন্তানের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই সময়ে যেসব কৃতি সন্তানদের আমরা দেখিয়াছি আজ নতুন করিয়া দেখা যাইতেছে না। সেই ত্যাগের মহিমা, দেশপ্রেম, সাহিত্য স্রষ্টা আজ তো তেমন আবির্ভূত হইতেছে না। সুতরাং প্রশ্ন উঠিবে প্রকৃত শিক্ষা কাহাকে বলে? মোটা টাকা মাস মাহিনা পাওয়ার মধ্যে কতখানি গর্ব আছে। যে গর্ব দেখা যাইতে পারে দেশের জন্য আত্ম নিবেদন বা আত্মবলিদানের মধ্যে। আজকের স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা ক্যারিয়ারের পিছনে ছুটিতে গিয়া তো দেশকেই ভুলিতে বসিয়াছে। দেশের সাহিত্যিক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিকপালদের সম্পর্কে আজকের প্রজন্ম তো নিরুৎসাহ। তাঁহারা দেশকে দেশ মাতৃকাকে চিনেনা জানে না। ইহাকে কি প্রকৃত শিক্ষা বলা যায়? যে শিক্ষা নিজের পরিচিতিকেই হারাইয়া ফেলে, যে শিক্ষা দেশপ্রেম জাগায় না সেই শিক্ষা তো আমাদের গর্ব অহংকারকে ধুলায় লুটাইয়া দেয়।

আজ গভীর দুর্ভাগ্যের এইখানেই যে ক্যারিয়ারে পিছনে ছুটিতে গিয়া মাতৃভাষাকেই ভুলিয়া যাইতেছে অসংখ্য শিশু। বাঙালী হইয়াও বাংলা বুঝে না বা বাংলা লিখিতে পড়িতে পারে না? ইহা প্রকৃত শিক্ষা? 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।' এই কথাই আজকের বহু নৌজওয়ানের কাছে যেন মূল্যহীন। ইহাকে কি প্রকৃত শিক্ষা বলা যাইতে পারে? আজকের শিক্ষায় তো আত্মস্বার্থই মুখ্য। এই গ্লানি আমাদেরকে অসহ্য বেদনাবিদ্ধ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাও সন্দেহ নাই যে, এইভাবে দেশ শক্তিশালী হইতে পারে না। এই ভাবে প্রকৃত শিক্ষার বিপ্লব চলিবে না। আত্মসর্বস্বতা আমাদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধিয়া রাখিতেছে। এই নাগপাশ হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে প্রকৃত শিক্ষার পথের সন্ধান মিলিবে না। এই পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরায় সরকারী স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন নবজাগরণ আসিয়াছে এমন বলা যাইবে না। দেরীতে হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এইসব সিদ্ধান্তগুলি শিক্ষা ব্যবস্থায় নবযুগ আনিয়াছে এমন দাবীও করা সম্ভব নহে। যেমন প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাশ ফেল প্রথা উঠাইয়া শিক্ষার সর্বনাশই করা হইয়াছে। এখন আবার পাশ ফেল প্রত্যাবর্তন হইতেছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও টেট ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করিয়া দেওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে বলা যাইতে পারে। কথায় আছে শিক্ষকরা জাতির মেরুদন্ড। কিন্তু, এমন শিক্ষকও দেখা যায় যাহারা জাতির কলংক। তাহারাই শিক্ষক নামের গরিমাকে মাটিতে মিশাইয়া দিয়াছে। টানিয়া টুনিয়া পাশ করাকে শিক্ষক পদে চাকুরী দেওয়া তো মারাত্মক অপরাধ। ক্রাইমের পর্য্যায়ে পড়ে। এইসব শিক্ষকদের মেধা ইত্যাদির ঘাটতির কারণে বঞ্চিত হয় ছাত্রছাত্রীরা। এইভাবে শিক্ষক পদে চাকুরী দিয়া বেকার পুনর্বাসনের রাজনীতি ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থাকে তছনছ করিয়াছে। রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ের স্কুলগুলিতে তো শিক্ষার ন্যুনতম সুযোগ নাই। আর এই কারণেই রাজ্যের শিক্ষা কার্য্যত বেহাল হইয়া পড়িয়াছে। এরাজ্যে শিক্ষা খাতে রাজ্য সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু, এই বিপুল অর্থব্যয়ের নীট ফল বড়ই বেদনাদায়ক।

রাজ্য সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে হাত দিবে বলিয়াই জানা গিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সেই আভাস দিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষায় একজন ছাত্রকেও আটকানো যাইবে না। সেই দিশাতেই রাজ্য সরকার আগাইয়া চলিয়াছে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের কথা বলিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বোর্ড পরীক্ষায় ফেল করিবার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তির সুযোগও দেওয়া হইবে। রাজ্যের সরকারী স্কুলগুলির পঠন পাঠন তো তলানীতে গিয়া পৌছিয়াছে। সরকারী স্কুলগুলির এই ভয়ানক দুর্বলতার কারণে দিনে দিনেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমিতেছে। একশ্রেণীর অভিভাবক আছেন যাঁহারা শিক্ষার জন্য দরাজ হাতে টাকা ব্যয় করিতে চান। ফলে, রাজ্যের বেসরকারী স্কুলগুলি প্রচুর ছাত্রছাত্রী টানিয়াছে। ফলে গ্রাম পাহাড়ের স্কুলগুলি শিক্ষক আছে ছাত্র নাই। এই পরিস্থিতির কিভাবে উন্নতি ঘটানো যায় তাহাই গুরুত্ব দিয়া দেখিতে হইবে। যে দেশ শিক্ষায় যত বেশী উন্নত সেই দেশ তত বেশী অগ্রণী। বিজেপি জোট সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইতেছেন তাহার সুফল নিশ্চয়ই মিলিবে।

কেরিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংসে ইরফান পাঠান, এবার দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পা

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): কেরিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে চলেছেন ভারতীয় ক্রিকেট তারকা ইরফান পাঠান। নতুন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন ভারতীয় এই ক্রিকেট তারকা। তবে এবার আর ময়দানে নয়, বরং বাঁ হাতি এই বোলারকে দেখা যাবে শুটিং ফ্লোরে। ক্যামেরার সামনে পুরোদস্তুর অভিনেতা হিসেবে বলিউড ছবিতে নয়, বরং দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রিতেই ইরফানের অভিনয় জীবনের শিকে ছিঁড়তে চলেছে। ছবির নাম 'বিক্রম ৫৮'। পরিচালনা করবেন দক্ষিণের জনপ্রিয় পরিচালক অজয় জ্ঞানামুথু। যিনি এর আগে ডেমন্ড কলোনি, ইমাইকা নদিগালের মতো একাধিক সিনেমা পরিচালনা করেছেন। তবে রুপোলি পর্দায় অবতরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেও কোন চরিত্রে ঠিক দেখা যাবে ইরফানকে, তা কিন্তু খোলসা করেননি তিনি। যদিও সূত্রের খবর, ভারতীয় এই ক্রিকেট তারকাকে 'বিক্রম ৫৮' ছবিতে এক তুর্কী-ভাষী লোকের চরিত্রে দেখা যাবে। তবে সে বিষয়ে আপাতত নিশ্চিত করেননি ইরফান প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে শেষবার দেশের জার্সি গায়ে খেলেছিলেন ইরফান পাঠান। টি টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচেই তাঁকে দেখা গিয়েছিল ময়দানে। ক্রিকেটজীবনে ২৪টি আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেন ইরফান।

অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ রাজনৈতিক নয় আস্থার বিষয় : আরএসএস

ভুবনেশ্বর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়, তা পুরোপুরি হিন্দুদের আস্থার সঙ্গে জড়িত। বুধবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারি মন্ডলের সভার ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই জানিয়েছেন আরএসএসের সহ-সরকার্যবাহ ডাঃ মনমোহন বৈদ্য।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়। তা পুরোপুরি হিন্দুদের আস্থার সঙ্গে জড়িত। আদালতে যে ভাবে অযোধ্যার রাম মন্দির মামলা চলছে, তাতে করে আশাবাদী রায় শীঘ্রই ঘোষণা হবে। আগে মামলাটি ধীর গতিতে চলছিল। কিন্তু এখন মামলাটি নির্ণায়ক পর্যায় চলে গিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডাঃ মনমোহন বৈদ্য জানিয়েছেন, সংবিধানে ৩৭০ একটি অস্থায়ী ধারা ছিল। ১৯৯৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাওয়ের আমলে দলমত নির্বিশেষে সবকটি রাজনৈতিক দল এই ধারাকে বিলুপ্ত করার পক্ষে ছিল।

সংশোধনী

গতকালের বুধবারের জাগরণ দ্বিতীয় পাতায় নোবেল বিজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়ের ছবি নীচের প্রবন্ধে ছাপার বদলে উপরের নিবন্ধে ছাপা হয়েছে।

শ্রী শ্রী আনন্দমুর্ত্তিজীর প্রয়ান দিবস ও ভাবনা

প্রদীপ্ত রঞ্জন দে

গম্ ধাতুর উত্তর ক্লিপ্ প্রত্যয় করে "জগৎ" শব্দে উৎপত্তি। ভাবারূঢ়ার্থে 'জগৎ' মানে চলা যার স্বভাব। যোগারূঢ়ার্থে পৃথিবী। 'জগৎ'টাও তাই চলে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

জগতের বা এই পৃথিবীর চলার পথে কতলক্ষ কোটি মানুষ এসেছে আবার চলেও গিয়েছে। যঃ আগচ্ছতি সঃ গচ্ছতি। এটাই জগতের নিয়ম।

এই যাওয়া আসার মাঝে তারা, পৃথিবীতে ক'জনাই বা দাগ কেটে রেখে গেছেন। তাঁরা যারা এই জগতে স্মরণে মননে মানুষের মনে প্রাতঃস্মরণীয়। এর সংখ্যা আপামোর জন সাধারণের তুলনায় খুবই কম। উদাহরণ দিয়ে বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে সদাশিবের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কথা, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, কবির, নানক, হজরত মোহম্মদ, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট প্রমুখ আরও অনেকেই আছেন।

এঁদের প্রত্যেক স্ব-স্ব যুগে এক শ্রেণীর মানুষ দ্বারা এবং শাসক শক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত অপমানিত এবং আপজনদের দ্বারা ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে হাসি মুখে চলে গেছেন এই জগৎ বা ধরা ধাম থেকে। কিন্তু আজ এই পাপ বিদ্ধ মানুষেরাই শ্রদ্ধা বনত চিত্তে, আবেগাপ্লুত অশ্রুতে তাদের পুজো, পাঠ করছেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছেন। ঐ সব মহামানবেরা নিপীড়িত, শোষিত মানবকুলকে সুন্দর পথে জীবনে বাঁচার রসদ যুগিয়েগেছেন, একটা সুন্দর, সুস্থ মানব সমাজ গড়ার জন্যে।

তেমনি এক ব্যক্তিত্ব পুরুষ আজকের আলোচিত ব্যক্তিত্ব—শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজী ওরফে শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার। যিনি এক নতুন সর্বাঙ্গ সুন্দর আধ্যাত্মিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন মানব কল্যাণে পৃথিবীকে দিয়েছে যাননি। নিজের হাতে তার ফলিতরূপও করে দেখিয়ে গেছেন।

দিয়ে গেছেন ঐ দর্শনের বিভিন্ন দিকগুলোক বাস্তবের মাটিরে কৃয়াশীল করার মিনিস্ত্রে এক বিশ্বব্যাপী সংগঠন—"আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ।' তৈরি করে গেছেন এক সুশৃঙ্খল কর্মী বাহিনিও।

যার ভিত্তিতেজ দুনিয়া ব্যাপী ১৮২টি দেশে কাজ করে চলেছে। তাঁর মিশনগুলো। ইউ এন ও স্বীকৃত প্রাপ্ত আনন্দমার্গ ইউনিভার্যাল রিলিফ টিম যেখানে বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, যেখানে অশিক্ষা সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে চলেছে।

এহেন ব্যাক্তিকেও জরুরি অবস্থার আগে মাঝে ও পরের দিকে কারা বন্দী করে রেখেছিল কায়েমী স্বার্থ বাদী রাষ্ট্র শক্তি। কতগুলি মিথ্যা বানানো ঘটনা সাজিয়ে। শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পেরেছিল কি? কারগারালে বিষ প্রয়োগ করে স-মূলে নির্মূল করতে চাইছিল। ঠিক যেমনটা করেছিলেন রাজা কংস তার কারাগারে বন্দী শ্রীকৃষ্ণকে মেরে ফেলতে চাইছিলেন। পারেন নি।

আজ শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজীর দর্শন ও তাঁর দর্শনের ফলিত রূপ নিয়ে আলোচনা করবো না। সাধারণ মানুষ তাঁর দর্শন ও ফলিত ক্রিয়াকার্য পর্যালোচনা করলেই জানতে ও বুঝতে পারবেন কত বড় ব্যাক্তি এই ভারত ভূমিতে এসে গিয়েছেন। আমারা জ্ঞান পাপী ও অভিপণ্ডিত এবং স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাঁর মূল্যায়ন করতে পারিনি বা করার ইচ্ছাও রাখিনি।

এই ক্ষেত্রে শুধু বাস্তবের ২/৪টি ঘটনা এখানে উল্লেখ করেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করতে মনঃস্থির করেছি। যেমনঃ-

১। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে ভারতীয় কিছু রাজনীতি বিদ্দের যা জানিয়ে ছিলেন—তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হিন্দুমহা সভার সভাপতি শ্রী শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীকে লেখা চিঠিপত্র। শ্যামাপ্রসাদকে তিনি লিখেছিলেন---ভবিষ্যৎ পাকিস্তান ও ভারতের সীমারেখা নিয়ে তথ্য ভিত্তিক ও যুক্তি নিষ্ঠ সহকারে কী হচ্ছে ও কী করাদরকার। সেই সময় ব্রিটিশ প্রতি নিধি মিঃ রেটক্লিফ, ভবিষ্যতের পাকিস্তানের প্রতিনিধি চৌধুরী মহাম্মদ আলি ও ভারতের প্রতিনিধি এইচ, এম প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

প্যাটেল সাহেব পাঞ্জাব ও বাঙাল ছটি বৃহৎ রাজ্য সম্পর্কে পুরো ও যাকিবহাল ছিলেন না। স্বভাবতই দু'টি রাজ্যের এমন কিছু অঞ্চল ছিল যা পরিস্থানকে দেওয়া অনুচিত অন্যায়। ঠিক তদ্রূপ কাশ্মীর ও উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম ও ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও হয়েছিল।

২। প্রভাত রঞ্জনের সুচিন্তা অভিমত ও যুক্তি নিষ্ঠতায় অবগত হয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তৎকালীন প্রভিশনাল পার্লামেন্টে এ বিষয়ে উত্থাপন করেন।

৩। বিস্মিতভাবে নেহেরুজীও সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল শ্যামা প্রসাদকে জিজ্ঞেস করলেন---আপনার এই বক্তব্যের ভিত্তিটা কোথা থেকে পেলেন? আর এত পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে আপনি জানলেই বা কীভাবে? ওত কথা কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও বাঙাল সম্পর্কে যা আমরাও জানিনা। তা আপনি কোথা থেকে পেলেন?

৪। উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ বললেন---জামাল পুর রেলওয়ে ও ৩৪নং ওয়ার্কশপে কমরত শ্রী পি আর সরকার (প্রভাত রঞ্জন সরকার) এর কাছ থেকে।

এই প্রথম নেহেরুজী শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার সম্বন্ধে অবহিত হন।

৫। প্রভাত রঞ্জন যে সব বিষয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে জানিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে—

(ক) মুসলীমলীগ বাঙালার সীমানা সম্বন্ধে রেটক্লিফকে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী মেহেরপুরও গাংগনী থানা ও চুয়াডাঙা মহকুমার চুয়াডাঙা, দামুরহুদা ও জীবন নগর থানা, যা ভারতীয়ের মধ্যে আসা উচিত ছিল। তা পাকিস্তানকে দেওয়া মানে বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার সামিল। এরকম আরও অনেক অঞ্চল। যার ফলে পাঞ্জাব ও বাঙাল অধিবাসীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঠ্যালে দেওয়া (আজ যা বাস্তবেও মানা হচ্ছে।)

(খ) যার ফলে কাশ্মীর ও পূর্বপাকিস্তানের ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিবাদে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ১৯৫০ সালে নেহেরুর ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগের করেন।

এসব সম্বন্ধে পরিবর্তীকালে প্রভাব রঞ্জন তার অনুগামীদের বিস্তারিত ভাবে নানান তথ্য দিয়ে জানিয়েও ছিলেন। তার প্রায় সব তথ্যই আনন্দমার্গের আর্কাইভ বিভাগে রক্ষিত আছে।

১৯৩০ সাল থেকেই ধৃত ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীদের মধ্যে জাতপাত ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস জারী রাখে। কিছু জাতপাত ভিত্তিক সংকীর্ন রাজনৈতিকদল নিজেদের স্বার্থ পুষ্টির জন্য সরকারকে সাহায্য করে।

বৃটিশের তৈরি মন্টেগু চেমস্ ফোর্ড পরিকল্পনা" ও গভমেন্টি ফর ইন্ডিয়া অ্যাট ১৯৩৫" অভিশাপের মত নেমের এসেছিল ভারতবাসীদের জীবনে। কিছু অবিভেক্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশদের পাতা জালে পা দিয়ে ছিলেন। ফলে যা হবার তাই হল মারাত্মক জাতি দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে ভারত দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ভারত স্বাধীন হলে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ ইং।

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা প্রভাত রঞ্জনের কথাই ফলে গেল। ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হলেন পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু। প্রভাত রঞ্জনের কাছ থেকে যে সব তথ্য শ্যামাপ্রসাদ পেয়েছিলেন তা ভাবিত করেছিল নেহেরুজীকে। তাই স্বাধীন ভারতে বারত সরকারের প্রধান কাজই হলো প্রভাও রঞ্জনের প্রতি শ্যান দৃষ্টি রাখা।

নেহেরুর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মিঃ বি এল মল্লিককে। যিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, মুসলীমলীগ ও জামালপুরের শ্রী প্রভাত রঞ্জনের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রেখেছিলেন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে।

যার ব্যত্যয় ঘটেনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আমলেও

কাশ্মীরিদের ব্রাত্য রেখে সমাধান অসম্ভব

রথিন চক্রবর্তী

বিজেপি পরিচালিত ভারত সরকার গত ৫ই আগস্ট ২০১৯ তারিখে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা ও ৩৫-এ ধারা প্রত্যাহার করে নেয়, জম্মু-কাশ্মীর থেকে লাদাখকে বিচ্ছিন্ন করার আদেশনামা জারি করে, ৩১ অক্টোবর থেকে জম্মু-কাশ্মীর লাদাখতে দুটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন টেরিটরি বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, শ্রীনগর উপত্যকা থেকে সমস্ত রকমের টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে, কাশ্মীরি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে (যাঁরা বিজেপি অনুগত নন) গৃহবন্দি করে, এলাকা এলাকায় কার্ফু জারি করে এবং কার্যত কাশ্মীরে সামরিক শাসন চালু করে।

ঘোষণা করা হয়েছিল অবস্থা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলে এইসব নিবিনিষেধ ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে এবং রাজ্যটি জঙ্গি সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে গেলে সেখানে আবার নির্বাচিত সরকার গঠন করার অধিকার দেওয়া হবে।

কেন এই পদক্ষেপগুলো নেওয়া হল, এবং এর ফলে দেশের কতটা ঐক্য ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে তারও যথেষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হল।

ছোটখাটো। কিছু প্রতিবাদী বক্তব্য ছাড়া আর কোনওরকম বিরোধিতা না হওয়ায় বোঝা গেল বাকি ভারত এই পদক্ষেপকে অনুমোদন করেছে।

আজ দু'মাস অতিক্রান্ত হল। এবার কিন্তু নিজেদের প্রশ্ন করার সময় এসেছে ---পদক্ষেপটি কি সঠিক হয়েছে? এই প্রশ্ন করার কারণ হল, প্রত্যাশামতো সব তো স্বাভাবিক হচ্ছে না। সেনাপ্রধান যদিও ঘুরে এসে বললেন সব স্বাভাবিক, শাসক নেতৃবৃন্দও বলছেন, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে, একটাও জঙ্গি হানা নেই, হানা,জনিত মৃত্যু নেইষ বাজারের কেনাবেচা চলছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু বিশ্ব, সংবাদ সূত্র জানাচ্ছে, না সব স্বাভাবিক হয়নি। স্কুল কলেজ খোলা কিন্তু ছাত্রছাত্রী, নেই, রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য, দোকানপাট খুলছে না, বিক্রিবাটা যেটুকু হচ্ছে তা ওই পথচলতি হকার মারফত। মোট কথা, ওই রাজ্যের নাগরিকরা সরকারের সঙ্গে কোনও সহযোগিতা করছে না।

দ্বিতীয়ত,যে বিষয়টাকে ভাবা হয়েছিল সবটাই অভ্যন্তরীণ, বাইরের কেউ নাক গলাবে না, কারও সেই অধিকার নেইষ সেই বিষয়টা না কারও সেই অধিকার নেইষ সেই বিষয়টা কিন্তু প্রতিবেশী দুটো রাষ্ট্র ডিঙিয়ে ১৯৩টা দেশের রাষ্ট্রসংঘের দরবার চলে গেছে। হস্তক্ষেপ তারা করেনি, কিন্তু একথা ও তারা বলেনি যে বিষয়টা আদৌ আন্তর্জাতিক স্তরে বিবেচ্য নয়। গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে বিষয়টি এখন আন্তর্জাতিক দুই শিবিরের দাঁড়িপাল্লার আঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুনিশ্চিত কোনও মাপকাঠি নেই যা দিয়ে বোঝা যেতে পারে কে এখন বেশি শক্তিধর ---চিন না আমেরিকা। তবে এটা নিশ্চিত যে এই দশকের আগের দিনগুলোয় শক্তিমত্তার নিরিখে আমেরিকা কর্তৃত্বের যে উচ্চাসনে ছিল, আজ আর তা নেই। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আফগানিস্তান সংকট, বসনিয়া সমস্যা বা ইরাক লিবিয়া প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে একক অধিকার আমেরিকার ছিল তা আজ এতই ক্ষুন্ন যে ভেনেজুয়েলা বা ইরানকে সহবত শেখানোর দাপট সে আজ আর দেখাতে পারছে না। ইউক্রেন প্রশ্নে রাশিয়াকে কোণঠাসা করতে গিয়ে আজ সে পুতিনকে শি জিনপিং-এর সুহৃদ বানিয়ে বসে আছে। আর এই নতুন পশ্চিম বিরোধী শিবিরের সঙ্গেই রয়েছেন লিটল রকেম্যান, কিম জং উন।

সুতরাং কাশ্মীর প্রশ্ন আজ রাষ্ট্রসংঘে হাজির হলে তার সমাধানসূত্র কিন্তু কোনও একেক শিবিরের হাতে থাকবে না, বিশেষ করে কাশ্মীর লাদাখের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে তা উভয় শিবিরকে তৎপর করে তুলবে। তত্ত্বগতভাবে এটা ঠিক যে কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু মানবাধিকার? এ প্রশ্নটা তো আজ আর ঠিক একটি সিবিরের সিদ্ধান্ত নির্ভর নয়।

এই প্রশ্নটাই ক্রমে ভারতের পক্ষে জটিলতর হয়ে পড়ছে। এমনকী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতবিরোধী কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা না নিলেও আমেরিকার প্রশাসন কিন্তু ভারতের পদক্ষেপের সর্বাঙ্গক সমর্থন করছে না। আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের দক্ষিণ এশিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীমতি অ্যালিস ওয়েলস গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জানিয়েছেন। "I think we are interested in knowing in the lifting of the restrictions and in the release of those who have been determined' করা উচিত ছিল, তা না করেই অতি দ্রুত কেরামতি দেখাতে গিয়ে ভারত আজ এই সাপের ছুঁচো গেলার মতো সংকটের আবর্তে পড়েছে। ৭৩০ ধারা অবলুপ্তির পদক্ষেপ অনেক আগে কংগ্রেসী শাসনের যুগেই নেওয়া উচিত ছিল তাঁরা কিছু কাশ্মীরি নেতাদের সঙ্গে আঁতাতের মধুক্ষণে রত থাকার স্বার্থেও একথা ভাবেননি, কাশ্মীর জনগণকে বোঝানোর কোনও প্রয়াস করেননি। দেশবাসীকেও বোঝাননি কেন কাশ্মীর ওই ৩৭০ ধারার বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৮-এর এবং তাও বিজেপি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তা অনুসন্ধান ও প্রতিবিদানের চেষ্টা না করে সংসীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কাশ্মীরিদের শায়েস্তা করার কথা তাঁরা ভাবলেন। সামরিক বাহিনীর ও মেকি জনসর্থনের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁরা এই বলপ্রয়োগের পন্থা গ্রহণ করবেন।

ভারতের সংবাদপত্র ও মিডিয়া জগৎ যতই বলুন না কেন যে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার ভারতের সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য যথেষ্ট সমর্থন daily life, the internet ans telephone communications have been intercepted.' (The Statesman 1-10-2019)

প্রায় একই সুরে কথা বলছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তাইপ এর্ডোয়ান। পাকিস্তানের জন্য দুটো রণতরীর নির্মাণকার্যের সূচনায় আয়োজিত ২৯/৯/২০১৯ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "খোলা আকাশের নীচে ৮০ লক্ষ কাশ্মীর ভারতীয় সেনার আত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ছে।" যাওয়া নয় আফগানিস্তান ও ইরানের ইতিহাসের চিত্র বদলের সম্ভাবনা। তাই শুধু জয়শঙ্কর ও বিদেশ মৈত্র দিয়ে পরিস্থিতির সামলানোর চেষ্টা না করে সবাইকে নিয়ে আত্মপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে খোলা মনে সবটা আবার পর্যালোচনা করাই বোধহয় শ্রেয় পন্থা। বিশেষ করে কাশ্মীরি নেতাদের সরিয়ে রেখে শুধু অকাশ্মীরিদের সঙ্গে আলোচনা করলে কোনও সমাধানসূত্র পাওয়া যাবে না। দেড় দুশো বছর একই ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রত শাসনে থাকা ভারত

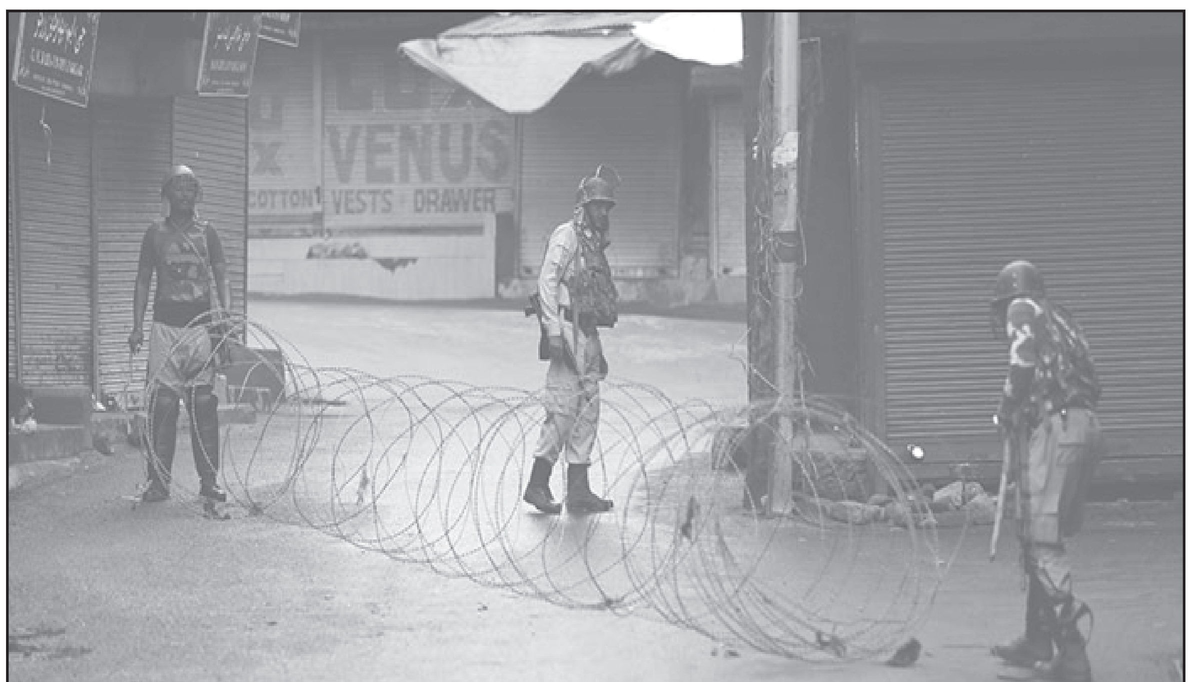

সেই যৌক্তিকতা কিন্তু ১৯৫৮ বা ৬০-এই শেষ করা যেত তা করা হয়নি।

কিন্তু তা করা হয়নি বলে তো আর দুম করে কোনও প্রস্তুতি ছাড়া তা করা যায় না। তাই করে বসল এই বিজেপি সরকার। তাদের শাসন শক্ত হওয়ার সময় (২০১৪) থেকেই কাশ্মীরিরা যে তাদের ওপর বিরূপ হচ্ছেন তার তথ্য তো তারা আগেই পেয়েছিলেন। দি স্টেটসম্যান পত্রিকার ২১/৫/২০১৯ তারিখের এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নর্দার্ন কম্যান্ডের প্রধান লে জে রণবীর সিং-এর ২০ মে তারিখের এক রিপোর্ট অনুযায়ী কাশ্মীরে কাশ্মীরি (বহিরাগত নয়) জঙ্গির সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাঁরা বলেন অনুযায়ী ২০১০-এর যার সংখ্যা ছিল ৫৪,১১-এ যা ২৩, ১২-এ যা, ২১, ১৩-এ যা ১৬, ১৪ থেকে তা ক্রম উর্ধমুখী। ২০১৪-এ তা ৩৫, ১৫ এ -৬৬, ১৬-এ ৮৮, ১৭-এ ১২৬ এবং ১৮-এ ২১৭। কেন কাশ্মীরি যুবসমাজ ক্রমেই জঙ্গি গোষ্ঠীতে যোগদান করছে পাচ্ছে বাস্তব চিত্র কিন্তু তেমন নয়। চিন,রাশিয়া শিবির যদিও কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলছে না তবুও তারা কিন্তু বারবার ভারত ও পাকিস্তানকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর জন্য আবেদন করার মারফত জটিলতা কাটানোর নির্দেশ দিচ্ছে। বিপরীত দিক থেকে যে পশ্চিমি শিবিরকে মোদি সরকার ভারতের সদর্থক ভূমিকার কথা বোঝানোর চেষ্টা করছেন তারা কিন্তু কাশ্মীরের মানবাধিকার প্রশ্নে ক্রমেই ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। ট্রাম্প হিউস্টনে মোদিকে সাহচর্য দিয়ে আশ্বাসের যে ছবিই আঁকুন না কেন, মার্কিন কংগ্রেসের দক্ষিণ এসিয়ার মানবাধিকার বিষয়ক সার কমিটি কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনার জন্য ২২ অক্টোবর নিউইয়র্কে মিলিত হচ্ছে। হাউস সাব কমিটির চেয়ারম্যান ব্রাড শেরম্যান জানিয়েছেন 'The hearing would focus on the kashmir valley, where many political activities have been arrested and (আ বা পত্রিকা ৩/১০/১৯)

ভারত সরকারের বোঝা উচিত পাকিস্তান যত অন্যায়ই করুক, তাকে পশ্চিম দুনিয়া পরিত্যাগ করে কোণঠাসা করে দেবে না। সেখানে অনেক স্বার্থ জড়িত। নেপালে মদেশিয়া আন্দোলনে সমর্থন জোগাতে গিয়ে ভারত যে ভুল করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা করবে না। মদেশিয়াদের সমর্থন করতে গিয়ে ভারত নেপালের নিত্য প্রয়োজনীয়ের সরবরাহ লাইনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ফলে নেপাল বাঁচার তাগিদে ঝুঁকিছিল চিনের দিকে। আজ সেই ঝোঁক সংযোগে পরিণত হয়েছে। চিনের ট্রেনলাইন শুধু নয়, চিনের রাষ্ট্রদর্শনও আজ নেপালে আসন গেড়ে ফেলেছে। শাসক জোটের দুই কমিউনিস্ট পার্টিই এখন শি জিনপিংকেই নেতা বলে মানছে।

পাকিস্তানকে আমেরিকা কিন্তু ওইভাবে চিনের কোলে তুলে দেবে না। আমেরিকা ও তার অনুগামী রাষ্ট্রপ্রধানরা বোঝেন পাকিস্তান চিনা প্রভাব বৃদ্ধির অর্থ কিন্তু শুধু পাকিস্তানের সরে যেখানে আঞ্চলিক বিশিষ্টতাকে, আঞ্চলিক অস্মিতাকে ত্যাগ করতে পারে না, সেখানে কী করে আশা করা যায় যে ওই দুশা বছর ধরে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র বজায় রাখা একটি জাতি এক কথা ধুশু বেয়নেটের ভয়ে তাদের আঞ্চলিক অস্মিতাকে বিস্মৃত হবে? বাংলার মমতা, বিমান, সুজন, অধীর, সোমেন, প্রদীপকে বাদ দিয়ে যদি জগদদীশ ধনকার, কৈলাস বিজয়বর্গীয়ারা বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে যায়, অথবা নবীনদের কারান্তরালে রেখে যদি নাড্ডা দিয়ে ওড়িশা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয় তাহলে তা কি কখনও ফলপ্রসূ হবে? কেউই তো কারুর কলোনি হতে রাজি হবেন না। ঐক্যের নামে সে চেষ্টা তো কোনওদিন সম্রাট অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন বা আলাউদ্দিন খিলজি অথবা আকবরও করেননি। আঞ্চলিকতার স্বীকৃতিই ভারতের একমাত্র অগ্রগতির পথ। তাই ফারুক আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতি বা ওমর নবি আজাদদের বাদ দিয়ে ক্ষুব্ধ কাশ্মীরি অস্মিতাকে শান্ত করা যাবে না।

(সৌজন্যে- দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বিএনপি সরকারের রেল বন্ধের সিদ্ধান্ত ছিল দেশের জন্য আত্মঘাতী: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৬।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রেসক্রিপশনের প্রেক্ষিতে তৎকালিন বিএনপি সরকারের জনবান্ধব রেলকে বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত ছিল দেশের জন্য আত্মঘাতী।তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, রেল বন্ধ করে দেওয়া, আমাদের দেশের জন্য একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছিল। একটা দেশের যোগোযোগের জন্য রেলপথ, সড়ক পথ এবং নৌপথ এবং সেই সাথে বিমান- সবগুলো পথই চালু থাকা দরকার।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘কোন এক আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশনা ছিল যে, যেটা লাভজনক নয় তা বন্ধ করে দেয়ার। সেই নির্দেশনায় বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে রেল যোগাযোগটাকেই সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়ার জন্য অনেকগুলো রেললাইন এবং রেল স্টেশন বন্ধ করে দেয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম-ঢাকা-কুড়িগ্রাম রুটে নতুন আন্তঃনগর ট্রেন ‘কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেসে’র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে প্রদত্ত ভাষণে একথা বলেন।তিনি একই সঙ্গে রংপুর এক্সপ্রেস ও লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনের র‍্যাকে নতুন কোচ প্রতিস্থাপনেরও উদ্বোধন করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ হলো এদেশের সাধারণ এবং মধ্যবিত্তের অন্যতম একটি চলাচলের মাধ্যম। যারা ক্ষমতায় ছিল (বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার) তারা রেলকে ধ্বংসের এবং একে বন্ধ করে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল।শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পরই সিলেট এবং চট্টগ্রামে দু’টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালুসহ রেলকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।তিনি বলেন, ‘রেল যোগাযোগটা যাতে আরো উন্নত হয় তার ব্যবস্থা হিসেবে আমরা উত্তরবঙ্গসহ সমগ্র বাংলাদেশেরই রেল যোগাযোগ স্থাপনের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করি।’এ সময় বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নির্মাণের সময় সেটাতে রেল লাইন স্থাপনসহ সেতুটিতে বহুমুখীকরণে তাঁর সরকার উদ্যোগে গ্রহণ করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমরা যমুনা সেতুর মূল নকশা প্রণয়ন হয়ে যাওয়ার পর সরকারে আসলেও আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এই সেতুর সাথে আমাদের রেলের লাইন, গ্যাস এবং বিদ্যুতের লাইন থাকতে হবে। এটি মাল্টিপারপাস হবে এবং সেই মোতাবেকই আমরা এর সঙ্গে রেল সংযোগ সম্পৃক্ত করি।’

তিনি বলেন, ‘এই রেল লাইন স্থাপনের ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আমাদের রাজধানী ঢাকার ভাল যোগাযোগের সুব্যবস্থা হয়ে যায়।’তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর যেসব রেলপথ বা লিংক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেসবও তাঁর সরকার নতুনভাবে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি, যেসব স্থানে রেল যোগাযোগ ছিল না সেখানেও রেল যোগাযোগ চালু করা হচ্ছে। ফলে, সাধারণের যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্প খরচে পণ্য পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।তিনি বলেন, উৎপাদিত পণ্য পরিবহন এবং বাজারজাত সহজ করে দিলে আমাদের দেশের কৃষকরাই সব থেকে লাভবান হবে।

তিনি এ সময় চিলমারী বন্দর পুনরায় চালুকরণসহ উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানের প্রচার প্রসার এবং সংরক্ষণেও তাঁর সরকার এগিয়ে আসবে বলে উল্লেখ করেন।প্রধানমন্ত্রী এ সময় কুড়িগ্রামে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এবং লালমনিরহাটে একটি অ্যারোস্পেস এন্ড এরোনটিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে তাঁর সরকার সেখানে প্লেন তৈরি করাব স্বপ্ন দেখছে বলেও উল্লেখ করেন।তিনি বলেন, ‘যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতিটাও প্রয়োজন। আর যেন উত্তরবঙ্গবাসীকে মঙ্গা শব্দটা শুনতে না হয় সে ব্যবস্থা আমরা করেছি।’

অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোফাজ্জেল হোসেন স্বাগত বক্তৃতা করেন এবং রেল বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়নের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন এবং ভিডিও চিত্র পরিবেশন করেন।সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মো. নুরুজ্জামান আহমেদ গণভবন প্রান্তের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। রেলপথ মন্ত্রী মো. নুরুল ইসলাম সুজন কুড়িগ্রাম স্টেশন থেকে যুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট এবং রংপুর রেলস্টেশন প্রান্তের সংযুক্ত জনগণের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পরে মতবিনিময় করেন।

বক্তব্য শেষ করে বাঁশি ফুঁকে ও সবুজ পতাকা উড়িয়ে নতুন ট্রেনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে রংপুর ও লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনের র‍্যাকে নতুন কোচ প্রতিস্থাপন করেন শেখ হাসিনা।রেল কর্তৃপক্ষ জানায়, ‘কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস’ বুধবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি ৬ দিন সকাল ৭টা ২০ মিনিটে কুড়িগ্রাম রেলস্টেশন থেকে ছেড়ে বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছবে।

ঢাকার কমলাপুর স্টেশন থেকে রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে সকাল ৬টা ২০ মিনিটে কুড়িগ্রাম স্টেশনে পৌঁছবে।ট্রেনটি ১৪টি বগি নিয়ে যাতায়াতে

রংপুর-বদরগঞ্জ-পার্বতীপুর-জয়পুরহাট-সান্তাহার-নাটোর-মাধনগর-টাঙ্গাইল-মৌচাক-বিমানবন্দরসহ মোট ১০টি স্টেশনে যাত্রী ওঠানামা করাবে। আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে ট্রেনটির বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হবে।আন্তঃনগর ট্রেনটি প্রতিদিন ঢাকা-কুড়িগ্রামের ২৮৬ দশমিক ৮ মাইল বা ৪৬১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে। কুড়িগ্রাম থেকে ঢাকা যাত্রায় মোট ৬৫৭টি আসন সুবিধা এবং ঢাকা থেকে কুড়িগ্রাম যাত্রায় ৬৩৮টি আসন সুবিধা থাকবে। শোভন চেয়ার ৫১০ টাকা, এসি চেয়ার ৯৭২ টাকা, এসি সিট ১১৬৮ টাকা এবং এসি বাথ ১৮০৪ টাকা আসন ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বুয়েটে সন্ত্রাস-সাম্প্রদায়িকতা রুখে দেওয়ার শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৬।। আবরার ফাহাদ হত্যার প্রেক্ষাপটে সব ধরনের সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার শপথ নিয়েছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীরা। বুধবার শিক্ষার্থীদের আয়োজনে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বুয়েট উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলামসহ কয়েকজন শিক্ষকও অংশ নেন।তবে দর্শকসারিতে থাকা অন্য শিক্ষকরা শপথ নেননি।

বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনারে গণশপথ গ্রহণ করার কথা থাকলেও বৈরি আবহাওয়ার কারণে স্থান পরিবর্তন করে অনুষ্ঠান হয় বুয়েট অডিটোরিয়ামে।শপথবাক্যে তারা বলেন,এ বিশ্ববিদ্যালয় সকল প্রকার সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক অপশক্তির উত্থানকে আমরা সম্মিলিতভাবে রুখে দেব।একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনায় সব ধরনের অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকারও শপথ নেন বুয়েট পরিবারের সদস্যরা। শপথে তারা বলেন,এই আঙ্গিনায় যেন আর কোনো নিষ্পাপ প্রাণ ঝরে না যায়, আর কোনো নিরপরাধ কেউ অত্যাচারের শিকার না হয়, তা আমরা সবাই মিলে নিশ্চিত করব। নৈতিকতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সব ধরনের বৈষম্যমূলক অপসংস্কৃতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার আমরা সমূলে উৎপাটিত করব।অনুষ্ঠানে আবরার ফাহাদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে মাঠের আন্দোলনে ‘আপাতত’ ইতি টানার কথা মঙ্গলবারই জানিয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা। তবে তারা ক্লাসে ফিরবে, তাও জানিয়েছিলেন।বুয়েটের শেরেবাংলা হলে ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মীর নির্যাতনে গত ৬ অগাস্ট রাতে তড়িৎ কৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ নিহত হওয়ার পর আন্দোলনে নেমে ১০ দফা দাবি তোলেন বুয়েট শিক্ষার্থীরা।

দেশে প্রকৌশল শিক্ষার বনেদী এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে বুয়েট শিক্ষক সমিতি ও সাবেক শিক্ষার্থীরাও সমর্থন প্রকাশ করেন। তাদের দাবির মুখে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ, আবরার হত্যার আসামিদের সাময়িক বহিষ্কার, হলগুলোতে নির্যাতন বন্ধে নানা পদক্ষেপ নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

অধিকাংশ দাবি পূরণের আশ্বাসের পরও শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের পাঁচটি দাবি তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়নের বিজ্ঞপ্তি দিলে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আন্দোলন শিথিল করা হয়। আবরার হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামিদের ইতোমধ্যে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। নোটিস এসেছে জড়িতদের তদন্তের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার তদন্তের ভিত্তিতে নতুন করে কারও নাম এলে তাদেরকেও আজীবন বহিষ্কার করা হবে।

শপথ গ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল জানান, তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পরই আবরার হত্যায় জড়িতদের বুয়েট থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে।সবাইকে বহিষ্কার করা হবে। একক সিদ্ধান্তে কোনো কিছু হবে না। তদন্ত প্রতিবেদন লাগবে, ডিন লাগবে, সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিব। আপনারা অধৈর্য্য হবেন না, কাজ অনেক দূর এগিয়েছে।

গণমাধ্যম কর্মীদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশের তথ্য প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৬।। গণমাধ্যম কর্মীদের সব ধরনের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তথ্যপ্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান।বুধবার সচিবালয়ে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তা প্রধানদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় তিনি এ কথা বলেন।

সকল কাজে সংবাদকর্মীদের সহযোগিতা কামনা করে মুরাদ হাসান বলেন, অনিয়মিত বেতন ও ছাঁটাইসহ সংবাদকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আমি চেষ্টা করবো। আপনারা আমাকে সহযোগীতা করবেন।তথ্যপ্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের জন্য, আমি কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে চাই। এই দায়িত্ব বা কাজ পালনে সংবাদকর্মীদেরও আমি সকল ধরনের সহযোগিতা চাই।এসময় বিভিন্ন চ্যানেলের বার্তা প্রধানরা নিজেদের সমস্যা তথ্য প্রতিমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন এবং এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সহযোগীতা চান। বিভিন্ন চ্যানেলের বার্তা প্রধানদের মধ্যে এটিএন বাংলার প্রধান বার্তা সম্পাদক জ. ই. মামুন, ৭১ টিভির হেড অব নিউজ শাকিল আহমেদ, বৈশাখী টিভির সিনিয়ার বার্তা সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আদালতের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ দল হিসেবে বিএনপি এখন প্রতিষ্ঠিত মাহবুব-উল আলম হানিফ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৬।। আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ বলেছেন, ‘আদালতের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ দল হিসেবে বিএনপি এখন প্রতিষ্ঠিত। তাই সেই দলের নেতা-কর্মীদের জনগণের কাছে তাদের পক্ষে ভালো কথা বলার কিছু নেই।’তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি বা দল ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন তাদের মুখের আস্ফালনই শান্তব্ধনা খোঁজার মাধ্যম হয়ে দাড়ায়।

বুধবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন শেষে ‘কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে এই ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটানো হবে’ বিএনপি নেতা ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘রাজনৈতিকভাবে জনগণের সামনে বিএনপির কিছু বলার নেই। ক্ষমতায় থেকে নানা অপকর্মের কারণে এ দলের শীর্ষ নেত্রী খালেদা জিয়া দুর্নীতির দায়ে আদালতের রায়ে দন্ডিত হয়ে কারাগারে আছেন।’তিনি আরও বলেন,২০১৩ সাল থেকে বেগম খালেদা জিয়া কতবার আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আন্দোলনের ডাক দিয়েছে দেশবাসী তা দেখেছে। দেখতে দেখতে সাত বছর পার হলেও বিএনপির আন্দোলন মাঠে গড়ায়নি। সুতরাং বিএনপির নেতাদের কথা জনগণ এখন আর আমলেও নেয় না। কারণ জনগণ জানে বিএনপির কথা ছাড়া কিছু করার নেই।

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সহ-সভাপতি রবিউল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক প্রকৌশলী ফারুক উজ জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসানসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সমতাভিত্তিক বিশ্ব গড়তে আইপিইউ সদস্যভূক্ত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি বাংলাদেশের স্পিকারের আহবান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৬।। সমতাভিত্তিক বিশ্ব গড়তে আইপিইউ সদস্যভূক্ত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী।

তিনি বলেন, ‘অর্থনৈতিক উন্নয়ন করলেই হবে না, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। অসমতা দূর করে সমতাভিত্তিক বিশ্ব গড়তে আইপিইউ সদস্যভূক্ত রাষ্ট্রগুলোর সংসদসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।’তিনি মঙ্গলবার বিকেলে সার্বিয়ার বেলগ্রেডে ১৪১তম আইপিইউ সম্মেলনে ‘স্পিকার্স ডায়ালগ অন গভর্নেন্স : ইকোনমি এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’ শীর্ষক সেশনে বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

বুধবার ঢাকায় প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।স্পিকার বলেন, সামগ্রিক টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে নারী সমাজকে পিছিয়ে রাখলে চলবে না। দারিদ্র্যের বলয় থেকে নারীদেরকে বের করে আনতে হবে।

পৃথিবীর অর্ধেক নারী জনসমষ্টিকে অবহেলা না করে তাদেরকে অর্থনীতির মূল প্লাতেধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। তবেই অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যকর হবে।

তিনি বলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বেশ সুদৃঢ়। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ। এটা সম্ভব হয়েছে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের কারণে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নেও বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল।এ সময় ভারত, নামিবিয়া, উগান্ডা, কাতার, সেনেগাল, সাইপ্রাসসহ বিভিন্ন দেশের স্পিকারবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বনকাটির রায় পরিবারের শশ্মান কালী প্রায় ৯০০ বছরের প্রাচীন, নিবেদন করা হয় পরিবারের একজনের একফেঁটা রক্ত

দুর্গাপুর, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : বদলে গেছে রাজত্ব। তবে ভগ্নপ্রায় মন্দিরে জৌলুস কমেনি পুজোর। নরবলির বদলে পরিবারের একজনের এক ফেঁটা রক্ত নিবেদন করা হয়। কাঁকসার বনকাটির রায় পরিবারের শশ্মান কালীপুজো এখন চিরাচরিত প্রথা মেনেই পুজিত হয়।

বনকাটি রায় পরিবার। রাজা বল্লাল সেনের কুল গুরুর বংশধর। কথিত আছে রাজার আমলে ঘন জঙ্গল কেটে গ্রাম তৈরী হয়। তাই বনকাটি নামকরন। রাজা বল্লাল সেন বাংলাদেশ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দীক্ষাগুরু তান্ত্রিক আচার্য মহেশ্বর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কাঁকসার গড়জঙ্গলে রাজ্যপাট শুরু করেন। অজয় নদী মাধ্যমে ব্যাবসা বানিজ্য সুবিধার্থে বনকাটি গ্রাম পর্যন্ত চ্যানেল খাল তৈরী করেন। বনকাটি এলাকা থেকে লাক্ষা ও কাঠ কয়লা কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হত। এবং সেখান থেকে মশলাপাতি নিয়ে আসা হত। এককথায় বনকাটি ছিল রাজা বল্লাল সেনের বানিজ্যিক কেন্দ্র। পানাগড়- মোরগ্রাম রাজ্য সড়কের এগারো মাইল মোড় থেকে পশ্চিম দিকে অজয় নদীর লাগোয়া বনকাটি গ্রাম।

তৎকালীন সময়ে রাজার কুল গুরু মহেশ্বর প্রসাদ ওই গ্রামেই শশ্মানকালী পুজো শুরু করেন। সম্পুর্ন তান্ত্রিক মতে পুজো করতেন। কথিত আছে ছাগ, মেষ ও মহিষ বলির পাশাপাশি ওই সময় নরবলিও দেওয়া হত। যদিও বর্তমানে সেসব প্রথা উঠে গেছে। তবে পরিবারের একজন একফেঁটা রক্ত নিবেদন করেন। পরবর্তীকালে মহেশ্বর প্রসাদের বংশধর বৃটিশদের সঙ্গে কোন মামলায় ডিগ্রী পায়। তখন বৃটিশদের কাছ থেকে রায়বাহাদুর খেতাবন পায়। আর তারপর থেকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলে রায় পদবি হয় আচার্যের বংশধরদের। এছাড়াও রায় পরিবারের পুর্ব পুরুষরা যাতে জল পায়, তার জন্য তাদের নামে পাঁচটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহেশ্বর প্রসাদের এক বংশধর লক্ষ্মীকান্ত রায়। সেসব মন্দির এখনও রয়েছে। তবে টেরাকোটার নকশার কাজ করা ওইসব মন্দির সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়। একই অবস্থা কালী মন্দিরের। ভেঙে পড়েছে মন্দিরের চালা। যেখানে রয়েছে পঞ্চমুন্ডী আসন। পুজোর নিয়মনীতি প্রসঙ্গে রায় পরিবারের প্রবীন বংশধর অনিল কুমার রায় জানান,’ তান্ত্রিক মতে এবং পুর্বপুরুষের লেখা পুঁথি দেখে পুজো হয়। পুজো হয়। পুজোয় বসার আগে শশ্মানে কিছু ক্রীয়াকর্ম করতে হয়। তারপর গুরুপুজন এবং মায়ের বারিঘট নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মায়ের নিজস্ব পুকুর জরুলি পুকুর থেকে বারি নিয়ে আসা হয়। নিশিরাতে মায়ের হোম যজ্ঞ করা হয়। রায় পরিবারের ১ হাজার ৮ টি বেলপাতা। ৫কেজি ২৫০ গ্রাম গাওয়া ঘি। তারপর ভক্তদের ঘি, বেলপাতা থাকে। এছাড়াও পরিবারের একটি ছাগ, একটি মেষ, একটি মহিষ বলি দেওয়া হয়। তারপর ভক্তদের মানত করা ছাগ বলি দেওয়া হয়। সবশেষে নিজের রক্ত একফেঁটা নিবেদন করতে হয়। তারপর পুর্নাহুতি দেওয়া হয়।’ অনিলবাবুর ছেলে লালু রায় জানান,’ কালিপুজোয় নরনারায়ন সেবা করানো হয়। তাছাড়াও মায়ের নিত্য সেবা হয়। প্রত্যেক আমাবস্যায় হোমযজ্ঞ হয়।’

অনিলবাবু আরও জানান,’মায়ের মন্দিরে পরিবারের ছাড়া অন্য কেউ রাত্রে থাকতে পারে না। একবার এক তান্ত্রিক মন্দিরে থাকার জেদ করেছিলেন। এবং রাত্রে শুয়ে ছিলেন। পরদিন সকালে দেখা যায় মায়ের মন্দিরের বাইরে তিনি পড়ে রয়েছেন।’ তিনি আক্ষেপের সঙ্গে জানান,’ প্রাচীন এই মন্দিরে আশপাশের গ্রাম থেকেও পুন্যার্থীরাও আসেন। তবে মন্দিরগুলি সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারের কাছে অনুরোধ প্রাচীন মন্দিরগুলি সংরক্ষন করা হোক।

অক্টোবরেই চালু হচ্ছে সল্টলেকের ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : অক্টোবরেই চালু হতে চলেছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোঊ ইতিমধ্যেই কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির ছাড়পত্রও পাওয়া গিয়েছে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তা কার্যকরী থাকবে। এরপর ফেজ ওয়ান চালু করতে পুনরায় আবেদন করতে হবে। আগামী ২৪ অক্টোবর, ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর সল্টলেক অংশের উদ্বোধন করতে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ বুধবার এমনটাই জানা যায় সূত্র মারফত।

ইতিমধ্যেই এই রুটের ভাড়া ঠিক করে ফেলেছে মেট্রো। প্রথম ২ কিলোমিটার সফরের ভাড়া ৫ টাকা, এই ভাড়াই সর্বনিম্ন। ২ থেকে ৫ কিলোমিটারের ভাড়া ১০ টাকাঊ ৫ থেকে সাড়ে ১৬ কিলোমিটারের

ছয়ের পাতায়

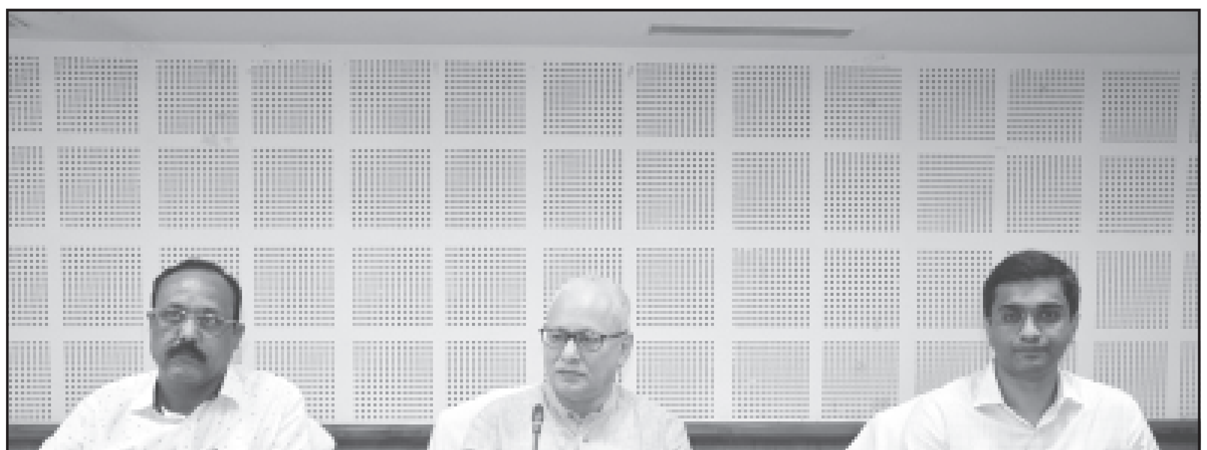

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

মুম্বইয়ে বহুতল ভেঙে মৃত এক, ধ্বংসস্তূপের নিচে বহু

মুম্বই, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের পূর্ব বিরারের নিত্যানন্দনগর এলাকায় বহুতল ভেঙে মৃত্যু হল চার বছরের এক শিশুর। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, এখনও বহুতলের নীচে চাপা পড়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন। তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে একটি জোরাল শব্দ শুনে ঘুম ভাঙে বাড়ির বাসিন্দা ও পড়শিদের। বাইরে এসে তাঁরা দেখেন বহুতলের একটি অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলে। কিছুক্ষণের মধ্যে দমকলের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। ভেঙে পড়া বহুতলটি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ বছরের এক শিশুর। বাকিদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধারের জন্য ধ্বংসস্তূপ সরাতে শুরু করেছে দমকল ও পুলিশ। হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রাও। ইতিমধ্যে কয়েক জনকে উদ্ধারও করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, মঙ্গলবার রাতে চারতলা ওই বহুতলের চতুর্থ তলাটি ভেঙে পড়ে। ভেঙে পড়া বহুতলটি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে, কী কারণে তা ভেঙে পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে ও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন পুরসভার আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, গতমাসেই মুম্বইয়ে ভেঙে পড়েছিল বহুতল। তার আগের মাসেও মহারাষ্ট্রে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ মুইয়ের ক্রফোর্ড মার্কেটে ফের ভেঙে পড়ে বহুতলের একাংশ। তবে ওই ঘটনায় দমকল বাহিনীর তৎপরতায় প্রাণহানি এড়ানো গিয়েছিল।

আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতি মামলায় পি চিদম্বরমকে জেরা করতে তিহার জেলে ইডির তিন আধিকারিক

মুম্বই, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে ফের জেরা করতে বুধবার সকালে তিহার জেলে পৌঁছালেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তিন আধিকারিক। গত ২১ আগস্ট প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই। গ্রেফতারের পর প্রথম ১৫ দিন সিবিআই হেফাজতে থাকার পর গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে তিহার জেলেই রয়েছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। বুধবার তাঁকে জেরা করতে তিহার জেলে পৌঁছালেন ইডির তিন আধিকারিক। মঙ্গলবার দিল্লির বিশেষ আদালতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে গ্রেফতারের অনুমতি চেয়েছিল ইডি। আদালতের অনুমতি পেতেই আজ সকালে তিহার জেলে পৌঁছে যান ইডির আধিকারিকরা। চিদম্বরমের ছেলে কার্তিক চিদম্বরমও ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছেন তিহার জেলে। চিদম্বরমের বিরুদ্ধে সিবিআই-র অভিযোগ, অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ‘আইএনএক্স মিডিয়া’ নামের সংস্থাকে বিদেশ থেকে বেআইনিভাবে ৩০৫ কোটি টাকা পাইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এই টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য চিদম্বরমকে বিপুল অঙ্কের টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন ‘আইএনএক্স মিডিয়া’র তৎকালীন কর্ণধার পিটার মুখার্জি আর ইন্দ্রাণী মুখার্জি। যদিও চিদম্বরমের আইনজীবী কপিল সিব্বল দাবি করেন, আইএনএক্স মিডিয়ার এগজিকিউটিভ ইন্দ্রাণী মুখার্জির সঙ্গে কোনও দিন সাক্ষাতহয়নি প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর।

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

ভারমিলিওন ক্লিফ লাল কেন হয়?

অ্যারিজেনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এবং চীনের ঝাংগি ন্যাশনাল জিও পার্কের রঙধনুর মতো পাহাড়ের রঙ দেখে অবাক হতে হয়।এদের মধ্যে সাধারণ যে জিনিসটি দেখা যায় তা হচেছ লাল রঙের শিলা। এই পাথরগুলো এতো লাল হল কীভাবে? এর কারণ হচ্ছে আয়রণ, এটি অন্য উপাদানের সাথে মিলিত হয়ে এমন খনিজ তৈরি করে যা লাল রঙের মা মরিচার মত হয়।পৃথিবীতে আয়রণ আসে প্রাচীন সুপারনোভা ঘটনার মাধ্যমে, বড় নক্ষত্র শক্তি থেকে দৌড়ে বের য়ে আসে এবং মারা যায়। এই তারার পতনের ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে নতুন শক্তি নির্গত করে। এর ফলে অনেক উৎপান মিলিত হয় এবং ভারী উপাদান তৈরি করে, যার মধ্যে আয়রনও থাকে।

অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিভাগের সহযোগী বিভাগীয় প্রধান এবং জ্যেষ্ঠ প্রভাষক জেসিকা কেপ বলেন, এই ধরনের পতনে ফলে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, এই পতিত তারা বাহ্যিকভাবে বিস্ফোরিত হয় এবং উপাদানগুলো পাঠায়। যখন পৃথিবী গঠিত হয় তখন আয়রন সহ এর চারপাশের উপাদান গুলোর গুচ্ছকে আকড়ে ধরে। প্যানসিলভেনিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক টেরি এনজেন্ডার বলেন, পৃথিবীর প্রথম দিকে আর্কিয়ান যুগে বায়ুমণ্ডলে খুব কম অক্সিজেন ছিল। অক্সিজেন ছাড়া আয়রণজলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। একারণেই পৃথিবীর প্রথম আর্কিয়ান মহাসাগরে প্রচুর পমিাণে আয়রণ দ্রবীভূত থাকে। যদি ফটোসিন্থেসিস এর মাধ্যমে এককোষী জীবগুলো অক্সিজেন উৎপন করা শুরু করে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখান সুর্যের আলো ব্যবহৃত হয় জল এবং কার্বনডাইঅক্সাইড এর মধ্যকার প্রতিক্রিয়াকে শক্তি সরবরাহের জন্য যাকার্বহাইড্রেট বা অক্সিজেন তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

এই অক্সিজেন সমুদ্রে যায় এবং আয়রণের সাথে মিলিত হয় এবং আয়নর অক্সাইড নামক খনিজ যেমন হারমাটাইট যা প্রায়ই লালরঙের হয় এবং ম্যাগনেটাইট সৃষ্টি করে।

কেপ বলেন, জারণ প্রক্রিয়া মরিচা হওয়া খুব সাধাণ বিষয়, যেখানে বাতাসে ধাতুর সাথে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং মরিচা তৈরি হয়। পাহাড়ের শিলায় হারমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট এর মত খনিজের সামান্য দানা থাকে যার মধ্যে আয়রণ থাকে। এই খনিজগুলোতে জারণ হয় এবং মরিচা পরে, যা পাহাড়কে লাল করে তুলে। এনজেন্ডার বলেন, এই খনিজের সৃস্টির ফলেই ডোরাকাটা আয়রণ গঠিত হয়, যা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়রণের ভান্ডার। আয়রনের গঠন ডোরাকাটা হওয়ার কারণ হচ্ছে, হারমাটাইটের স্তরের মাঝে সিলিকার স্তর থাকে, যা পাললিক শিলার স্তরের মাঝে চিল প্রায় প্রাচীণ আর্কিয়ান থেকে মধ্য প্রোটেরোজিয়িক যুগে। ডোরাকাটা আয়রনের গঠন দেখা যায় ব্রাজিল এর ক্যারাজেস এ, কানাডার লেক সুপেরিওরএ, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার হেমারসলে বেসিন এ, উত্তর চিনে এবং সিনেসোটা এর মেসাবি আয়রণ রেঞ্জ এ।

অ্যারিজোনা এর ভারমিলিয়ন ক্লিফ এর লাল রঙ আসে আয়রণসমৃদ্ধ খনিজ থেকে যা এর পাশের পাললিক শিলায় ছড়ানো থাকে। কেপ বলেন, লাল বেলে পাথর পশ্চিম আমেরিকায় খুবইকমন।এদের পাওয়া যায় স্যাডোনা, অ্যারিজনা এবং ক্যালিফোনিয়ার মোজাভ মরুভূমিতে রেড রক ক্যানিয়ন স্টেট পার্কএ। মন্টানা, কলোরাডো এবং গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের রেড ওয়াল লাইমস্টোন ক্লিফ ও লাল শিলায় গঠিত।

মন্ত্রীর ঘরনি হলেন টেলি অভিনেত্রী মোহনা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস ছবি

বিয়ে হয়ে গেল ''ইয়ে রিশতা কেয়া কহেলাতা হ্যায়''-এর কীর্তি গোয়েঙ্কা। তবে অভিনেত্রী কোনও অভিনেতা বা ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেননি। সাধারণত রুপোলি পর্দার মানুষ কোনও সেলিব্রিটি বা ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেন। কিন্তু পর্দায় কীর্তি বিয়ে করেছেন উত্তরপ্রদেশের ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে।কীর্তির আসল নাম মোহেনা কুমারী সিংহ। ছোটপর্দায় তিনি পরিচিত মুখ। ১৪ অক্টোবর হরিদ্বারে বিয়ে করেন তিনি। পাত্র উত্তরপ্রদেশের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সুরেশ রাওয়াত। তবে বাগদান হয়ছিল এবছরের গোড়াতেই। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেন্টাইনস দিবসের দিন গোয়ায় এক অত্যন্ত গোপন অনুষ্ঠানে আংটি বদল করেছিলেন তাঁরা।তবে মোহেনা বা সুরেশ কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও ছবি আপলোড করেননি। বিয়েটা গোপনই রাখতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেলেবদের বিয়ে কী আর গোপন থাকে? অনুরাগীরাই পোস্ট করে দিয়েছে তাঁদের ছবি। বিভিন্ন ফ্যান ক্লাবের পেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁদের ছবি। সেখানে গিয়েছে লাল আর সোনালি রঙের লেহেঙ্গায় সেজেছেন মোহেনা। তিনি যে সত্যিই রাজকুমারী, তা তাঁর রাজবেশেই স্পষ্ট। মোহনার বাবা পুষ্পরাজ সিংহ মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার রাজা। এখন অবশ্য সেই রাজাও নেই, রাজপাটও নেই। কিন্তু শরীরে তো রাজকীয় রক্তই বইছে। বধূর সাজে সেই উজ্জ্বলতাই যেন ফুটে উঠেছে। সঙ্গে ছিল রাজওয়াড়ার গয়না। ফলে সৌন্দর্য যেন আরও বেশি করে ধরা পড়ছিল মোহনার সাজে। অন্যদিকে সুরেশ সেজেছিলেন আইভরি রঙের শেরওয়ানিতে। রাজপুত নিয়ম রীতি মেনে অগ্নিকুণ্ডের সামনে শপথ নিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করলেন ওই জুটি। সম্পন্ন হল আরও এক রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠান।মোহনার বাবা চাননি অভিনয় করুক মেয়ে। কিন্তু মা পাশে ছিলেন। সেই ভরসাতেই অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেন মোহনা। অংশগ্রহণ করেন এক জনপ্রিয় ডান্স রিয়েলিটি শোয়ে। সেখান থেকেই যাত্রা শুরু। এর পর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক আসতে থাকে অফার। রাজকুমারী হয়ে ওঠেন অভিনেত্রী।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানের ভাষায় অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম

আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। আরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। অরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? বাড়ির বাইরে বের হওয়া এবং গাড়িতে ওঠা ছাড়া অন্য সময়গুলো কেমন থাকে। তখন কোনো সমস্যা হয় কিনা? যেকোনো চাপ সামলানোর ক্ষমতা কতটুকু? মানসিক চাপের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতিগুলো কেমন এব কতটুকু কার্যকর? যা হোক, প্রতিটি মানুষের একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া হলো, যখন মানুষ চাপে পড়ে তখন মনের অজান্তে কিছু বিষয় কাজ করতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম হলো, এমন একটি পদ্ধতি যেটি অটো অটো অর্থাৎ নিজে থেকেই কাজ করতে থাকে। যার কাজের মধ্যে হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাস মেইনটেইন করা, পায়খানা প্রশ্রাব কন্ট্রোল করা, গরম ঠান্ডার অনুভবগুলোকে বোঝা, ভয় রাগ দুঃখ সহ আবেগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা।হঠাৎ কোনো ভয় বা ভয়ের কারণে এই অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের একটি অংশ দ্রুতই একটিভ হয়ে যায় বা প্রভাব বিস্তার করে। তখন মানুষের এমন সমস্যা হতে পারে। এটি কোনো কোনো মানসিক রোগের কারণেও হতে পারে। একবার দুবার হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আপনি যেভাবে লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে বারবারই হচ্ছে এবং এসমস্যাটি আপনাকে খুবই ভোগাচ্ছে। যদি আপনার অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকে এবং উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার খুব কিছু বলার না থাকে তবে, আপাতত আপনি সকালে টেবল্যাট নেক্সিটাল ৫ মিগ্রা নাস্তার পর খেতে পারেন। আপনার সমস্যা কমবে। হাপানী বা ডায়াবেটিস না থাকলে সাথে ট্যাবলেট ইনডেভার ১০ মিগ্রা, সকালে ও রাতে একটা করে খেতে পারেন। বিশেষমুহূর্তে নিজের আবেগ বা আবেগ জনিত সমস্যাগুলো কমানোর জন্য আরো অনেক কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে। যেহেতু আপনি চট্টগ্রামে থাকেন, সেহেতু চেষ্টা করবেন সরাসরি সেখানে কারো সঙ্গে দেখা করে উপযোগ্য কোনো সাইকোথেরাপি বা রিলাক্সেশন পদ্ধতি শিখে নেওয়ার। সব সময় মনে রাখবেন সরাসরি ডাক্তরের সাথে কথা বলে চিকিৎসা নেওয়াই ভালো। কারণ অন্যকোনো সমস্যা, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেওয়া যায়।

জিমেইলে পাঠানো বার্তা পড়ছে অন্য কেউ

জিমেইল ব্যবহার করে যে বার্তা পাঠানো কিংবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনই না, কখনও কখনও থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ডেভেলপার পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার্চ জায়ান্ট গুগল। থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া তৃতীয় কোনো নির্মাতার অ্যাপকে বোঝানো হয়। যেমন আপনি যদি ফেসবুক, গুগল কিংবা ট্যুইটারের অ্যাপ প্লে স্টোরে খোঁজেন, তবে দেখবেন তাদের নিজস্ব অ্যাপ ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ সেখানে রয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ডেভেলপারের তৈরি। এগুলোই হচ্ছে থার্ড পার্টি অ্যাপ। অন্য কথায় কোনো কাজের কিংবা সার্ভিসের জন্য আগে থেকেই তৈরি অফিসিয়াল অ্যাপ থাকার পরও একই কাজের জন্য থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ। এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়। কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলেন, এটি খুবই বিস্ময়কর যে গুগল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে। ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহারকরেন।

অশ্লীল শব্দ বলে ভাইরাল আলিয়া, মামির স্টেজে হেসে লুটোপুটি করণ-করিনা

নতুন প্রজন্মের সবথেকে ফ্রেশ মুখটাই বোধহয় আলিয়া ভাট। যে নিজেকে নিয়েও কমেডি করতে ওস্তাদ। যে কোনও রিয়েলিটি শো-তেই তিনি সবার সঙ্গে ভীষণ সাবলীল ভাবে মজায় নেমে পড়েন। তবে এবারটায় আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন আলিয়া। তিনি ''জিও মামি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ২০১৯'' এ কথা বলতে গিয়ে মুখ ফস্কে একটি অশ্লীল শব্দ বলে ফেলেন। তারপর সামনে প্রচুর দর্শকের মাঝে কি আর করবেন বুঝতে না পেরে, চরম লজ্জায় পড়ে যান। নিজেই হাসতে হাসতে মুখ লুকিয়ে ফেলেন। দর্শকরাও ততক্ষণে হেসে ফেলেন এই ঘটনায়। আর ইতিমধ্যেই তাদের সেই কথোপকথনের ভিডিও পুরোপুরি ভাইরাল।আসলে তিনি যে করিনা কাপুরের অনেক বড় ভক্ত। এই কথাটাই তিনি ''জিও মামি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ২০১৯'' এ করিনা কাপুরের সামনে পরিচালক করণ জোহারের সঙ্গে শেয়ার করতে গিয়েই এই মজার ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলেন। তবে হ্যাঁ তিনি সেখানে জানালেন, করিনা কাপুরের প্রায় সবদিক নিয়েই ভীষণ ভাবে মুগ্ধ। যে ভাবে একদিকে করিনা কাপুর খুব মনযোগী হয়ে কাজ করেন, আবার তারই সঙ্গে তার সংসার সামলানো, তইমুরকে বড় করে তুলছেন। আবার সেরা স্টাইলের সঙ্গে নিজের ফিল্মি ক্যারিয়ারকে আরও সুন্দর করে তুলেছেন, সেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ আলিয়া ভাট।ওদিকে করণ জোহর, আলিয়ার মুখে করিনা কাপুরকে নিয়ে প্রশংসা বেশ মন দিয়েই শুনছিলেন। কিন্তু হঠাত আলিয়ার মুখে সেই অশ্লীল শব্দ শুনে নিজেও হাসি চেপে রাখতে পারেন নি। তারপর মজা করে আলিয়া কে বলেন, তিনি কি তাঁকে এইভাবে বড় করেছেন , তাহলে কি করে তিনি এই ভুলটা করলেন। যাইহোক এই মুহূর্তে বলিউডের সবচেয়ে বুদ্ধিমতি। যাইহোক আলিয়া আগেও ছিলেন চর্চার তুঙ্গে, এবার ভাইরাল হলেন ভুল কথা বলে।

দুর্ধর্ষ ''হিট রেকর্ড''! এক লাফে ৫০০ শতাংশ পারিশ্রমিক বাড়ল এই বলি-স্টারের

সামনেই আসন্ন তাঁর ''বালা'' ছবিটি। যার ট্রেলার মুক্তি পেতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে বলিউড জুড়ে। ২০১৯ সালে ''ড্রিম গার্ল'' বক্স অফিসে তীব্র গতিতে ছুটে বাজার করে নিয়েছে। আর ২০১৮ সালে জাতীয় পুরস্কারের সম্মানের তাজ পেয়েছিলেন আয়ুষ্মান খুরানা। সেই অধ্যায়ের পর এবার পারিশ্রমিকে তাক লাগানো বৃদ্ধি ঘটিয়ে দিলেন আয়ুষ্মান খুরানা।পর পর ৬ টি হিট ফিল্ম। আর ৬ ট ছক্কা হাঁকিয়ে বলিউডে আপাতত ''আয়ুষ্মান রাজ'' করে চলেছেন ''ড্রিম গার্ল'' স্টার। আর প্রযোজকদের এতগুলি হিট ফিল্ম দেওয়ার পর এবার নিজের পারিশ্রমিক ৫০০ শতাংশ বাড়িয়ে নিলেন আয়ুষ্মান খুরানা। প্রতিটি ছবির জন্য আগে ছিল তাঁর পারিশ্রমিক ২ কোটি টাকা। বর্তমানে তা হয়ে দাঁড়াল ১০ কোটি টাকা।এক লাফে পারিশ্রমিক ৫০০ শতাংশ বাড়িয়ে নিয়ে আয়ুষ্মান এখন ''টক অফ দ্য টাউন'' হয়ে গিয়েছেন বলিউডে। উল্লেখ্য, আগামী ৭ নভেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে আয়ুষ্মান খুরানা অভিনীত ছবি ''বালা''। ফের একবার ভূমি-আয়ুষ্মান জুটির এই ছবি নিয়ে পারদ ইতিমধ্যেই চড়তে শুরু করে দিয়েছে।

''ইনসাল্লাহ'' নয়, সঞ্জয়ের পরিচালনায় ''গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়ারি''-তে আলিয়া

মহানগর ওয়েবডেস্ক: সলমান-আলিয়া জুটির ''ইনসাল্লাহ''র কাজ বন্ধ। কবে হবে সেই বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। আদও হবে কিনা তাঁর খবরও নেই। ঠিক সেই ঘটনার দু''মাস পরেই বড় ঘোষণা করলেন পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালি।

তাঁর পরবর্তী সিনেমা হতে চলেছে ''গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়ারি''। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল এই সিনেমাতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করার কথা প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার। কিন্তু সেই সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এদিন পরিচালক ঘোষণা করেছেন আলিয়া ভাটকে দেখা যাবে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে। এই বিষয়ে খবর নিশ্চিত করেছেন বলিউডের ট্রেড অ্যানালিসিস্ট তরণ আদর্শ।এদিন তিনি টুইটারে লিখেছেন, ''সঞ্জয় লীলা বনশালির আগামী সিনেমাতে মুখ্য চরিত্রে আলিয়া ভাট। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে মুক্তি পাবে এই সিনেমাটি।''

সলমানের ''ইনসাল্লাহ'' কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সঞ্জয় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন তাঁর আগামী সিনেমার কাজ নিয়ে। যদিও ''ইনসাল্লাহ'' আর মুক্তি পাবে কিনা সেই বিষয়ে কিছুই জানাননি পরিচালক। কিন্তু তাঁর আগেই প্রকাশ্যে এল তাঁর আগামী সিনেমার কাজ। তবে ঈদ নয় সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পাবে ''গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়ারি''।এই সিনেমা ও ''ইনসাল্লাহ'' প্রসঙ্গে আলিয়া জানান, ''আমি খুবই উত্তেজিত যে সঞ্জয় স্যারের সঙ্গে কাজ করতে পারব ভেবে। কিছু জিনিস হয় হঠাত করেই হয়ে যায়। যেটার জন্য আপনি অপেক্ষা করেন সেটা সহজে পাওয়া যায় না।

জীবনে সবকিছুই প্ল্যানমাফিক হয় না। কিন্তু সঞ্জয় লীলা বনশালির সঙ্গে কাজ করতে পারব ভেবেই খুশি আমি।'' আলিয়া আপাতত ব্যস্ত তাঁর আগামী সিনেমা ''সড়ক ২'' নিয়ে। এছাড়াও আগামী বছর মুক্তি পাবে ''ব্রহ্মাস্ত্র''।

রণবীরের প্রেমে পড়লেন বাণী সিঁদুরে মেঘ দেখছেন আলিয়া

বি-টাউনে কান পাতলেই তাই শোনা যায়, খুব শীঘ্রই নাকি চার হাত এক হতে চলেছে দুজনের। কিন্তু এরই মাঝে কি ফের কোনও তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হল! কানাঘুষো খবর, অভিনেত্রী বাণী কাপুর নাকি রণবীরের প্রেমে পড়েছেন। আর তার পর থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছে।শুদ্ধ দেশি রোম্যান্স ছবি দিয়ে অভিনয় জগতে পা রেখেছিলেন বাণী। তার পরে রণবীর সিং-এর বিপরীতে বেফিকরে ছবিতেও ছিলেন তিনি। কিন্তু সে ভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি তিনি। কিন্তু সম্প্রতি মুক্তি প্রাপ্ত ওয়ার ছবিতে প্রশংসিত হয়েছে বাণীর অভিনয়। ওয়ার-এর কাজ শেষ হতেই তিনি রণবীর

কাপুরের বিপরীতে শামসেরা ছবির শ্যুটিং-এ মন দিয়েছেন।আর এই ছবির কাজ করত গিয়েই নাকি রণবীরের প্রেমে পড়েছেন বাণী। সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে রণবীরের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা করা হয় বাণী কাপুরকে। মুখে কিছু না বললেও, রণবীরের প্রসঙ্গে এমন ভাবে বাণী ব্লাশ করেন, তাতেই জল্পনা শুরু হয়। বাণী বলেন, রণবীরের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা দারুণ। ও খুবই স্বাভাবিক ও বিনয়ী।

হ্যাশট্যাগ মিটু নিয়ে এবার মুখ খুললেন কৃতী শ্যানন

মুম্বই- অভিনেতা নানা পটেকরের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছিলেন তনুশ্রী দত্ত। তার পরেই বলিউডে একে একে যৌন হেনস্থার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে থাকে। এবার সেই হ্যাশট্যাগ মিটু মুভমেন্ট নিয়ে মুখ খুললেন কৃতী শ্যানন।খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে কৃতী অভিনীত হাউসফুল ৪। এই ছবির পরিচালনা প্রথমে সাজিদ খানের করার কথা ছিল। সাজিদ খানের বিরুদ্ধে মিটু অভিযোগ থাকায়, এই ছবি নিয়ে প্রথম থেকেই বিতর্ক ছিল। তাই সাজিদ খানের সঙ্গে একই ছবিতে কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন হাউসফুল ৪-এর মুখ্য অভিনেতারা। তার পরেই এই ছবি থেকে সরে যান সাজিদ খান।কৃতী এই হ্যাশট্যাগ মিটু সম্পর্কে বলেন, আমি সব সময়েই মি-টুর পক্ষে ছিলাম। কথাও বলেছি এই নিয়ে আগেও। কী কী ঘটেছিল তা প্রকাশ্যে বলতে সত্যিই অনেক সাহস লাগে। দুর্ভাগ্যজনক

ভাবে এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা যায় না। কিন্তু এই মুভমেন্টের জন্য প্রত্যেক ইন্ডাস্ট্রিতেই একটা ভয় কাজ করবে। এটা সত্যিই দরকার ছিল।কৃতী আরও বলেন, সৌভাগ্যবশত ভাবে আমি এই ধরনের কোনও পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। আগে সমস্ত মিটিংগুলি বাড়িতে হতো। কিন্তু আজকাল এই ধরনের বিষয়গুলি এড়াতে মিটিং বাড়ির বাইরে হয়।হাউসফুল ৪ ছবিটি পরিচালনা করছেন ফারহাদ সামজি। আগামী ২৫ অক্টোবর মুক্তি পাবে এই ছবি। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, কৃতী খারবান্দা, ববি দেওল, রীতেশ দেশমুখ, পূজা হেগড়ে।প্রসঙ্গত, হাউসফুল ৪ ছাড়াও এই মুহূর্তে আশুতোষ গোয়ারিকরের পানিপথ ছবি নিয়ে ব্যস্ত কৃতী। এই ছবিতে কৃতীর বিপরীতে অভিনয় করছেন অর্জুন কাপুর। পতি, পত্নী অওর ও ছবিতেও একটি ক্যামিও রোলে অভিনয় করছেন কৃতী। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন কার্তিক আরিয়ান। এছাড়াও সারোগেসি নিয়ে তৈরি ছবি মিমি-তেও অভিনয় করবেন কৃতী।

একটা কাজ বাড়িতে অপছন্দ তৈমুরের

প্রেসকার্ড নিউজ ডেস্ক ; জন্মের পর থেকেই যেন সে পাপারাতজিদের প্রিয়। করিনা ও সইফ আলির সঙ্গে যেখানেই যায় সেখানে স্পটলাইট কেড়ে নেয় তৈমুর। আর তাকে দেখলেই চারপাশে জমে যায় ক্যামেরার ভিড়। বিমানবন্দরে হোক বাবা-মায়ের সঙ্গে কোনও পার্টি, তৈমুরকে কখনোই এড়িয়ে যেতে পারেন না পাপারাতজিরা।তৈমুরও ক্যামেরার সামনে এইটুকু বয়স থেকেই পোস্ট দিতে সিদ্ধহস্ত। তবে বাইরে বিষয়টা এরকম হলেও ঘরে কিন্তু তৈমুর এক্কেবারে অন্যরকম। ঘরে নাকি তৈমুর ছবি তুলতে চায় না। সম্প্রতি মুম্বইতে মামি মুভি মেলায় করিনা কে জিজ্ঞাসা করা হয় পাপারাতজিদের সঙ্গে দেখা না হলে কি তৈমুরের মন খারাপ হয়? তখন করিনাই জানান, তৈমুরের মন খারাপ তো দূরের কথা সে তখন বাড়ির লোকজনকে তার ছবিও তুলতে দেয় না। পাপারাতজিদের ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে পোজ দিলেও বাড়িতে এসে ক্যামেরা দেখলেই চলে যায় সে। করিনার কথায়, ''পাপারাতজিরা ওর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ও এমনই মনে করে।

বুধবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

জাপানে শক্তিশালী টাইফুন হাগিবিসের আঘাতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩

টোকিও, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : জাপানের রাজধানী টোকিও এবং এর আশপাশের এলাকায় শক্তিশালী টাইফুন হাগিবিসের আঘাতে নিহত সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩ জনে। একইসঙ্গে এখনও ১৭ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ভয়াবহ শক্তিশালী এই দুর্যোগকে সবচেয়ে প্রলয়ঙ্করী টাইফুন হিসেবে অ্যাখা দিয়েছে জাপানের একটি সংবাদমাধ্যম।

এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবিতদের সন্ধানে উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন শতাধিক উদ্ধারকর্মী। আবর্জনা সরিয়ে শহরগুলোতে বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়া আহতদের চিকিৎসার সবধরনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড়ে জাপানের ১২টি শহরের প্রায় ১০ হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০ হাজার বাড়ি এখনও বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন রয়েছে। দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এদিকে, যাদের বাড়ি ভেঙে গেছে তারা এখনও আশ্রয়শিবিরে রয়েছেন। তাদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে জাপান সরকার।

বাস ও রেল সার্ভিস সেবা চালু করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্লেন চলাচলও শুরু হয়েছে। কম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। শনিবার জাপানের স্থানীয় সময় রাত ৮টায় উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় উপদ্বীপগুলোতে ঘণ্টায় ২২৫ কিলোমিটার গতিবেগে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় হাগিবিস। বলা হচ্ছে- বিগত ৬০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় এটি।

এর আগে ১৯৫৮ সালে সবশেষ শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'ক্যানোগাওয়া' আঘাত হেনেছিল জাপান উপকূলে। সেসময় প্রায় ১২০০ মানুষ নিহত ও নিখোঁজ হয়েছিলেন। এদিকে, গত মাসেও টাইফুন হেক্সাইয়ের আঘাতে জাপানের কিছু এলাকার প্রায় ৩০ হাজার ঘরবাড়ি ও স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনন্তনাগে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে তিন জঙ্গি খতম

শ্রীনগর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : বুধবার সকাল থেকেই জঙ্গিদের সঙ্গে ভয়াবহ গুলির লড়াইয়ে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কাশ্মীর। অনন্তনাগ জেলায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে তিন জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সেনা সূত্রে খবর, এদিন অনন্তনাগে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের গুলি বিনিময় চলছে। নিকেশ হয়েছে তিন জঙ্গি। এলাকায় এখনও কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী লুকিয়ে রয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে, এই সন্দেহে তল্লাশি অভিযান চালু রেখেছে নিরাপত্তারক্ষীরা। সূত্রের খবর, লুকিয়ে থাক জয়নগর জইশ-ই-মহম্মদ সংগঠনের সদস্য বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, নৌসেরা-সহ একাধিক সেক্টরে গোলবর্ষণ করেছে পাক সেনা। নিয়ন্ত্রণরেখায় এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে চুপচাপ বসে নেই ভারতীয় বাহিনী। গত ৪৫ দিনে প্রবল আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে জবাব দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের তরফ থেকে আসা প্রতিটি প্ররোচনার। জানা গিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে। নিয়ন্ত্রণরেখায় এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে ভারত সম্প্রতি যতটা কঠোর অবস্থান নিয়েছে, তা বেশ বিরল বলেও খবর।

সূত্রের খবর, নিয়ন্ত্রণরেখায় পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করলেই সেনাবাহিনীকে তৎক্ষণাৎ যোগ্য জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে পাক রেঞ্জার্সদের সীমান্ত চৌকিগুলি লক্ষ্য করে মাঝেমধ্যেই ভারী গোলাবর্ষণ করে ভারত।

বনগাঁ, হালিশহরের পর তৃণমূলের দখলে এল নৈহাটি পৌরসভা

নৈহাটি, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : আস্থা ভোটে নৈহাটি পৌরসভার দখল নিল তৃণমূলউ বুধবার ২৪-০ তে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় ছিনিয়ে নিল তৃণমূলউ এই ভোটে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিল বিজেপিউ বনগাঁ, হালিশহরের পর এবার ফের একবার তৃণমূলের দখলে এল নৈহাটিউ এদিন সকাল ১১ টা থেকে জেলাশাসকের উপস্থিতে শুরু হয় আস্থা ভোটউ ৪০ মিনিট ধরে চলে এই ভোট প্রক্রিয়াউ এই আস্থা ভোটে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সমস্ত কাউন্সিলরউ যদিও এদিন এই ভোটে অংশগ্রহণ করেননি বিজেপির ৭ জন কাউন্সিলরউ শীর্ষনেতৃত্বের আদেশেই এই অনুপস্থিতের কারণ বলে এদিন জানান নৈহাটির বিজেপি নেতা গনেশ দাসউ প্রসঙ্গত, ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই রাজ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে বিজেপিউ লোকসভা নির্বাচনের পর ৪ টি পৌরসভা নিজেদের দখলে করে নেয় বিজেপিউ এরমধ্যে ছিল নৈহাটি, ভাটপাড়া, হালিশহর, কাঁচরাপাড়াউ পরে বিজেপির ঘরে প্রবেশ করে আরও কয়েকটি পৌরসভাউ এই অবস্থায় নৈহাটিতে তৃণমূল আস্থা হারালে, নতুন করে আস্থা ভোটে না গিয়ে, নৈহাটিকে তৃণমূলের দখলে রাখতে ৩১ মে সেখানে সরকারী প্রশাসক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকারউ রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে মামলা করে বিজেপিউ এরই মধ্যে বিজেপিতে চলে যাওয়া নৈহাটির ২২ জন কাউন্সিলর ফের ফিরে আসে তৃণমূলেউ অন্যদিকে হাইকোর্টের মামলার রায়ের নির্দেশ বেরয় ২৫ সেপ্টেম্বরউ বলা হয়, জেলাশাসকের উপস্থিতিতে আস্থা ভোট করাতে হবে নৈহাটিতেউ এরপরেই সেই মত প্রস্তুতি শুরু হয় আস্থা ভোটেরউ অবশেষে এদিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আস্থা ভোটে জিতে নৈহাটি দখল করে তৃণমূল

সেনার তল্লাশি অভিযান, অনন্তনাগে সকাল থেকে গুলির লড়াই

শ্রীনগর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : বুধবার সকাল থেকেই ফের কাশ্মীরে চলছে এনকাউন্টার। কাশ্মীর জোনের পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগে এনকাউন্টার চলছে।ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে গুলির লড়াই চলছে বলে জানা গিয়েছে। গোপন সূত্রের খবর পেয়ে সেনা তল্লাশি অভিযানে নামলে গুলির লড়াই বাঁধে জঙ্গিদের সঙ্গে। ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর সামনে আসেনি।উল্লেখ্য, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা রদের পর থেকেই একের পর রক উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছে পাকিস্তান। আর তারপর থেকেই ভূস্বর্গে এনকাউন্টার যেন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে উঠছে। তবে জঙ্গি হোক বা পাক সীমান্তের ওপার থেকে গোলাবর্ষণ, সবক্ষেত্রেই কড়া হাতে প্রত্যুত্তর দিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। একেবারে খোলা হাতে যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে শত্রুদের। এরই মধ্যে সুপ্তাহ দুয়েক আগে সীমান্ত দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের থেকে বেশ কয়েকজন জঙ্গি ভারতে প্রবেশের চেষ্টায় ছিল। এই মুহূর্তে সীমান্তে কড়া নজরদারি ও অবস্থান নিয়েছে সেনা।অন্যদিকে মঙ্গলবার রাতে মণিপুরের ইম্ফলে উদ্ধার করা হয়েছে রিমোট কন্টোল আইইডি বোমা। পুলিশ খবর পেয়ে এলাকায় পউছলে খবর দেওয়া হয় বোম্ব স্কোয়াডে। তাঁরা বোমটিকে নষ্ট করে ফেলেন। ঘটনায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

এগরায় পরিত্যক্ত পুকুর থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

এগরা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : বুধবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের শ্মশানের ধারে এক পরিত্যক্ত পুকুর থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের মৃতদেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম তাপস প্রহরাজ (৩৫)।তাঁর বাড়ি এগরা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কশবা এগরায়।তিনি পেশায় রান্নার কাজ করতেন। ওই পরিবারের সদস্য ছিল মা ও ছেলে।তবে মৃত ব্যক্তি একমাত্র রোজকার করতো বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।গত সোমবার থেকে তাপস প্রহরাজ নিখোঁজ ছিল বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন শ্মশানের পাশের একটি পুকুরে ভাসতে দেখা যায় ওই মৃতদেহটি। এরপর স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে এগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। এই ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।তবে নিছক আত্মহত্যা না কি পরিকল্পিত খুন! তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চামড়ার অবৈধ পাচারে ধৃত ২ চোরাশিকারি

হাসিমারা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চামড়ার অবৈধ পাচার রুখল উত্তরবঙ্গের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। আলিপুরদুয়ারের বনদফতরের উদ্যোগে বৈকন্ঠপুর বনবিভাগের উত্তরবঙ্গের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স হাসিমারা থেকে ২ জন চোরাশিকারিকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ১৪ ফুটের রয়্যাল বেঙ্গলের চামড়া, ১১০ হাড় ও খুলি উদ্ধার করে পুলিশ।

ধৃত ওই দুই জন পাচারকারীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আলিপুর দুয়ারের হাসিমারা থেকে তারা ধরা পড়ে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই দুই জন ভুটানের বাসিন্দা। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটিকে কোথায় হত্যা করা হয়েছে তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, পুলিশের কাছে খবর আসে একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চামড়া পাচার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। খবর পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। এর পর ক্রেতা সেজে তাদের কাছে হাজির হয় পুলিশ। দীর্ঘ ১০ ঘণ্টার চেষ্টায় বুধবার সকালে ওই পাচারকারীদের পাকড়াও করে পুলিশ। এই ঘটনায় আর্নজাতিক পাচার চক্রের হাত রয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে চামড়া নেপালে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতদের আজ জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে।

রাজ্য থেকে বিদায় নিল বর্ষা

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাজ্য থেকে পুরোপুরিভাবে বিদায় নিচ্ছে মৌসুমি বায়ু। ফলে এ বছরের মতো বর্ষায় ইতি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে লিখিতভাবে জানানো হল এই বর্ষাবিদায়ের কথা।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাজ্য থেকে বিদায় নেবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। বর্ষা বিদায় নিলেই তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। একই সঙ্গে কমবে বাতাসে আর্দতাজনিত অস্বস্তিও। আবহাওয়ার হাল হকিকত একই থাকবে কলকাতাতেও। মঙ্গলবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। আর্দতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯১ সর্বনিম্ন ৪২ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ২৪ থেকে সর্বোচ্চ ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশেই থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আরও কমবে। ফলে দিনের বেলায় যে অস্বস্তিকর গরম অল্প হলেও থাকছে, তা ধীরে ধীরে কমে যাবে।

এসথারের প্রেমের নেপথ্যে কলকাতার ঐতিহ্যও

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : কেবল অভিজিতের প্রেমে নয়, তাঁর ছেলেবেলার শহর কলকাতার প্রেমেও পড়ে গিয়েছিলেন এসথার ডুফলো। ২২ বছর আগে এ শহরে যখন প্রথমবার পা দিয়েছিলেন এসথার, তখন তিনি ২৪ বছরের এক গবেষিকামাত্র।

এই ২২ বছরে এসথার কলকাতায় এসেছেন অন্তত ২০ বার। মূলত গবেষণার টানেই। আরেকটা টান ছিল এ শহরের ঐতিহ্য, পুরনো দিনের বাড়িঘর, যেন গল্পকথায় মোড়া। বাড়িগুলো যেন হাতছানি দিয়ে শোনায় অব্যক্ত নানা গল্প। তাই বলতে দ্বিধা করেননি, "এই সব বাড়িগুলো বাঁচানো দরকার। এটা একটা লাভজনক প্রকল্প হয়ে উঠবে। পর্যটকরা এসে দেখবেন সেকালের কলকাতা। যে রকম হয়েছে প্রাগে। সেখানে কমিউনিজমের পতনের পর বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে প্রাচীন প্রাগকে।"

২০১৫ সালে একটি খোলা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখক অমিত চৌধুরী এ রকমই একটা আর্জি জানিয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক যুগের ক'টি বাড়ি আলাদা করে বাঁচানোর চেষ্টা না করে গোটা একটি অঞ্চলের প্রাচীনত্ব সংরক্ষিত করতে। অমিতবাবুকে সমর্থন করে ওই চিঠিতে সই করেছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। ছিলেন ঐতিহাসিক তথা প্রাক্তন সাংসদ সুগত বসু, শিল্পী যোগেন চৌধুরী ও চিত্রভানু মজুমদার, অভিনেত্রী-পরিচালক অপর্ণা সেন, আলোকচিত্রী দয়ানিতা সিং এবং চার জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। এই চার জনের মধ্যে মধ্যে ছিলেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এসথার ডুফলে। বাকি দু'জনও বাঘা অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন এবং কৌশিক বসু।

নোবেলজয়ী এসথারের কথায়, "২০ বারেরও বেশি এসেছি এই শহরে। প্রতি বার আমি কলকাতায় আসি আর দেখি একটা করে পুরনো বাড়ি হারিয়ে গিয়েছে। তৈরি হয়েছে ইস্পাত আর কাঁচের কাঠামো। এই ধ্বংশ বন্ধ করতে কাউকে দায়িত্ব নিতে হবে। বাঁচাতে হবে শহরের ঐতিহ্যের জীর্ণ বাড়িগুলোকে।" উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, দেখুন তো প্রাগের পুরনো ট্রাম, সেতু, প্রাচীন নানা ভবনের সম্মুখভাগ এ সব দেখতে কত পর্যটক আসেন। পর্যটনের নিরিখে ওই শহরটা কোথায় চলে গিয়েছে। কলকাতাও তো ও রকম আকর্ষণীয় হতে পারে!"কলকাতায় যতবার এসেছেন, নিজে ছবি তুলেছেন দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং উন্নয়ন অর্থনীতির আব্দুল লতিফ জামিল প্রোফেসর ডুফলো। ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির অর্থনীতির এই অধ্যাপিকা এখন রীতিমত নোবেলজয়ী। তাঁর কথায়, পশ্চিমী পর্যটকরা তাজমহল, রাজস্থানের দুর্গ, কেরলের ব্যাকওয়াটার দেখতে আসেন। কলকাতার ঐতিহ্য আর পাগলামিটাও তো একটা মস্ত সম্পদ। সেটা দেখানোর ব্যবস্থাও তো করতে পারি আমরা!"

গায়িকাকে হেনস্থা, গ্রেফতার ৩

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স): এক বার গায়িকার সঙ্গে অশালীন আচরণ করার অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেফতার করল প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পার্ক সার্কাস কানেক্টারের পাশে ল্যারিকা পানশালায়।

ওই বারের এক গায়িকার অভিযোগ জানান, দীর্ঘক্ষণ ধরে ওই বারে আসা তিন যুবক তাঁকে গান গাওয়ার সময় নানা রকম ভাবে উত্যক্ত করছিল। তিনি প্রথমে বিষয়টি গুরুত্ব দেননি। তাঁর কাছে বার বার ওই যুবকরা ফোন নম্বর চাইছিল। তাদের সঙ্গে বারের বাইরে সময় কাটানোর জন্য বলে বলেও অভিযোগ। প্রথমে পানশালার বাউন্সাররা বেশ কয়েকবার

ছয়ের পাতায়

শীর্ষ আদালতে শেষ হচ্ছে রামজন্মভূমি-বাবরি মজজিদ মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : টানা ৪০ দিন পর আজ বুধবারই শেষ হচ্ছে রামজন্মভূমি-বাবরি মজজিদ মামলার শুনানি। মঙ্গলবার একথা জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে বুধবার মামলার শুরুতেই আরও সময় চাওয়া হলে, প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ''যথেষ্ট হয়েছে। আজ বিকাল ৫টার মধ্যেই শেষ করতে হবে অযোধ্যা জমি বিতর্কের শুনানি।" হিন্দু মহাসভার তরফে আরও শুনানি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। যার প্রেক্ষিতেই আজ শুনানি শেষের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। প্রসঙ্গত, আগামী ১৭ নভেম্বর অবসর নিচ্ছেন প্রধান বিচারপতি গগৈ।

মঙ্গলবার রামজন্মভূমির পক্ষে সওয়াল করতে উঠে আইজীবী কে পরাসরণ বলেন কয়েক শতাব্দি ধরে রামের এই জন্মস্থানটিকে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে হিন্দুরা। মুসলিমরা যে কোনও মসজিদে প্রার্থণা করতে পারে। অযোধ্যায় ৫০-৬০টি মসজিদ রয়েছে। মুসলিমদের জন্য সব মসজিদই সমান গুরুতপূর্ণ। কিন্তু এই বিশেষ জায়গাটি রামের জন্মস্থান। কারও জন্মস্থান বদল করা যায় না।

এদিন প্রধানবিচারপতি মুসলিম পক্ষের আইনজীবী রাজীব ধাওয়ানকে প্রশ্ন করেন, আপনার কি মনে হয় রাম জন্মভূমি পক্ষকে ঠিকঠাক প্রশ্ন করা হয়েছে? আজ শুনানির ৩৯তম দিন। প্রসঙ্গত, এদিন হিন্দু মহাসভার একটি আবেদন বাতিল করে দিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, অনেক হয়েছে। আজ পাঁচটাতেই শেষ হবে শুনানি।দশেরার ছুটির পর গত সোমবার থেকে ফের শুরু হয়েছে রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলার শুনানি। এদিন বাবরি মসজিদের পক্ষে আইনজীবী বলেন, ১৯৮৯ পর্যন্ত রামজন্মভূমির জমির দাবি হিন্দুরা করেনি। উল্লেখ্য, মধ্যস্থতার চেষ্টা ভেস্তে যাওয়ার পর গত ৬ আগস্ট থেকে রোজ শুনানি শুরু হয়েছে অযোধ্যা মামলার। আজই সম্ভবত তা শেষ হচ্ছে। আজ পাঁচটার মধ্যে শেষ করতে হবে সব পক্ষের সওয়াল। এদিকে, দীপাবলিতে অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে ৫১০০ প্রদীপ জ্বালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তবে মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। জেলাশাসকের নির্দেশে, এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা।

সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা জম্মু ও কাশ্মীরের পাশে গোটা দেশ : প্রধানমন্ত্রী

মুম্বই, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য গোটা দেশ জম্মু ও কাশ্মীরের পাশে রয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলগুলি তা পছন্দ করছে না। মহারাষ্ট্রের আকোলায় এক নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেস ও এনসিপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগের সরকারের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য মহারাষ্ট্রে প্রকৃত উন্নয়ন হয়নি। যারা নাশকতা সংগঠিত করেছে তারা সুযোগ বুঝে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। সমাজের সকলস্তরের মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ নিরন্তন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই শক্তিশালী সরকারের পক্ষে ভোট করা দেওয়া উচিত। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার ছিল বলেই ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করা গিয়েছে। কিন্তু এতে খুশি নয় বিরোধীরা। তারা এক ভারত শ্রেষ্ঠ চাইছে না। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে এই সকল রাজনৈতিক দলগুলি দেশে বিভাজন তৈরি করতে চাইছে। কিন্তু বিজেপি সরকার ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ, বিনায়ক দামোদর সাভরকর, বাবা সাহেব আম্বেডকরের স্বপ্ন পূরণের জন্য কাজ করে চলেছেন। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির ফলে বাবা সাহেবের তৈরি করা সংবিধান জম্মু ও কাশ্মীরে কার্যকর করা গিয়েছে। আগের সরকার বাবা সাহেবকে ভারতরত্ন দিতে দেরি করেছে। বীর সাভরকরকে এখনও পর্যন্ত ভারতরত্ন দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলির দাবি মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে কেন ৩৭০ ধারার প্রসঙ্গ তোলা হচ্ছে। বিরোধীদের এমন দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের জওয়ানরা জম্মু ও কাশ্মীরে আত্মবলিদান দিয়েছে। পুরো দেশের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পর্ক রয়েছে।

দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগের সরকারের আমলে সেচ প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছিল। রাজ্যে ক্ষমতায় এসে দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সরকার সেচ প্রকল্পগুলির কাজ সমাপ্ত করেছে। জলজীবন মিশন সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন হয়েছে। রাজ্যে উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখার জন্য বিজেপি-শিবসেনা জোটকে ভোট দেওয়ার জন্য সমবেত জনতার কাছে আবেদন করেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্করকেরিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংসে ইরফান পাঠান, এবার দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পা

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : কেরিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে চলেছেন ভারতীয় ক্রিকেট তারকা ইরফান পাঠান। নতুন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন ভারতীয় এই ক্রিকেট তারকা। তবে এবার আর ময়দানে নয়, বরং বাঁ হাতি এই বোলারকে দেখা যাবে শুটিং ফ্লোরে। ক্যামেরার সামনে পুরোদস্তুর অভিনেতা হিসেবে।

বলিউড ছবিতে নয়, বরং দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রিতেই ইরফানের অভিনয় জীবনের শিকে ছিঁড়তে চলেছে। ছবির নাম 'বিক্রম ৫৮'। পরিচালনা করবেন দক্ষিণের জনপ্রিয় পরিচালক অজয় জ্ঞানামুথু। যিনি এর আগে ডেমন্ত কলোনি, ইমাইকা নদিগালের মতো একাধিক সিনেমা পরিচালনা করেছেন। তবে রুপোলি পর্দায় অবতরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেও কোন চরিত্রে ঠিক দেখা যাবে ইরফানকে, তা কিন্তু খোলসা করেননি তিনি! যদিও সূত্রের খবর, ভারতীয় এই ক্রিকেট তারকাকে 'বিক্রম ৫৮' ছবিতে এক তুর্কী-ভাষী লোকের চরিত্রে দেখা যাবে। তবে সে বিষয়ে আপাতত নিশ্চিত করেননি ইরফান।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে শেষবার দেশের জার্সি গায়ে খেলেছিলেন ইরফান পাঠান। টি টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচেই তাঁকে দেখা গিয়েছিল ময়দানে। ক্রিকেটজীবনে ২৪টি আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেন ইরফান।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চামড়ার অবৈধ পাচারে ধৃত ২ চোরাশিকারি

হাসিমারা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চামড়ার অবৈধ পাচার রুখল উত্তরবঙ্গের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। আলিপুরদুয়ারের বনদফতরের উদ্যোগে বৈকন্ঠপুর বনবিভাগের উত্তরবঙ্গের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স হাসিমারা থেকে ২ জন চোরাশিকারিকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ১৪ ফুটের রয়্যাল বেঙ্গলের চামড়া, ১১০ হাড় ও খুলি উদ্ধার করে পুলিশ।

ধৃত ওই দুই জন পাচারকারীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আলিপুর দুয়ারের হাসিমারা থেকে তারা ধরা পড়ে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই দুই জন ভুটানের বাসিন্দা। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটিকে কোথায় হত্যা করা হয়েছে তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, পুলিশের কাছে খবর আসে একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চামড়া পাচার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। খবর পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। এর পর ক্রেতা সেজে তাদের কাছে হাজির হয় পুলিশ। দীর্ঘ ১০ ঘণ্টার চেষ্টায় বুধবার সকালে ওই পাচারকারীদের পাকড়াও করে পুলিশ। এই ঘটনায় আর্নজাতিক পাচার চক্রের হাত রয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে চামড়া নেপালে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতদের আজ জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে।

কাছাড়ের কাবুগঞ্জে যান দুর্ঘটনায় হত মা-মেয়ে, অগ্নিসংযোগ ঘাতক ট্রাকে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত

ধলাই (অসম) ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলার ধলাই থানার অন্তর্গত কাবুগঞ্জে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে মা ও মেয়ের। ঘটনা বুধবার সকালে সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে মিজোরামগামী জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেছেন। নিহতদের মা পিংকী পাল এবং তাঁর শিশুকন্যা তানিয়া বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

আজ সকালে মেয়ে তানিয়াকে স্কুলে দিতে যাচ্ছিলেন মা পিংকী পাল। সে সময় এনএল ০১ এবি ৩২১১ নম্বরের মিজোরামগামী একটি বেপরোয়া ট্রাক এসে তাদের পিষে চ্যাপ্টা করে দিয়েছে। ঘটনাটি স্থানীয় লক্ষ্মীচরণ হাইস্কুলের সামনে সংঘটিত হয়েছে।

ঘটনার পর স্থানীয় উত্তেজিত জনতা ঘটনাস্থল ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলে। সে সময় একাংশ মানুষ এমজেড ০১ এস ৩০৩২ নম্বরের অন্য একটি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দিয়েছেন। খবর পেয়ে বিশাল বাহিনী নিয়ে ছুটে ঘটনাসলে ছুটে যায় ধলাই থানার পুলিশ। এই খবর লেখা পর্যন্ত এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে, সড়ক অবরোধও অব্যাহত রয়েছে। প্রসঙ্গত, এলাকাটি রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের বিধানসভা নির্বাচনী এলাকা ধলাইয়ের অন্তর্গত।

চিনকে জব্দ করতে নয়া বিল পাশ মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-র

ওয়াশিংটন, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : চিনকে জব্দ করতে চারটি নয়া বিল পাশ করল মার্কিন 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস'। বেনজিরভাবে ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকানরা একযোগে ধ্বনিভোটে চারটি বিল পাশ করে। পরবর্তী পদক্ষেপে বিলগুলি পেশ করা হবে সেনেটে। এরপরেই সেটি পরিণত হবে আইনে।

পাশ হওয়া বিলগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল- হংকং হিউম্যান রাইটস এণ্ড ডেমোক্রেসি অ্যাক্ট ও প্রটেক্ট হংকং অ্যাক্ট। প্রথম বিলটিতে বলা হয়েছে, হংকংয়ের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়নি, তা জানিয়ে প্রত্যেক বছর একটি শংসাপত্র দেবেন মার্কিন বিদেশসচিব। ওই শংসাপত্র ছাড়া হংকংকে দেওয়া বিশেষ বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেবে আমেরিকা। দ্বিতীয় বিলটিতে বলা হয়েছে, প্রটেক্ট হংকং অ্যাক্ট যদি আইনে পরিণত হয় সেক্ষেত্রে হংকংয়ে সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানি নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। এমন কোনও সামগ্রী যা বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবহার করতে পারে, নিষেধাজ্ঞার আওতায় চলে আসবে। ফলে সরঞ্জমের অভাবে ভিড় সামলাতে হংকং পুলিশকে চাপে পড়তে হতে পারে।

বিশ্লেষকদের মতে প্রথম বিলটি আইনে পরিণত হলে, ধাক্কা খাবে চিনের অর্থনীতি। কারণ সরকার নিয়ন্ত্রিত চিনা অর্থনীতির সবটা প্রযোজ্য নয় হংকংয়ের ক্ষেত্রে। ফলে সেখান দিয়েই বিদেশি লগ্নির অনেকটা আসে চিনা বাজারে। কিন্তু আমেরিকা হংকংকে দেওয়া সুবিধা প্রত্যাহার করলে সেই পথ বন্ধ হয়ে যাবে।অন্যদিকে, আমেরিকার এই পদক্ষেপে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে চিন। এবিষয়ে চিনা বিদেশমন্ত্রী বলেন, "আমেরিকার কূটঅভিসন্ধি দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও তলানিতে নিয়ে পারে। এই বিলগুলি যদি আইনে পরিণত হয় তাহলে চিন চুপ করে বসে থাকবে না।"

নোবেলজয়ীকে সম্বর্ধনা জানাতে উদ্যোগী কলকাতার নানা প্রতিষ্ঠান

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানাতে উদ্যোগী হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে আগ্রহী নানা প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করতে শুরু করেছে।

আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাউথ পয়েন্ট। সূত্রের খবর, কলকাতা প্রেস ক্লাব এবং কলকাতা পুরসভাও তাঁকে সম্বর্ধনা দিতে আগ্রহী। নোবেলপ্রাপ্তির দিনই অভিজিৎবাবু জানিয়েছেন আগামী ২৩ অক্টোবর নাগাদ তাঁদের কলকাতায় আসার কথা। প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীকে প্রেসিডেন্সিতে সম্বর্ধনা জানানোর দিন ঠিক করার ব্যাপারে শীঘ্রই উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়া বৈঠক ডাকবেন। সম্বর্ধনায় আগ্রহী সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলও। এখনও দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। স্কুলের অধ্যক্ষ রূপা সান্যাল ভট্টাচার্য এই প্রতিবেদককে জানান, এই স্কুল

ছয়ের পাতায়

অমরপুরে

● প্রথম পাতার পর

ঠিক এই সময়েই কতিপয় দুষ্কৃতিকারী ওনার বাড়িঘরে ভাঙচুর চালায়। তবে এত বড় ঘটনা ঘটার পরেও আশেপাশের কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্পষ্ট একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে এলাকা জুড়ে। অন্যদিকে পুলিশ তাদের তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এখানে প্রশ্ন কেনই বা ওনার বাড়িতে আক্রমণ এবং এলাকাবাসী কেউই কিছু বলতে চাইছে না। তবে কি রহস্য রয়েছে এর পেছনে পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ভোক্তাকে ডিউটি ছাড় দেওয়া হয়েছে।

এদিন উপমুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যুৎ বিক্রয়ে ডিউটি আরোপ করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে তিনি বলেন, অসম ৬, দিল্লিতে ৫ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন স্তরে সর্বনিম্ন ৯.৩ শতাংশ, গুজরাটে সর্বনিম্ন ৭.৫ শতাংশ এবং তামিলনাড়ুতে সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ ডিউটি সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, দেশে ষাটের দশকে অন্যান্য রাজ্যে ডিউটি বসানো হয়েছে। তিনি জানান, অসমে ১৯৬৪ সালে এবং মেঘালয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ডিউটি সংগ্রহ করা হচ্ছে। এদিন তিনি আশ্বাস দেন, ত্রিপুরাবাসীর কাঁধে বোঝা চাপিয়ে সরকার আয় করবে না। তবে, রাজ্যের স্বার্থে সামান্য অংশীদারিত্ব নিতে হবে একাংশ রাজ্যবাসীকে।

বাজেয়াপ্ত

● প্রথম পাতার পর

শীল বুধবার এই খবর দিয়ে জানিয়ছেন, তাঁদের কাছে খবর ছিল, বাংলাথল এলাকায় দেদার অবৈধ মদের ব্যবসা চলছে। কেবল তা-ই নয়, গতকালই গোপন এক খবর পেয়েছিলেন, বাংলাথলের কোথাও বহু পরিমাণের মদের কার্টুন বহিঃরাজ্যে পাচারের জন্য মজুত করা হয়েছে।

ওই খবরের ভিত্তিতে এদিনে রাত প্রায় দশটা নাগাদ পুলিশ অফিসার পিন্টু নাথ, এমকে দাস এবং ২৬ আইআর ব্যাটালিয়নকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাথল বাগান এলাকায় হানা দিয়েছিলেন। অভিযানে জনৈক শংকর গোয়ালার বাড়ির পাশে লুকিয়ে রাখা রয়্যাল স্ট্যাগ, ইমপেরিয়্যাল ব্লু, ম্যাকডুয়াল ইত্যাদি নানা ব্যান্ডের ৪০০ বোতল বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা। মদের বোতলগুলি বর্তমানে চোরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টে রাখা হয়েছে, জানান ইনচার্জ মিন্টু শীল।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

আপাতত কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না, বলেন তিনি।

এদিকে, মিজোরামে ফিরে যেতে কোনওভাবেই রাজি নন রিয়াং শরণার্থী নেতারা। তাঁদের সাফ কথা, রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে সমস্ত সমস্যা সমাধানের উপায় হল এডিসি গঠন। তবেই রিয়াং শরণার্থীরা মিজোরামে ফিরে গিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত ভাবতে পারবেন। রিয়াং শরণার্থী নেতা জোর গলায় বলেন, প্রয়োজনে ত্রিপুরায় না খেয়ে মরে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু তাঁদের দাবি না মানলে তাঁরা মিজোরামে ফিরে যাবেন না। স্বাভাবিকভাবেই, রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে ফের জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি ত্রিপুরা ও কেন্দ্রীয় সরকার।

শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

খুলেন। এবং আগামীকাল এস এম সি কমিটি, অইভভাবক সহ ছাত্রছাত্রীরা এক রেজুলেশন লিখে সকলে সাক্ষর করে আই এসকে দেবেন। যাতে উল্লেখ থাকবে শিক্ষক সুজিত দাসকে বিদ্যালয়ে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ার। এতেই শান্ত হয় ছাত্রছাত্রীরা।

নিখোঁজ কিশোরী

আটের পাতার পর

থেকে পাচার হয়ে এদেশে এসেছিল। এঁদের মধ্যে বাংলাদেশের রঙপুরের বাসিন্দা ১৭ বছরের এই কিশোরী ও ছিল। ওই কিশোরী নরেন্দ্রপুরের এক বেসরকারি হোমে ছিল। মঙ্গলবার বিকালের পর তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন হোমের লোকজন। সেখান থেকেই কোনভাবে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বারুইপুরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে চলে গিয়েছিল সে। মহিলা থানার পুলিস তাঁদের সুত্র কাজে লাগিয়ে অবশেষে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। তাতে, স্থির হয়েছিল মোট কাজের ১০ শতাংশ বৃদ্ধি হিসেবে খরচ ধরা হবে। কিন্তু, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে মন্ত্রিসভাকে ঘুমে রেখে ৩৫ থেকে ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি ধরে কাজের বরাত দেয় বাদল চৌধুরীর পূর্ত দফতর। তাঁর দাবি, ৬৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার কাজ বেড়ে হয়েছিল ৮৬৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। তাতে, ২২৭ কোটি ৬৭ লক্ষ অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। রতন নাথের কথায়, দুর্নীতিতে এখানেই থেমে থাকেনি বাম জমানার পূর্ত দফতর। একই কাজের জন্য দুবার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। তা-ও শুধু বহিঃ রাজ্যের ঠিকাদারি সংস্থাকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য, দাবি করেন তিনি।

রতন নাথ দৃঢ়তার সাথে বলেন, পরিকল্পিতভাবে দরকষাকষি করার জন্যই ওই পন্থা নিয়েছিল পূর্ত দফতর। কারণ, সরকারি ঠিকাদারি সংস্থাকে ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে বলা হয়েছিল। পুনরায় ২২ সেপ্টেম্বর আবারো দরপত্র আহ্বান করা হয়, যেখানে বেসরকারি ঠিকাদারি সংস্থাকে ১৭ অক্টোবরের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে বলা হয়েছিল। রতনলালের দাবি, ওই পদ্ধতির জন্য বেসরকারি ঠিকাদারি সংস্থা সামান্য কমিয়ে দরপত্র জমা দিয়েছিল। কারণ আগেই দর জেনে গেয়েছিল তারা। রতন নাথ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, সম্পূর্ণ বদ-উদ্দেশ্যেই একই কাজের দুবার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল।

এদিন তিনি আরও জানান, ওই সময় ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যসচিব শশী প্রকাশ সমস্ত বিষয় মন্ত্রিসভাকে অবহিত করার জন্য পূর্ত দফতরের তদানীন্তন প্রধানসচিবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু, মন্ত্রিসভাকে না জানিয়ে তিনি বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য মুখ্যসচিবকে চাপ দিয়েছেন। অবশ্য, এ-সমস্ত বিষয় মুখ্যসচিব সরকারি ফাইলে নোট রেখেছেন। তাই, এত বড় জালিয়াতির বিষয়টি সামনে এসেছে। রতন নাথ এদিন জানতে চেয়েছেন, সমস্ত বিষয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অগোচরে হয়েছে কীভাবে। তাঁর মতে, হয়ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এ-বিষয়ে অবগত নন। নয়তো, সমস্ত কিছু তাঁর জ্ঞাতসারে হয়েছে। শুধুমাত্র পার্টি তহবিল স্ফীত করার জন্য তিনি চুপ থেকেছেন।

রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর পূর্তমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব পুরানো সমস্ত ফাইল খুলেছেন। তাতেই ওই দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে। তাই তিনি ভিজিলেন্সকে ওই দুর্নীতির তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ভিজিলেন্স ওই দুর্নীতির অভিযোগে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বাদল চৌধুরী, পূর্ত দফতরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ সুনীল ভৌমিক এবং পূর্ত দফতরের প্রাক্তন প্রধানসচিব তথা প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। ওই দুর্নীতি সংক্রান্ত কিছু নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই এনসিসি থানায় একটি মামলাও হয়েছিল। অবশেষে ভিজিলেন্সের সাব ইন্সপেক্টর বাদল দত্ত গত রবিবার পশ্চিম আগরতলা থানায় ওই তিন জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৪০৯, ৪০৮, ৪২০, ২০১, ১২০বি এবং দুর্নীতি বিরোধী আইনের ১৩ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। রতন নাথের কথায়, ওই মামলায় প্রাক্তন পূর্তকর্তা গ্রেফতার হয়েছেন এবং প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, দুর্নীতির সাথে যুক্ত একজনকেও ছাড় দেওয়া হবে না। ত্রিপুরা সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিতে কার্পণ্য করবে না।

হামলা

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি বামপন্থী দলগুলোর পূর্বঘোষিত কর্মসূচী বানচালের উদ্দেশ্যে বিশালগড় সিপিআই(এম) পার্টি অফিসে নতুন হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং পার্টি অফিস ভাংচুরের ঘটনায় জড়িত বিজেপি নামধারী দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে।

বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও করপোরেটমুখী অর্থনীতির দৌলতে দেশ আজ যে সংসকটের মধ্যে ডুবেছে তার বিরুদেধ জনগণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আটকানোর এই ফ্যাসিস্টসুলভ কায়দা বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক এবং দুর্বলতার লক্ষণ বলে সিপিএমের পক্ষ থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি এই হামলার প্রতিবাদে এবং সংকট ও মন্দা নিরসনে বামদলগুলোর উত্থাপিত ৭ দফা দাবির সমর্থনে ক্ষতিগ্রস্ত সব অংশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ প্রচার ও আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

যান। মোবাইল ফোনটিও স্যুইচ অফ করে দেন। তাই তিনি বটতলা পুলিশ ফাঁড়িতে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে, বিশাল চাকমা খোয়াইয়ের বেলছড়া এলাকার সীতেশ দেববর্মাকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলেন। তার কাছ থেকেও বিএসএফ-এ চাকুরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ১৭,২০০ টাকা আদায় করার কৌশল নিয়েছিলেন। আজ বটতলায় টাকা নিতে আসলে পুলিশের ফাঁদে ধরা পড়ে যান বিশাল চাকমা। তার বিরুদ্ধে মামলা গৃহীত হয়েছে। অবশ্য বিশাল চাকমা তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, বিএসএফ স্থানীয় অধিকারিকরাও খবর পেয়ে ছুটে আসেন এবং তাকে শনাক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তাকে ত্রিপুরায় কর্মরত বলে শনাক্ত করতে পারেনি বিএসএফ আধিকারিকরা। তবে, দেশের অন্য কোন ব্যাটালিয়ান কর্মরত রয়েছেন তা খোঁজ নেবেন বলে বিএসএফ আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

ছিনতাই

● প্রথম পাতার পর

কারণ যুবকটির মাথায় ফুল হেলমেট লাগানো ছিল। এই ঘটনায় বিস্মিত হয়ে পড়েন কৃষ্ণা দেবী। সঙ্গে সঙ্গেই ইউবিআই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এবং কৈলাশহর থানায় তিনি বিষয়টি জানান। এভাবে দিন দুপুরে প্রকাশ্যে এটিএম কাউন্টার থেকে টাকা ছিনতাই এর ফলে কৈলাসহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণা দেবীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি। অপরদিকে কৈলাসহর থানার পুলিশ অভিযোগ পেয়ে ব্যাংকে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ঘটনার সত্যতা পান। তবে পুলিশ এ ক্ষেত্রে দায়সারা মনোভাব দেখায় পুলিশ জানিয়েছেন যে সিসি টিভিতে দেখা গিয়েছে যে যুবকটির মাথায় হেলমেট ছিল তাই তাকে সনাক্তকরণ সম্ভব নয়। কিছু করা যাবে না। পুলিশর একথা শুনে কৃষ্ণ দেবী হতাশ হয়ে পড়েন।

গ্রেফতার ৩

পাচের পাতার পর

ওই তিন যুবককে সতর্ক করে। কিন্তু তারা মানেনি। এর পর রাত একটা নাগাদ ওই গায়িকাকে টাকা দেওয়ার অছিলায় ওই যুবকরা অভব্যতা করে বলে অভিযোগ। এরপরই বার কতৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রগতি ময়দান থানায় যোগাযোগ করা হয়। পুলিশ ওই তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃতেরা হল চন্দন শ্রীবাস্তব, বিশ্বজিৎ দে এবং বিষ্ণু সিংহ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই পানশালার বিরুদ্ধেও ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। রাত ১টা পর্যন্ত বেআইনি ভাবে ওই বার কী ভাবে গান বাজনা চলছিল সেটাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। কারণ, সমস্ত বার রাত ১২টায় বন্ধ হওয়ার কথা। ওই বার আবগারি দফতর থেকে কোনও বিশেষ অনুমতি নিয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো

তিনের পাতার পর

ভাড়া ৩০ টাকা, এই ভাড়াই সর্বোচ্চ। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শিলান্যাস করা ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের । এরপর ১০ বছর কেটে গেলেও শুরু করা যায়নি এই পরিষেবা উ প্রথম থেকেই জমি অধিগ্রহণের সমস্যাই ছিল প্রধান সমস্যা। এর পরবর্তীতে কাজ শুরু হলেও বৌবাজার বিপর্যয়ে ফের বন্ধ হয়ে যায় কলকাতার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ। কিন্তি সল্টলেকে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায়, আপাতভাবে এই রুটের পরিষেবাই শুরু করতে চলেছে মেট্রো।

২০২৪ সালের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত হবে ভারত : অমিত শাহ

ফরিদাবাদ (হরিয়ানা), ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : ফরিদাবাদের নির্বাচনী জনসভা থেকে মনমোহন সিংকে মৌনী বাবা বলে কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পাশাপাশি এনআরসি নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থানের নিন্দা করে তিনি জানিয়েছেন, এনআরসির বিরোধিতা করছে কংগ্রেস। তারা বলছে অনুপ্রবেশকারীরা কোথায় যাবে। কিন্তু ২০২৪ সালে মধ্যে গোটা ভারত থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বেছে বেছে দেশ ছাড়া করা হবে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রে দশ বছর পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার ছিল আর প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন ড়মনমোহন সিং। সেই সময় জঙ্গিরা দেশে প্রবেশ করে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের হত্যা করে তাদের মাথা কেটে নিয়ে চলে যেত। কিন্তু মৌনীবাবুর মুখ থেকে কোনও আওয়াজ পাওয়া যেত না। মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর উরি ও পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী হামলা হলে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সেনাবাহিনী পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গিদের নিকেশ করেছিল। শহিদ জওয়ানদের বদলা নরেন্দ্র মোদী নিয়েছিলেন।

বুধবার ফরিদাবাদের ঐতিহাসিক তিগাঁওয়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে অমিত শাহ সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে হরিয়ানাবাসীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনে ভোলে শঙ্করের মতো হরিয়ানার জনগণ নরেন্দ্র মোদীর ঝুলিতে পদ্ম পর পদ্ম দিয়ে তাঁকে আবার প্রধানমন্ত্রী করেছেন। বিজেপি ৩০০টির বেশি আসন পেয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর আগে তা করে দেখানোর সাহস কোনও প্রধানমন্ত্রী দেখাননি। যা নরেন্দ্র মোদী দেখিয়েছেন। অমিত শাহ জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে কংগ্রেসের উপহার। নয়ের দশক থেকে এখনও পর্যন্ত ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ সন্ত্রাসবাদী হানায় প্রাণ হারিয়েছে। এখন দেশে বিজেপির সরকার রয়েছে। দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুড্ডাকে কটাক্ষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, গান্ধীদের জামাইয়ের হয়ে হরিয়ানাবাসীর জমি ছিনিয়ে নেওয়ার কাজ করে গিয়েছেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুড্ডা। গান্ধী পরিবারের দালালি করতেন তিনি। কংগ্রেসের আমলে হরিয়ানার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ২২ হাজার কোটি টাকা। ১৪তম অর্থ কমিশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হরিয়ানার জন্য বরাদ্দ করেন এক লাখ ১৭ হাজার ২৮ কোটি টাকা। দুর্নীতির প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, যখনই কংগ্রেস সরকার এসেছে, দুর্নীতি বেড়েছে, জাতিবাদ ও গুন্ডামি বেড়েছে। বিজেপি সরকার আসার পরে পুরো হরিয়ানার উন্নয়ন হয়েছে। রাজ্যবাসীকে বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহবান করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য পুনরায় বিজেপিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি অনিল জৈন, বিপুল গোয়াল, রাজেশ নগর, পন্ডিত টেকচাঁদ শর্মা, কিশান ঠাকুর, রাজকুমার ভোহরা, উজির সিংহ দাগর, নীরা তোমর।

নাগরিকত্ব সংশোধন বিল ২০১৯ বাতিল ও দেশের এডিসিগুলিকে শক্তিশালী করতে মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মার দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। দেশের উপজাতি শ্বশাসিত জেলা পরিষদগুলোকে শক্তিশালী করতে আসন্ন সংসদ অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন করে ২৮০ এবং ২৭৫ ধারা চালু করার জোরালো দাবী জানান এডিসির মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। এছাড়া নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯ বাতিল করার জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। আজ অধিবেশনের প্রথম বেলায় প্রশ্নেত্তর পর্ব শেষ হবার পর সদস্য অরুন ত্রিপুরা দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গত ৮ জানুয়ারী নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯ইং লোক সভায় পাশ হয়। তিনটি মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রীস্টানদের ভারতের নাগরিকত্ব দিতে ১৯৫৫ণ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে এই নাগরিকত্ব বিল তৈরি হয়। সংশোধিত বিল অনুযায়ী এসব ধর্মের লোকজন যারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া ২০১৪ সালের আসে ভারতে প্রবেশ করেছেন ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ভারতে ছয় বছর বসবাসের পর তারা স্থায়ী নাগরিকত্ব পাবেন। ধর্মকে নাগরিকত্ব পাও ?র মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারণ করার এটা ভারতের ধর্ম নিরপক্ষেফ চরিত্রের উপর একটি বড় আঘাত। ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর করার জন্য বিজেপি সতাদর্শিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ। ভারতীয় সংবিধানের মুল কাঠামো ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং আইনের চোখে সবাই সমান তা প্রতিস্থিত করার জন্য এই সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবীতে প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। এই প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা বলেন এই বিল সংশোধন করার মাধ্যমে দেশকে জাতি ধর্ম মতামত ভাবে বিভাজন করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। খাদ্য, শিক্ষা, ভাষা, জাতি ধর্মের উপর নির্ভর করে দেশ গঠে উঠে না। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ভাষা, ধর্ম, খাদ্য একই ছিল। তারপর ও কেন পাকিস্তান ভাগ হয়েছে। তিনি আরও বলেন আমাদের দেশে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলিম, জৈন, সহ নানাহ জাতি ধর্ম রয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দুস্থান, রাস্ট্র গঠন সম্ভব নয়। দেশের জনসংখ্যানুপাতে হিন্দু জনসংখ্যা তোলা সম্ভব নয় মোদি সরকারের।

বাদল চৌধুরী

● প্রথম পাতার পর

চারদিনের পুলিশ রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন, রায় ঘোষণার পর সিপিএম পার্টি অফিস থেকে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ সহ একের পর এক সিপিএম নেতৃত্ব বেরিয়ে যান। কেউই বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন খারিজ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে চাননি। এদিকে, পুলিশের সামনেই এদিন সিপিএম পার্টি অফিসে সদর দরজা লাগিয়ে দেন ভেতরে থাকা দলীয় কর্মীরা। তার কিছুক্ষণ বাদে পুলিশ সিপিএম পার্টি অফিসে প্রবেশ করতে গেলে দলীয় কর্মী সমর্থকরা পুলিশকে বাধা দেন। তখন আবারও সিপিএম পার্টি অফিসে প্রবেশ করাকে ঘিরে নাটকিয় খেলা শুরু হয়ে যায়।

এদিকে, বাদল চৌধুরীর পক্ষের আইনজীবী রঘুনাথ মুখার্জী জানিয়েছেন, আগামীকাল উচ্চ আদালতে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জামিনের আবেদন জানানো হবে। তবে, উচ্চ আদালতে জামিনের আবেদন মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত বাদল চৌধুরীর ঘাড়ে গ্রেপ্তারীর খড়গ ঝুলতে থাকবে। যেকোনও সময় তিনি গ্রেপ্তার হতে পারেন।

আলিয়া

আটের পাতার পর

ছবির গল্প অনুযায়ী, ”গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়াড়ি” আন্ডারওয়ার্ল ডনদের মা হিসেবে পরিচিত উতিনি বেআইনি ব্যবসাও চালাতেন । তার মধ্যে দেহ ব্যবসা ছিল প্রধান। তার পাশাপাশি সুপারি কিলার ও ড্রাগ পাচারের ব্যবসা করতেন। এই সব বিষয়ই তুলে ধরা হবে ”গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়াড়ি’ ছবিতেউসব ঠিক থাকলে ২০২০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে এই ছবি।তবে,ছবিতে আলিয়া ছাড়া এরর কোন অভিনেতা অভিনেত্রী থাকছেন তা এখনও জানা যায়নি

কলকাতার নানা প্রতিষ্ঠান

পাচের পাতার পর

থেকে উনি ১৯৭৬-এ মাধ্যমিক এবং ১৯৭৮-এ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। আমরা গর্বিত। ওনার এই সাফল্য নবীন প্রজন্মকে উদ্দীপিত করবে।“ অমর্ত্য সেনকে তাঁর নোবেলজয়ের পর সম্বর্ধনা জানিয়েছিল কলকাতা প্রেস ক্লাব। সূত্রের খবর, এবার বিনায়কবাবু এবং তাঁর সঙ্গে অপর নোবেলজয়ী তথা তাঁর স্ত্রী এসথার ডুফলোর সঙ্গে এক মঞ্চে অমর্ত্য সেনকে পাওয়া যায় কি না, তার খোঁজ করছে প্রেস ক্লাব।

শিক্ষাঙ্গন হতে হবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আজ মহাকরণে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে বিদ্যালয় শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা এবং সমগ্রশিক্ষা অভিযানের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিষয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল, বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যেমন উঠে আসে, তেমনি গুণগত শিক্ষার জন্য যথাযথ মনিটরিং এবং মূল্যায়নের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, শিক্ষাঙ্গন হতে হবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বিদ্যালয়ের শৌচাগার সহ সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, স্থানীয় প'ায়েত ও পুর সংস্থা মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করায় তিনি তার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এতে শ্রমদিবসের ভিত্তিতে চার হাজারের বেশি লোক কাজের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি প্রতিটি জেলাতেই অন্তত একটি করে মডেল স্কুল গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন তিনি। এতে অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও মডেল স্কুলে গিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করতে পারবে এবং অনুপ্রাণিত হতে পারবে। শিক্ষা দপ্তরের মার্ট ক্লাস কর্মসূচিকে আরও সম্পসারিত করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মাধ্যমিক ও দ্বাদশে অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা যেন বিদ্যালয়ে গিয়ে পুনরায় শিক্ষা নিতে পারে সেজন্য তাদের পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করার বিষয়েও শিক্ষা দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এতে তারা স্কুলছুট হবে না এবং পরের বছর পাশ করতে পারবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজের কাছাকাছি স্থানে হোস্টেল চালু করার উপর তিনি গুরুত্ব দেন। এদিনের বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, মুখ্যসচিব ইউ. ভেঙ্কটেশ্বরলু উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। শিক্ষা দপ্তরের মূল করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে সচিব গুণগত শিক্ষার জন্য দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত করেন। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষা দপ্তর যে যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে এদিনের সভায় অনুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়। তার মধ্যে এন সি ই আর টি-র সিলেবাস অনুবাদ করে শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। এই সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৩১,২৬৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। বিদ্যালয় শুরুর সময়সূচির পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, ৩,২০১টি সিঙ্গেল শিফট বিদ্যালয়ের সময়সূচি পরিবর্তন করে সকাল আটটা থেকে বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। স্বচ্ছ বিদ্যালয় স্বচ্ছগ্রাম কর্মসূচি সম্পর্কে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সচিব জানান, প্রতিটি বিদ্যালয়েই শৌচাগার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে বিদ্যতায়নের জন্য বৈঠকে আলোচনা করা হয়। সচিব জানান, ২,৫৪৫টি বিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়নের জন্য সমগ্র শিক্ষা অভিযানে ২৯ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষনস্তর উন্নয়নে শিক্ষা দপ্তরের কর্মসূচি নতুন দিশা নিয়েও এদিনের বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এই সম্পর্কে সমগ্রশিক্ষা অভিযানের প্রকল্প অধিকর্তা তনুশ্রী দেববর্মা জানান, ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ২৭০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে একটি সার্ভে করার পর তুলনামূলকভাবে দুর্বল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদাভাবে ফোকাস সিলেবাস চালু করা হয়। এই সিলেবাস অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠরত ক্লাসের সিলেবাসের সাথে সাথে নীচের ক্লাসের বিভিন্ন বিষয় যা পূর্বতন ক্লাসে শিখতে পারেনি তা শেখার সুযোগ থাকছে। ত'তীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন দিশার কর্মসূচির আওতায় থাকছে। এই কর্মসূচিতে ২২০ জন কী রিসোর্সপার্সনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১৭,৮৪২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকেও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৪,৪৩৬টি বিদ্যালয়ে সামার ক্যাম্প করে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত পাঠ দেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সক্ষম ত্রিপুরা কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা করা হয়। এই কর্মসূচিতে ভিন্নভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এজন্য শিক্ষা দপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা সাজ ওয়াহিদ সভায় অবগত করেন। আলোচনায় রাজ্যে পি পি পি মডেলে আরও সাতটি ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের বিষয়টি উঠে আসে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আলোচনায় রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়। উচ্চশিক্ষা দপ্তরে নতুনভাবে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে তিনি বৈঠকে অবগত করেন। তার মধ্যে জেনারেল ডিগ্রী কলেজগুলিতে প্লেসমেন্ট সেল চালু করা, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে অনলাইন এডমিশন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারন্যাল রেভিনিউ জেনারেশন ইত্যাদি বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। এদিনের সভায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা, টি টি এ এ ডি সি-র শিক্ষা বিভাগের প্রধান আধিকারিক অমরদীপ দেববর্মা, বিশেষ সচিব অপূর্ব রায় ও আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এডিসির অধিবেশনে ৪টি বিল বিস্তৃত আলোচনার পর সভায় গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। এডিসির অধিবেশনে ৪টি বিল বিস্তৃত আলোচনার পর সভায় গৃহীত হয়েছে বলে চেয়ারম্যান ড. রণজিৎ দেববর্মা ঘোষণা করেন। বিলগুলো হলো এডিসির চেয়ারম্যান, মুখ্য কার্য নির্বাহী সদস্য ও কার্য নির্বাহী সদস্য সদস্যা সহ বিরোধী দলের নেতা ও এমডিসিদের বেতন ভাতা বাড়ানো এবং মুড়াসিং, মগ ও ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের কাস্টমআরী ‘ল’ বিল। উল্লেখ্য গতকাল এই বিলগুলো সভায় বিস্তৃত আলোলচনার জন্য পেশ করেন পরিষদের উপনেতা তথা মৎস্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শান্তনু জমাতিয়া।

বিলগুলোর উপর আলোচনা কালে মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা বলেন আমরা জনগণের কাজ করতে আগ্রহী কিন্তু রাজ্যে বিজেপি ও আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকরে নিজেদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করেছেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মত জনগণের জন্য কোন কাজ করেনি বলে তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তিনটি কাস্টমারী ‘ল’ বিলগুলোর উপর বলেন জমি, ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষা করা প্রধান কাজ। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই উপজাতিদের কাস্টমারী ‘ল’ তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ত্রিপুরী ২৪২ ধারা ২১ অধ্যায়, মগ-৯২ ধারা ১৮ অধ্যায় এবং মুড়াসিং-১৩২ ধারা ১৫ অধ্যায় পোষণ সহ নানাহ বিষয় রয়েছে। যারা কারণে অসামাজিক অবক্ষয় থেরেক সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন উপজাতিদের বিলুপ্ত প্রায় ভাষা পুনরুদ্ধার, জন্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সঙ্গিত সংগ্রহ করে বই প্রকাশ করার উদ্যোগ চলছে।

এদিকে এই বিলগুলোর ওপর বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের নির্বাহী সদ্যস শান্তনু জমাতিয়া, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য পরেশ চন্দ্র সরকার, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের নির্বাহী সদস্য জয়বাহাদুর সহ অন্যান্যরা।

দুই বাঙালির জয়ে আনন্দিত নুসরত

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : দুই বাঙালির জয়ে ফের উজ্বল হয়েছে বাঙালির মুখ উএকদিকে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায় অন্যদিকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ।দুই বাঙালির জয়ে সকল বাঙালির পাশাপশি আনন্দিত তারকা সাংসদ নুসরত জাহানও। বুধবার এক স্টোরের উদ্বোধনে এসে এমনটাই জানালেন তারকা সাংসদ। অর্মত্য সেনের পর এবার অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন আরও এক বাঙালি অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায় ।অন্যদিকে সৌরভ গাঙ্গুলির মুকুটেও নতুন পালক ।কারণ বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্রিকেট বোর্ডের ”বস” তিনি এখন ।সৌরভ এখন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ।আর এই দুই বাঙালির জয় আনন্দিত নুসরতও।

এই প্রসঙ্গে আজ বুধবার নুসরত বলেন, ”দুই বাঙালির জয়ে অত্যন্ত আনন্দিত আমি ।এইভাবেই চারদিকে ছড়িয়ে যাক বাঙালি ।জয় হোক বাঙালির”।

কলকাতায় ফিরেই বিরাট কোহলিকে কড়া বার্তা দিলেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি

সদ্য বিসিসিআই সভাপতি হয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। আর তারপর মুম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরেছেন। কলকাতায় ফিরেই প্রথম প্রেস কনফারেন্স করলেন মহারাজ। প্রেস কনফারেন্সে বিসিসিআই সভাপতি হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয় দাদাকে। সেই সাথে ভারতীয় দলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন করা হয় দাদাকে।সৌরভ গাঙ্গুলির মতে এই মুহূর্তে যে ভারতীয় ক্রিকেট দল রয়েছে সেটা খুবই শক্তিশালী একটা দল। টেষ্ট, ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সব ক্ষেত্রেই এই ভারতীয় দল দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করছে। সেই সাথে এই ভারতীয় দলের যে একটা সমস্যা রয়েছে সেটাও মনে করিয়ে দেয় মহারাজ। মহারাজ সরাসরি বলেন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আইসিসির বড় বড় টুর্নামেন্টে ভারতীয় ক্রিকেট দল ভালো পারফরম্যান্স করলেও চূড়ান্ত সাফল্য কিছুতেই পাচ্ছে না অর্থাত সেমি ফাইনাল এবং ফাইনাল পর্যন্ত দারুন খেললেও ট্রফি জেতা হচ্ছে না ভারতের। তিনি বলেন বিরাট খুবই দক্ষ একজন অধিনায়ক এই ভুল তাড়াতাড়ি শুধরে নেবেন।সেই সাথে এইদিন দাদার মুখে শোনা যায় বাংলার ঋদ্ধিমান সাহার নাম। দাদা বলেন ঋদ্ধিমান খুব ভালো উইকেট রক্ষক কিন্তু ভারতীয় দলে আরোও ভালো ভাবে সুযোগ পাওয়ার জন্য ওকে আরও রান করতে হবে। আরও একটা ম্যাচ রয়েছে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে সেই ম্যাচে সেঞ্চুরি করার সুযোগ রয়েছে ঋদ্ধির।দাদা বলেন বিরাটের নেতৃত্বে ভারতীয় দল দারুন গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিদেশে সিরিজ জিতছে, বিদেশের মাটিতে টেষ্ট সিরিজ জেতার স্বাদ পেয়েছে। এখন শুধু বড় সাফল্য পাওয়ার অপেক্ষা বিরাটের।বিসিসিআই-র সভাপতি হতে চলা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মুম্বই থেকে কলকাতা ফিরলেন। দমদম বিমানবন্দরে তাঁকে ঘিরে উন্মাদনা ছিল দেখার মতো। অগনিত ভক্তদের ভিড় ঠেলে বেরোনোর মুহূর্তে সংবাদমাধ্যমের সামনে কী বললেন বাংলার মহারাজ, তা জেনে নিন।প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটাররাই ভারতীয় ক্রিকেটের মুখ বলে জানালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিসিসিআই-র সভাপতি হয়ে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটারদের আর্থিক ও মানসিক মানোন্নয়ন ঘটানোই তাঁর প্রধান কাজ হবে বলে জানিয়েছেন মহারাজ।ভাবি বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের কথায়, টিম ইন্ডিয়া এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা দল। তাই ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দাবিদার বলেও দাবি করেছেন মহারাজ। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার ললাট লিখন থেকে বড় টুর্নামেন্টের নক-আউট স্টেজে হেরে যাওয়ার (২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হার) অভ্যাস দূর করতে হবে বলে জানিয়েছেন সৌরভ। দায়িত্ব নিয়ে দলের সঙ্গে বসবেন বলে জানিয়েছেন মহারাজ।বিসিসিআই-র সভাপতির দায়িত্ব সামলানো যথেষ্ট গর্বের এবং তিনি সেই দায়িত্ব পেয়ে খুশি বলেই জানিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতীয় ক্রিকেটকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য হবে বলেও জানিয়েছেন মহারাজ। বলেছেন, ভারতীয় ক্রিকেট দলের মতো বিসিসিআই-তেও তরতাজা শিবির হাতে পেয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের পুত্র জয় শাহ ও তিনি ছাড়া বাকিদের ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে অভিজ্ঞতা বেশি দিনের নয় বলেই দাবি ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়কের। সেই দলের সঙ্গে কাজ করতে তিনি মুখিয়ে আছেন বলেই মন্তব্য সৌরভের।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে নামতেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ঘিরে ধরেন তাঁর অগনিত ভক্ত। বিমানবন্দরে তাঁকে একপ্রস্ত সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মহারাজকে সংবর্ধনা জানাতে তাঁর ছবি ও ফুল-মালা-আলোতে সেজে উঠেছে ইডেন গার্ডেন্স।

কেরিয়ার ক্রাইসিস প্রসঙ্গে ধোনি

নয়াদিল্লি: ক্যাশলেস ডিজিটাল লেনদেনের প্রচারে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। দেশে ডিজিটাল লেনদেন বৃদ্ধির জন্য ক্যাশ ব্যবহারের পরিবর্তে ডিজিটাল লেনদেনের পক্ষেই সওয়াল করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। নয়াদিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে এসে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি বলেন, ''মা এখনও ক্যাশ ব্যবহার করার পক্ষেই। তবে আমি মা-কে ডিজিটাল লেনদেন করার জন্য অনুপ্রাণিত করছি।'' এই অনুষ্ঠানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নে মাহিকে নিজের ক্রিকেট জীবনের অভিজ্ঞতাও বলতে শোনা যায়। ভারতীয় ক্রিকেটের এই মহাতারকা বলেন, ''জীবনে হতাশাকে কখনও মাথায় চেপে বসতে দেওয়া যাবে না। সবসময় মাথা ঠান্ডা রেখে রান করে যেতে হবে এবং দলের জন্য ভাল পারফর্ম করতে হবে।''উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হারের পর আর একটিও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি মাহি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের আগে নিজেকে নির্বাচনের বাইরে রেখেছেন তিনি। খেলেননি দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজও। যতদূর শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলবেন না তিনি। কোচ রবি শাস্ত্রী পর্যন্ত ধোনির এই অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, ''ধোনির সঙ্গে দীর্ঘদিন দেখা হয়নি। খেলা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।'' যদিও অবসর প্রসঙ্গে নিরুত্তরই থেকেছেন বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক।

টেস্ট ম্যাচের উন্মাদনায় ফুটছে ধোনির শহর সম্মান বাঁচাতে প্রস্তুতি শুরু প্রোটিয়াদের

তাঁদের ঘরের ছেলে ভারতীয় ক্রিকেটের সব থেকে সফল অধিনায়ক। অথচ রাঁচীর মাঠে একটাও টেস্ট খেলা হয়নি মহেন্দ্র সিং ধোনির। এই আফসোসটা কখনই যাবে না রাঁচীর ক্রিকেট ভক্তদের। ২০১৭ সালে ভারত অস্ট্রেলিয়া সিরিজে প্রথমবার টেস্ট ক্রিকেট আয়োজন করা হয়েছিল রাঁচীর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। তখন ধোনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। এবার ২০১৯ সালে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট। এই সময়টাও রাঁচীর ক্রিকেট ভক্তদের কাছে বেশ জটিল। কারণ ঘরের ছেলে ধোনিকে রাঁচীর রাস্তা ঘাটে দেখা গেলেও জাতীয় দলের জার্সিতে আর দেখা যাবে কি না তা নিয়ে যে অনেক সংশয়। তবে সব জল্পনা সরিয়ে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় টেস্ট দেখার জন্য মুখিয়ে ঝাড়খন্ডের রাজধানী।টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। দিন প্রতি ২৫০ টাকা থেকে শুরু করে ২৫০০ টাকা মূল্যের টিকিট বিক্রি হচ্ছে। সেই টিকিট পেতে স্টেডিয়ামের টিকিট কাউন্টারের বাইরে লম্বা লাইন। সব থেকে বেশি চাহিদা শনি ও রবিবারের টিকিটের। তৃতীয় টেস্ট খেলতে মঙ্গলবারই দক্ষিণ আফ্রিকা দল রাঁচী পৌছে গেছে। ভারতীয় দলের পাঁচ সদস্য এসেছেন। বাকিরা পুণে থেকে বাড়ি গিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বিরাট, রোহিতরা। বুধবার পাঁচ ভারতীয় ক্রিকেটার মাঠ মুখো হননি। বৃহস্পতিবার থেকে অনুশীলনে নামবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা।২০১৭ সালে রাঁচীর মাঠে ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন চেতেশ্বর পূজারা। শতরান এসেছিল ভারতীয় উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহার ব্যাট থেকে। তবে সেবার ম্যাচ জিতেত পারেনি ভারতীয় দল। টেস্ট ম্যাচ বাঁচিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার পরীক্ষা। সিরিজে ২-০তে পিছিয়ে আছে তারা। রাঁচীতে হারলে হোয়াইট ওয়াশ হওয়ার লজ্জার মুখে পরতে পবে প্রোটিয়াদের। কোনও ভাবেই সেটা চাইছে না তারা। তাই বুধবার থেকেই মাঠে নেমে পরেছেন রাবাডারা। সঙ্গে একটাই আফসোস, ভারতীয় বোলারদের মত রিভার্স সুইং করতে পারেছ না তাঁরা

ইউরো কোয়ালিফারে ৫ গোলের জয় পেল ইতালি, স্পেনের ড্র

২০২০ ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৫ গোলের জয় পেল ইতালি। সুইডেনের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করল স্পেন। আয়ারল্যান্ডকে হারাল সুইজারল্যান্ড।২০২০ ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের গ্রুপ জে-র ম্যাচে লিচটেনস্টেইনকে ৫-০ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্টের মূল পর্বে প্রায় পৌঁছে গেল ইতালি। আজুরিদের হয়ে দুই গোল করেন আন্দ্রিয়া বেলোত্তি। একটি করে গোল করেন ফেড্রিকো বার্নার্ডেস্কি, আলেসিও রোমাগনলি, স্টিফান এল সারাউই।২০২০ ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের গ্রুপ এফের ম্যাচে সুইডেনের সঙ্গে ড্র করল স্পেন। ৫০ মিনিটে সুইডেনের হয়ে গোল করেন মার্কাস বেগ। ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্তে গোল দিয়ে স্পেনের মান বাঁচান রডরিগো।২০২০ ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের গ্রুপ ডি-র ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল সুইজারল্যান্ড। হারিস সেফেরোভিচ ও শেন জাফির গোলে ম্যাচ জেতেন সুইশরা।বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনাকে ২-১ গোলে হারিয়ে ২০২০ ইউরো কাপে যোগ্যতা অর্জন করার আশা জিইয়ে রাখল গ্রিস। জয়ী দলের হয়ে গোল করেন ভানগেলিস পাভলিডিস ও আদনান কোভাসেভিক। বসনিয়া-র হয়ে একটি মাত্র গোল করেন আমের গোজাক।

বদলে গেল সুপার ওভার নিয়ম, স্বাগত জানালেন শচীন

ক্রিকেট বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকমাস অতিক্রান্ত। তবে ফাইনালের সুপার ওভার বিতর্কের রেশ এখনও আলোচনায় উঠে আসে। সুপার ওভারে নিউজিল্যান্ডকে হারতে হয়েছিল বাউন্ডারি হাকানোর সংখ্যার নিরিখে। আইসিসি-র নিয়ম চূড়ান্ত সমালোচিত হয়েছিল বিশ্বকাপের পরে। ফাইনালের নায়ক জিমি নিশাম পর্যন্ত মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

তবে সেই নিয়মই সম্প্রতি বদলে ফেলেছে আইসিসি। সুপার ওভারে জয়ের ক্ষেত্রে বাউন্ডারি হাকানোর সংখ্যা আর বিবেচ্য হবে না, এমনটাই জানিয়ে দিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়মক সংস্থা। আইসিসি-র নিয়ম বদলানোকে স্বাগত জানিয়েছেন স্বয়ং শচীন তেন্ডুলকর। শচীনের যুক্তি ছিল বাউন্ডারির সংখ্যার পরিবর্তে সুপার ওভারে যতক্ষণ না খেলার ফলাফল বেরিয়ে আসছে, ততক্ষণ সুপার ওভার চালিয়ে যাওয়া হোক। আইসিসি শচীনের পরামর্শকে মান্যতা দিয়েই সুপার ওভার নিয়ম পরিবর্তন করেছে।তামিল ছেড়ে অতিরিক্ত ইংরেজি কেন, ট্রোলড হলেন মিতালিআইসিসি সোমবারে দুবাইয়ে বোর্ড মিটিংয়ের পরে বিবৃতিতে জানিয়ে দিয়েছিল, গ্রুপ পর্যায়ে সুপার ওভার টাই হলে, ম্যাচও টাই হবে। ক্রিকেটে বেশি রান তুলে জয় ঘোষণা করার সাধারণ নিয়ম মেনে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে সুপার ওভারের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আসছে। যতক্ষণ না একটি দল প্রতিপক্ষের তুলনায় বেশি রান স্কোরবোর্ডে তুলতে পারছে, ততক্ষণ খেলা চালিয়ে যাওয়া হবে।

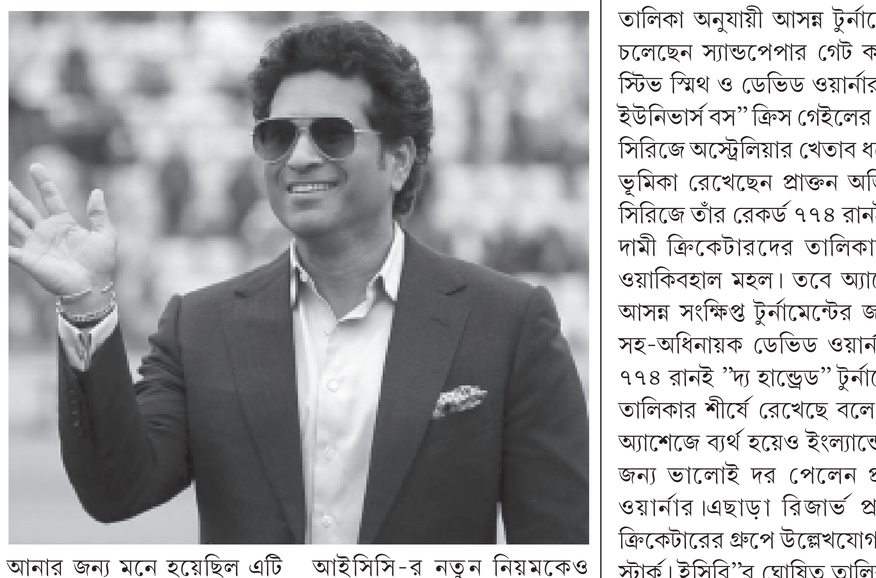

ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সৌরভ, বললেন শোয়েবএই নিয়মকে স্বাগত জানিয়ে শচীন টুইটারে লিখেছেন, ''যখন কোনওভাবেই বিজয়ী ঠিক করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, দুই দলের মধ্যে সঠিক উপায়ে ফলাফল বের করে আনার জন্য মনে হয়েছিল এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে চলেছে।''যদিও আইসিসি-র নতুন নিয়মকেও মন থেকে মেনে নিতে পারেননি ফাইনালের ট্র্যাজিক হিরো জিমি নিশাম। সুপার ওভারে ১৩ বলে ১৫ রান হাকানো নিশাম আইসিসি-র নতুন নিয়মকেও সমালোচনা করেছেন। একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটের টুইট শেয়ার করে মজার ছলে নিশাম জানিয়েছেন, ''আইসিসি-র পরের এজেন্ডা- টাইটানিকে বরফ খোঁজার জন্য আরও ভাল বাইনোকুলারের সন্ধান করা।''

ক্রিস গেইল, স্টিভ স্মিথ সবচেয়ে দামী

লন্ডন: আগামী বছর যুক্তরাজ্যের মাটিতে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে ১০০ বল ফর্ম্যাটের নয়া ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। যে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে যুক্তরাজ্যের আটটি শহরকেন্দ্রিক দল। আর বহু প্রতীক্ষিত টুর্নামেন্ট ''দ্য হান্ড্রেড''র জন্য প্রাথমিক ক্রিকেটারদের খসড়া তালিকা প্রকাশ করল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী আসন্ন টুর্নামেন্টের সবচেয়ে দামী ক্রিকেটার হতে চলেছেন স্যান্ডপেপার গেট কান্ড খ্যাত অস্ট্রেলিয়ার দুই ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নার। তালিকার তৃতীয় নামটি অবশ্যই ''দ্য ইউনিভার্স বস'' ক্রিস গেইলের।ইংল্যান্ডের মাটিতে সদ্যসমাপ্ত অ্যাশেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার খেতাব ধরে রাখার পিছনে ব্যাট হাতে অনস্বীকার্য ভূমিকা রেখেছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। ব্যাট হাতে সিরিজে তাঁর রেকর্ড ৭৭৪ রানই ''দ্য হান্ড্রেড'' টুর্নামেন্টের জন্য তাঁকে দামী ক্রিকেটারদের তালিকার শীর্ষে রেখেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তবে অ্যাশেজে ব্যর্থ হয়েও ইংল্যান্ডের মাটিতে আসন্ন সংক্ষিপ্ত টুর্নামেন্টের জন্য ভালোই দর পেলেন প্রাক্তন অজি সহ-অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার। ব্যাট হাতে সিরিজে তাঁর রেকর্ড ৭৭৪ রানই ''দ্য হান্ড্রেড'' টুর্নামেন্টের জন্য তাঁকে দামী ক্রিকেটারদের তালিকার শীর্ষে রেখেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তবে অ্যাশেজে ব্যর্থ হয়েও ইংল্যান্ডের মাটিতে আসন্ন সংক্ষিপ্ত টুর্নামেন্টের জন্য ভালোই দর পেলেন প্রাক্তন অজি সহ-অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার।এছাড়া রিজার্ভ প্রাইসের নিরিখে শীর্ষস্থানীয় ৬ জন ক্রিকেটারের গ্রুপে উল্লেখযোগ্য নাম অস্ট্রেলিয়ান পেস তারকা মিচেল স্টার্ক। ইসিবি''র ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী এদের প্রত্যেকেরই রিজার্ভ প্রাইস ধার্য করা হয়েছে ১,২৫,০০০ পাউন্ড বা ১,৫৯,৪০০ মার্কিন ডলার।এছাড়াও ১০০ বলের এই টুর্নামেন্টের জন্য ভালো দর হাঁকিয়েছেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি পেসার লাসিথ মালিঙ্গা ও প্রোটিয়া স্পিডস্টার কাগিসো রাবাদা। ১,০০,০০০ পাউন্ড ক্যাটেগরিতে নাম রয়েছে আফগান অধিনায়ক রশিদ খান ও ক্যারিবিয়ান পিঞ্চ-হিটার আন্দ্রে রাসেলের। আটটি দলের মধ্যে ''দ্য হান্ড্রেড'' টুর্নামেন্টে পাঁচটি দলের দায়িত্বে থাকছেন শেন ওয়ার্ন, দারেন লেহম্যান ও টম মুডির মত নামী কোচেরা। তবে ইসিবি''র ঘোষণা অনুযায়ী কোন দল বা ফ্র্যাঞ্চাইজি স্থানীয় কাউকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করতে পারবে না।যুক্তরাজ্যের বাইরে ২৩৯ জন ক্রিকেটারকে আগামী বছর এই টুর্নামেন্টের জন্য প্রাথমিক তালিকাভুক্ত করেছে ইসিবি। ২০১৯ ইংল্যান্ডের হয়ে বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য মার্ক উড, লিয়াম প্লাঙ্কেট সহ দেশীয় ক্রিকেটারের সংখ্যা সেখানে ৩৩১। তিনজন বিদেশি ক্রিকেটার সহ স্থানীয় ক্রিকেটারদের মেলবন্ধনে প্রত্যেক দল ১২ জন ক্রিকেটারকে দলে নিতে পারবে বলে সূত্রের খর। ২০২০ জুলাই-অগাস্টে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদর মহকুমার অন্তর্গত সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৮.১০.২০১৯ইং শুক্রবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় স্থানীয় টাউন হলে, আগরতলা সদর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের তপঃউপজাতি ছাত্র ছাত্রীগণ যারা বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ বা তদোর্দ্ধ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী এবং একাদশ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ৬০ শতাংশ বা তদোর্দ্ধ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে উনাদেরকে ত্রিপুরা সরকারের তপঃউপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় মেধা বৃত্তি প্রদান করা হবে ।

অতএব উক্ত অনুষ্ঠানে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য সকল ছাত্রছাত্রীদের যথা সময়ে উক্তস্থানে উপস্থিত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ICA/D-1110/2019-20

(অসীম সাহা)
মহকুমা শাসক
সদর ঃ পশ্চিম ত্রিপুরা

নিখোঁজ ব্যক্তি

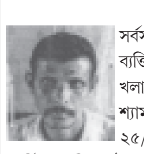

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া ব্যক্তির নাম শ্রী ননি পাল, বয়স ৬২বৎসর, পিতা মৃতঃ বিপিন পাল, গ্রাম ঃ দুবাসা খলা, থানা-নেপালটিলা, জেলাঃ ধলাই, উচ্চতা ঃ ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রঙ ঃ শ্যামলা, ডান চোখের উপরে একটি কাল তিল আছে, উক্ত ব্যক্তি গত ২৫/১২/২০০৭ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে বেরিয়ে যায় দিল্লিতে বিজেপি পার্টির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে বাড়িতে আর ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাহাকে অদ্যাবধি খোঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত বিষয়ে নেপালটিলা থানায় গত ০৬/০১/২০০৮ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরি নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১৮১,। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।

উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্তমানে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

পুলিশ সুপার, ধলাই জেলা, আমবাসা, দুরাভাষ নম্বর ঃ ০৩২৮৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই), ০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস), ৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল), ৮৭৩১৮০০৪৭৭(মোবাইল)

ICA/D-1115/2019-20

পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা

CORRIGENDUM

Please read Rs. 7031/- instead of Rs. 70.314/ as Earnest Money against Sl. No 2 of DNIeT NO– 19/N1T/EE/SBM/DIVN/SBM/2019-20 in respect of .PNIeT. No - 05./(et)EE/PWD/DIVN/2019- 20, Dt. 04-10-2019 which has been communicated vide this Office Memo No - F.9(05)/EE/PWD/DIV/2887-2948. Dt. 04-10-2019.

AND

The work of Sl. No1 of DNIeT. No 18/NIT/EE/SBM/DiVN/SBM/2010-20.Sl No–10, of DNIeT. No 27/NIT/EE/SBM/DIVN/SBM/2019-20 and Sl No. 12 of DNIeT. No – 04/NIT/EE/SBM/DIVN/SBM/2019-20 in respect of the said PNIeT are hereby cancelled due to some unavoidable circumstances.
Other terms and conditions of the said PNIeT will remain unchanged.

ICA/C-1333/19

Executive Engineer
Sabroom Division PWD (R&B)
Sabroom, South Tripura.

কনিষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে লিস্ট-এ দ্বিশতরান যশস্বীর

বেঙ্গালুরু: দিনকয়েক আগে লিস্ট-এ কেরিয়ারের অভিষেক দ্বিশতরান হাঁকিয়ে রেকর্ডবুকে নাম তুলেছিলেন কেরলের সঞ্জু স্যামসন। গোয়ার বিরুদ্ধে অপরাজিত ২১২ রান করে উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রাক্তন পাক ব্যাটসম্যান আবিদ আলিকে ছাপিয়ে সর্বোচ্চ রানের নজির গড়েন কেরল ব্যাটসম্যান। সঞ্জুর পর চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফের দ্বিশতরান এল যশস্বী জসওয়ালের ব্যাট থেকে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে লিস্ট-এ দ্বিশতরান করে এবার নজির গড়লেন এই মুম্বইকার।কনিষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ঝাড়খন্ডের বিরুদ্ধে এদিন দ্বিশতরান করলেন যশস্বী। ১৫৪ বলে মুম্বই ব্যাটসম্যানের ২০৩ রানের ইনিংস সাজানো ছিল ১৭টি চার ও ১২টি ছয়ে। টুর্নামেন্ট অভিষেকে যশস্বীর এই দ্বিশতরান বিজয় হাজারে ট্রফির ইতিহাসে তৃতীয় দ্বিশতরান। যশস্বীর আগে বিজয় হাজারেতে ডাবল টনের নজির রয়েছে কেবল কেভি কৌশল ও সঞ্জু স্যামসনের ঝুলিতে। যশস্বীর ব্যাটে ভর করে গ্রুপ-''এ''র ম্যাচে এদিন ঝাড়খন্ডের বিরুদ্ধে ৩৫৮ রানের পাহাড়প্রমাণ স্কোর সেট করে মুম্বই।আদিত্য তারের সঙ্গে প্রথম উইকেটে ২০০ রান ও দ্বিতীয় উইকেটে সিদ্ধেশ ল্যাডের সঙ্গে ১০৫ রানের বিরাট পার্টনারশিপ করেন যশস্বী। এরপর তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে জুটি বেঁধে ৫১ রান করার পর ব্যক্তিগত ২০৩ রানে বিবেকানন্দ তিওয়ারির শিকার হন জসওয়াল। চলতি বছর ইংল্যান্ডে অনূর্ধ-১৯ ত্রিদেশীয় সিরিজে চারটি অর্ধশতরান সহ ২২৪ রান ও বল হাতে ৮ উইকেট। টুর্নামেন্ট সেরা হয়ে প্রথম লাইমলাইটে আসেন অন্ধ্রপ্রদেশজাত এই ব্যাটসম্যান।ঝাড়খন্ডের বিরুদ্ধে দ্বিশতরান করার আগে কেরলের বিরুদ্ধেও চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্স করেন যশস্বী। ২০০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাঁরা করতে নেমে কেরলের বিরুদ্ধে ১৩২ বলে ১২২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন এই টিন-এজ।

ফের ব্যাট হাতে মাঠে শচিন ও শেহওয়াগ, টি১০ ক্রিকেট দিতে পারে অলিম্পিকের টিকিট বলছেন রাসেল

নির্ধারিত ওভারের ক্রিকেটে সব সময় দুরন্ত ছন্দে দেখা যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার আন্দ্র রাসেলকে। সব থেকে বেশি মাঠে রাসেলকে ঝড় তুলতে দেখা যায় টি২০ ফরম্যাটে। আর সেই পরিচয় ভারতের আইপিএলেই নাইট রাইডার্সের হয়ে দিয়েছেন রাসেল। এবার ক্রিকেটের টি১০ ফরম্যাটে নামতে চলেছে আন্দ্রে রাসেল। ইউএইতে টি১০ ফরম্যাটে নর্দান ওয়ারিয়রের হয়ে খেলতে নামবেন এই জামাইকান পাওয়ার হিটার। অপরদিকে, নতুন বছরের শুরুতে সড়ক নিরাপত্তার প্রচার করতে নিয়ে একটি প্রদর্শনী প্রীতি ম্যাচ খেলতে নামবেন শচীন, শেহওয়াগ সহ বাকি দেশের তারকা ক্রিকেটাররা।অলিম্পিকে অনেকদিন ধরেই ক্রিকেটের মতন জনপ্রিয় খেলাকে নিয়ে আসার কথা চললেও, এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি ক্রীড়া সংস্থা গুলি। এখনও পর্যন্ত সুরাহা হয়নি এই বিষয়। তবে অলিম্পিকের মতন ইভেন্টে ক্রিকেট হোক চান দেশ বিদেশের বহু ক্রিকেটার। এবার এই বিষয়ে মুখ খুললেন জামাইকার ব্যাটসম্যান রাসেল। তিনি বলেন, অলিম্পিকের মঞ্চে টি১০ ক্রিকেটকে খুব সহজেই প্রবর্তন করা যেতে পারে। ক্রিকেটাররাও অলিম্পিকের মঞ্চে খেলার জন্য মুখিয়ে আছে বলে আমার মনে হয়। আর ক্রিকেটীয় দেশ হিসাবে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে কে না চাইবে। তাই এই ফরম্যাটে ক্রিকেটটাও আরও বেশি করে দরকার। আগামী ১৪ থেকে ২৪ নভেম্বর আরবের মাটিতে চলবে এই টুর্নামেন্ট।অপরদিকে, টি১০ ক্রিকেটে এবার নামতে চলেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। আগামী বছর মুম্বইয়ে একটি প্রীতি প্রদর্শনী ম্যাচে সড়ক নিরাপত্তার প্রচারে একটি ১০ ওভারের ম্যাচ খেলতে দেখা যাবে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ, শচীন তেন্ডুলকর সহ ব্রায়ান লারা, মুরলিধরন, জ্যাক কালিসদের। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবেন টেস্ট খেলা দেশগুলির প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। একই সঙ্গে এই ম্যাচগুলিতে দেখা যাবে ব্রেট লি, চন্দ্রপলদেরও।

নেটিজেনের খোঁচার উত্তর দিলেন মিতালি

অধিনায়ক হিসেবে এলিট ক্লাবে ঢুকে পড়েছেন মিতালী রাজ। সোমবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ ওডিআই জিতে, ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। প্রসঙ্গত শেষ ওডিআই জয়টি দেশের অধিনায়িকা হিসেবে মিতালীর ১০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ জয়।এই কীর্তির দিনেও বিতর্কে মিতালী। ভারতের ম্যাচ জয়ের পর, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট ভাইরাল হয়েছে। যে পোস্টে মিতালীকে তামিল ভাষা বলতে না পারার জন্য খোঁচা দেওয়া হয়েছে। এক ফ্যান মিতালীকে তামিল বলতে না পারার জন্য ভতর্সনা করেন। পোস্টটিতে লেখা হয়, ''মিতালী নাকি তামিল বলতে জানে না। সেকারণেই সর্বত্র ইংলিশ, তেলেগু বা হিন্দিতে কথা বলেন।''

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO- 03/EE(Agri)/ N/2019-20

Sealed tender are invited on behalf of 'Governor of Tripura' from genuine owners of vehicle having experience in the line of hiring of the following vehicle.

Sl No.	Description of Item	Quantity	Tender dropping center	Last date of receiving of application for issuing of tender form	Last date & time for issue of tender form	Date & time for receiving of tender	Date & time for opening of tender
1.	Hiring of Maruti (Omni) for use of the Assistant Engineer, Civil. Deptt. of Agriculture. Dharmanagar, North District having commercial registration (manufacturing not before 2015 made) for 1(one) year.	01(one) no	O/O the Executive Engineer, Department of Agriculture, Ganganagar, Dharmanagar, North Tripura.	23/10/2019 Upto 5.00 PM	25/10/2019 Upto 5.00 PM	30/10/2019 at 3.00 PM	30/10/2019 (If Possible)

Fore details, Please contact to the office of the Undersigned.

ICA/C-1337/19

Executive Engineer
Department of Agriculture
Ganganagar, Dharmanagar
North Tripura.

জাগরণ 17 October, 2019, Thursday আগরতলা, ১৭ অক্টোবর, ২০১৯ ইং, ■ ২৯ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

দেশে নরেন্দ্র ও মহারাষ্ট্রে দেবেন্দ্রর ফর্মুলা সুপারহিট প্রমাণিত হয়েছে : নরেন্দ্র মোদী

মুম্বই, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : দেশে নরেন্দ্র এবং মহারাষ্ট্রে দেবেন্দ্রর ফর্মুলা সুপারহিট প্রমাণিত হয়েছে। সেই কারণে দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে ফের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসানোর জন্য রাজ্যবাসী বিজেপি প্রার্থীদের জেতাতে বিপুল পরিমাণে ভোট দেবে। বুধবার নবি মুম্বইয়ের খারঘরের নির্বাচনী জনসভা থেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এমনই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন মহারাষ্ট্রের আকোলা, জালনা এবং নবি মুম্বইয়ের খারঘরের জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। খারঘরে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে বিপুল পরিমাণ জনসমাগম প্রতিটি জনসভায় হচ্ছে, তার থেকে প্রমাণিত বিজেপি-শিবসেনা জোট প্রার্থীরা বিপুল ভোট পেয়ে জয়যুক্ত হবেন। কংগ্রেস ও এনসিপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কংগ্রেস-এনসিপি জোট যখন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল তখন মাফিয়া রাজ বেড়ে গিয়েছিল। বিল্ডার্সদের ইচ্ছা মতো সবকিছু হত। কিন্তু কেন্দ্রে নরেন্দ্র ও রাজ্যে দেবেন্দ্রর সরকার আসার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। তিনি আরও বলেন, ঝুপড়িবাসীদের পাকা বাড়ি দেওয়ার কাজ সরকার দ্রুত গতিতে করছে। মেট্রো রেলের কাজ নবি মুম্বইতে তীব্র গতিতে হচ্ছে। দ্রুত বাণিজ্যিক হাবে পরিণত হবে এই নবি মুম্বই। এতে কর্মসংস্থান তৈরি হবে। গরিবদের কল্যাণ করার পাশাপাশি তাদের গড়িমা পুনরুদ্ধারের কাজ করে চলেছে বিজেপি সরকার।

এদিন জালনার পুরতুরের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মারাঠাওয়াড়া থেকে কংগ্রেস এবং এনসিপির বহু নেতা রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু মারাঠাওয়াড়ার কোনও প্রকারের উন্নয়ন হয়নি। এই সকল মন্ত্রীরা নিজেদের উন্নয়নই করে গিয়েছে। ফড়নবিশের সরকার গঠন হওয়ার পর মারাঠাওয়াড়ায় উন্নয়ন যজ্ঞ শুরু হয়।

কয়েক বছর পর ফের অনুষ্ঠিত হতে চলছে জাটিঙ্গা উৎসব

হাফলং (অসম), ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : বিগত কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর এবার আবার অনুষ্ঠিত হতে চলছে জাটিঙ্গা উৎসব। আগামী ২০ অক্টোবর থেকে চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জাটিঙ্গা উৎসবের আয়োজক উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থ জেলার পর্যটন দফতর। ইতিমধ্যে জাটিঙ্গা উৎসবকে ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছে সরকারি তীব্র ব্যস্ততা।

এবার জাটিঙ্গা উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত লোক-সংস্কৃতি। জেলার লোক-সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে এই উৎসবের মাধ্যমে। তাছাড়া চারদিনই থাকছে জনজাতীয় পরম্পরাগত খাবারের প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এমনিতে জাটিঙ্গা দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে এক পরিচিত নাম। প্রতিবছরই সেপ্টেম্বর মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সাইবেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পরিযায়ী পাখি আসতে শুরু করে জাটিঙ্গায়। অমাব্যসার রাতে ঝির ঝির বৃষ্টি আর ঘন কুয়াশার মধ্যে দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্তে যাওয়ার পথে আলোর রশ্মিতে আকর্ষিত হয়ে জাটিঙ্গায় নেমে আসত পরিযায়ী পাখির দল। তবে এখন আর আগের মতো তেমন পাখি আসা যাওয়া করে না। আগের তুলনায় পাখি আসার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তবে এখনও জাটিঙ্গায় পাখি আসার টানে পর্যটকরা আসেন এখানকার প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে। বড়াইলের সবুজ বনানীর মধ্যে জাটিঙ্গায় রাত কাটিয়ে পরিযায়ী পাখি আসার দৃশ্য সচক্ষে দেখতে পর্যটকরা আসেন শীতের মরশুমে।

জেলা পর্যটন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকার ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ রাজ্যের মধ্যে ডিমা হাসাও জেলাকে এক বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তুলতে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ডিমা হাসাও জেলায় পর্যটক টানতে প্রতিবছর উমরাংসোতে ফ্যালকন উৎসব পালিত হয়। সূত্র জানিয়েছে, প্রায় দু-তিন বছর বন্ধ থাকার পর এবার আবার জাটিঙ্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলছে ২০ অক্টোবর থেকে। চলবে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত, চারদিন। জেলা পর্যটন দফতরের মতে, এবারের জাটিঙ্গা উৎসব পাহাড়ি জেলায় প্রচুর পর্যটক টানতে সক্ষম হবে।

পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার বারুইপুরে চিকিৎসা করাতে আসা নিখোঁজ কিশোরী

বারুইপুর, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে বেসরকারি হোমের আবাসিক বছর সতেরোর এক কিশোরী নিখোঁজ হয়ে যায়। নরেন্দ্রপুরের বেসরকারি হোমের তরফ থেকে বারুইপুর মহিলা থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই অভিযোগের দেড় ঘণ্টার মধ্যে বারুইপুর মহিলা থানার পুলিশের তৎপরতায় বারুইপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে উদ্ধার হয় ওই কিশোরী।

উদ্ধারের পর তাকে বাংলাদেশে তার পরিবারের সাথে কথাও বলিয়ে দেন মহিলা থানার আধিকারিক কাকলি ঘোষ কুন্ডু। পরে নরেন্দ্রপুরের সেই বেসরকারি হোমে ওই কিশোরীকে পাঠানো হয়। পুলিস জানায়, ২০১৭ সালে সি আই ডি মহিসাদল থেকে ১৭ জন কিশোরীকে উদ্ধার করে। তারা সবাই বাংলাদেশ ছয়ের পাতায় দেখুন

বুধবার ব্যাঙ্গালুরুতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পিইএস'র ছাত্রদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কায়াইয়া নাইডু। ছবি- নিজস্ব।

রাতাবাড়ি উপনির্বাচন : শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বদরউদ্দিনকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করতে কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র রুখব, গর্জন হিমন্তবিশ্বের

দুল্লভছড়া (অসম), ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে বদরউদ্দিন আজমলকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসানোর ষড়যন্ত্র করছে কংগ্রেস। শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতেও কংগ্রেসের এই অভিসন্ধি সফল হতে দেব না। সমগ্র দেশে অস্তিত্বহীন কংগ্রেস পায়ের নীচের জমি খুঁজতে বিভাজনের রাজনীতিতে মেতে উঠেছে। কংগ্রেসি অপশাসনে অতিষ্ঠ দেশের জনগণ এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বুধবার রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকার ভুতুছড়া, কালিনগর এবং দুল্লভছড়ায় তিনটি নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেসকে এভাবেই আক্রমণ করেছেন রাজ্যের অর্থ-স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী তথা নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স-এর আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তিন নির্বাচনী সমাবেশ বিজেপি নেতা ড় শর্মা বলেন, গত অর্থ বছরে রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। প্রয়োজনে আরও ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা আজ করেছেন তিনি। জানুয়ারি থেকে বাগান এলাকায় বিনামূল্যে চিনি দেওয়ারও আশ্বাস দেন তিনি। চা বাগিচার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীয় মানুষজনরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

নেডা-র আহ্বায়ক তথা রাজ্যের অর্থ, পূর্ত ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রতিটি জনসভায় কংগ্রেসকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, যদি সাহস থাকে তা-হলে উন্নয়নের নিরিখে মোকাবিলা হয়ে যাক। কংগ্রেসের ৫৫ বছরের শাসনামলের উন্নয়ন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৫ বছরের শাসনামলের উন্নয়ন নিয়ে সরাসরি বিতর্কের আহ্বান জানান মন্ত্রী হিমন্ত। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে হিমন্ত বলেন, এই দলের নেতাদের কী হয়েছে কে জানে, দেশের মানুষ যখন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে খুশি হয়, তখনই কংগ্রেস এর বিরোধিতা করে। প্রতিটি বিষয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করা কংগ্রেসিদের মানসিক রোগে পরিণত হয়ে পড়েছে।

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী হিমন্ত বলেন, এই ধারার আড়ালে কংগ্রেস কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ কায়েম করেছিল। বিজেপি ৩৭০ ধারার বিলোপ ঘটিয়ে কাশ্মীরের জনগণকে নুতনভাবে স্বাধীনতা দিয়েছে। কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীদের পরিবার তাদের সন্তানদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসতে বলছে। আর এতেই কংগ্রেসিদের আঁতে ঘা লেগেছে। দেশে শান্তি থাকুক, স্থিরতা থাকুক এটা কংগ্রেসিরা চায় না। দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করে বিভাজন তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করাই হল কংগ্রেসিদের মূল উদ্দেশ্য।

বক্তা হিমন্তবিশ্ব বলেন, বিজেপি জাতপাত নিয়ে রাজনীতি করে না। একই মুদ্রার এপিট আর ওপিঠ কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ ভোট রাজনীতির স্বার্থে হিন্দু মুসলিম বিভাজন ধরিয়ে সম্প্রদায়গত বিভেদ সৃষ্টি করে থাকে। মন্ত্রী হিমন্ত বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল জাতপাত, ধর্মীয় মেরুকরণের ঊর্ধে ওঠে সকল সম্প্রদায়ের আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে সমবিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকার। এখানে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হলে তিনি কি উন্নয়নের রথ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন? প্রশ্ন তুলে সমাবেশে উপস্থিত জনতার কাছে জানতে চান তিনি।

আজকের তিনটি জনসভায় উপস্থিত বিশাল সংখ্যক জনতার সামনে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে হিমন্ত বলেন, কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হলে আগামী দেড় বছর রাতাবাড়ির উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়বে। রাতাবাড়ি উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বিজয় মালাকারের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করে হিমন্তবিশ্ব বলেন, বিজয় মালাকার জয়ী হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকাশের ট্রেন ১২০ কিলোমিটার গতিতে ছুটবে। আর রাতাবাড়ির উন্নয়ন নিয়ে ভাবতে

কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ বেড়ে গিয়েছে : আজাদ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ। বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেড়ে গিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে বলে দাবি করেছেন তিনি।

বুধবার গুলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন, বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতা আসার পর জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেড়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি। তার ফলেই এই অবস্থা। পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত না হয়েই স্রেফ স্লোগান দিয়ে চলেছে তারা। ফারুক আবদুল্লাকে গৃহবন্দী করার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, বিগত ছয় বছরে দেশে কোনও প্রকারের গণতন্ত্র নেই। এর আগের কোনও সরকার বিরোধী দলগুলির সঙ্গে এমন আচরণ করেনি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তা একেবারে কাম্য নয়। এক সময় গোটা বিশ্ব ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে গর্ববোধ করত। কিন্তু বর্তমানে দেশে সেই পরিস্থিতি নেই। জনগণের কণ্ঠ রোধ করার প্রক্রিয়া চলছে।

ভারতের বরপেটায় বেড়াতে এসে নিহত বাংলাদেশি প্রবীণ নাগরিকের মৃতদেহ পাঠানো হয়েছে স্বদেশে

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : এক প্রবীণ দম্পতি বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন ভারতে, তাঁদের নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে কদিন কাটাবেন বলে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত ভারতেই তাঁদের একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। ঘটনা বরপেটা জেলার দাঁতেরগুড়ি গ্রামে ঘটেছে। নিহত ব্যক্তি বছর ৭৭-এর মহম্মদ মিঞাচাঁদ। তিনি গত ১৩ তারিখ রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষ করার পর মিঞাচাঁদের মৃতদেহ মঙ্গলবার বিকেলের দিকে সীমান্ত পার করে তাঁর পরিবারবর্গের হাতে তুলে দিয়েছে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা প্রশাসন। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির এপার এবং ওপারের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে শোক বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারি থানার শোলমারি এলাকার কলেজপাড়া ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মহম্মদ মিঞাচাঁদ তাঁর ৪২ বছর বয়সি পত্নী জয় ভানুকে সঙ্গে নিয়ে বরপেটা এসেছিলেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ভিসা নিয়ে অসমের মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে এসেছিলেন তাঁরা। দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলায় তাঁর এক ঘনিষ্ঠের বাড়িতে একদিন থাকার পর বরপেটা জেলায় আত্মীয়ের বাড়ি যান দুজনেই। জেলার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করার পর গত ১৩ অক্টোবর তিনি বরপেটা জেলার দাঁতেরগুড়ি গ্রামের বাসিন্দা জনৈক সরবেশ আলির বাড়ি যান। সরবেশের বাড়িতে রাতের খাবার খেয়ে হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করেন তিনি। রাতেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে, উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগে ভুগছিলেন মহম্মদ মিঞাচান্দ।

পরের দিন তাঁর আত্মীয় সরবেশ আলি ঘটনার খবর দেন বরপেটা পুলিশকে। পুলিশ যোগাযোগ করে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা প্রশাসনের সঙ্গে। দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা প্রশাসন মৃত ব্যক্তি ও তাঁর পত্নীর ভিসা ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। এর পর আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাহাপাড়া গেট দিয়ে পত্নী জয় ভানু-সহ মহম্মদ মিঞাচাঁদের মৃতদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

বালকের রহস্য মৃত্যু, পান্ডবেশ্বরে শ্মশান থেকে মৃতদেহ তুলে ময়নাতদন্ত

দুর্গাপুর, ১৬ অক্টোবর(হি.স.): বালকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রহস্যের দানা বাঁধল। অভিযোগ পেয়ে শ্মশান থেকে মৃতদেহ তুলে ময়নাতদন্তে পাঠালো পুলিশ। বুধবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পান্ডবেশ্বরে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম সূর্য্য পাল(১০), পাণ্ডবেশ্বর থানা বাঙ্গালপাড়ার বাসিন্দা। দুর্গা পুজোয় মৃতের মা পূর্ণিমাদেবী বাপের বাড়ি দোহামানিতে চলে যায়। পুত্র সন্তান সূর্য তার বাবার সঙ্গে পাণ্ডবেশ্বরের বাড়িতে ছিল। বুধবার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

শিশুটির দাদু গণেশ দাস জানান, নাতির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আমার মেয়ে বাড়িতে ছিল না। আমাদের ফোন করে জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দাহ করতে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে চলে যায়। মৃত্যুর কারণ জানতে পুলিশকে ফোনে জানানো হয়। এবং ময়নাতদন্তের জন্য দাবি করা হয়।

এদিকে পান্ডবেশ্বর থানার পুলিশ মৌখিক অভিযোগ পেয়ে পাণ্ডবেশ্বর শ্মশান থেকে শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করে। এবং ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। মৃতের দাদু গণেশ দাস জানান, এখনও কারও নামে অভিযোগ দায়ের করিনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই অভিযোগ দায়ের করা হবে।

এদিকে মৃত শিশুর জ্যাঠামশাই রবিন পাল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শিশুটি মানসিক ভারসাম্যহীন ও অসুস্থ ছিল। এদিন তার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছ'টি বিমানক্ষেত্র থেকে পূর্বাঞ্চলীয় বায়ুসেনার মহড়া শুরু

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : পূর্বাঞ্চলীয় বায়ুসেনা এই অঞ্চলের ছ'টি বিমানক্ষেত্র থেকে মহড়া শুরু করল। ডিমাপুর, ইম্ফল, গুয়াহাটি, কলকাতা, পাসিঘাট ও অন্ডাল এই ছয় বিমানক্ষেত্রে চলবে এই মহড়া। বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত হবে প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধবিমান চালানোর মহড়া চলবে। ২৯ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর চলবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিমান মহড়া। বিপদসঙ্কুল অবস্থায় যাথে পরিস্থিতি সামাল দিতে অসুবিধা না হয়, সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। ভারতীয় বিমানবাহিনীর বৈমানিকরা যাতে ব্যস্ত এইসব জায়গা থেকে বিমান চালাতে এবং অসামরিক লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন, তার জন্য এই পরিকল্পনাউ পিআইবি সূত্রের খবর, এতে এসইউ ৩০ এমকেআই এবং হক ১৩২ বিমান ব্যবহৃত হবে।

নবীন পট্টনায়ককে জন্মদিনের শুভেচ্ছা মোদী-মমতার

ভুবনেশ্বর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের ৭৩তম জন্মদিনে তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার নিজের ট্যুইটবার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ককে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ট্যুইটবার্তায় নবীন পট্টনায়ককে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, জন্মদিনে নবীনবাবুকে শুভেচ্ছা। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও আনন্দদায়ক জীবন কামনা করি।

উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন নবীন পট্টনায়ককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং প্রতাপ সারঙ্গি। যদিও ঘূর্ণিঝড় ফেনিতে নিহতদের স্মরণে জন্মদিন উদযাপন থেকে নিজেকে বিরত রাখেন নবীন পট্টনায়ক। ১৬ অক্টোবর ১৯৪৬ সালে বাবা বীজু পট্টনায়ক ও মা জ্ঞান পট্টনায়কের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি।

রোজভ্যালি মামলায় নবান্নে চিঠি পাঠালো সিবিআই

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : রোজভ্যালি কান্ড নিয়ে ফের নড়েচড়ে বসল সিবিআই। বুধবার নবান্নে গিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা-কে চিঠি দেন বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি অর্থ দফতরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি বা ওএসডি-কে চিঠি দিয়ে আগামী ১৮ অক্টোবর হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওইদিন সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির দিতে বলা হয়েছে তাঁকে। যদিও নবান্নের তরফে এখনও কিছু জানা যায়নি।

২০১২ সাল নাগাদ জমি নিয়ে রোজভ্যালি সংস্থার বিভিন্ন কারবারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা কী ছিল? সেটাই খতিয়ে দেখতে চায় সিবিআই। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আতস কাচের তলায় এখন রোজভ্যালির ব্যবসায় রাজ্য সরকারের ভূমিকাও। সূত্রের খবর, রোজভ্যালি মামলায় এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত ফাইল অসম্পূর্ণ, তার নথিপত্র যাচাই করতে পারেন তদন্তকারী অফিসাররা। আরও বেশকিছু নথি জমা দিতে বলা হয়েছে।

সিবিআই-এর অভিযোগ, পুলিশের কাছে বার বার চেয়েও রোজভ্যালি মামলার বিভিন্ন নথি ও ফাইল এখনও তাদের হাতে আসেনি। ফাইল ও নথি চেয়ে বার বার চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্য পুলিশকে। কিন্তু রাজ্য পুলিশের তরফে কোনও সদুত্তর মেলেনি। রাজ্য পুলিশ তাদের সঙ্গে কোনওরকম সহযোগিতা করেনি।

সারদা ও রোজভ্যালি মামলাতে এর আগে রাজ্য পুলিশের এডিজি-সিআইডি তথা প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে তলব করেছিল সিবিআই। কিন্তু তিনি গরহাজির ছিলেন। সারদার মামলায় তাঁর যোগসাজশের অভিযোগ হাইকোর্ট মেনে না-নেওয়ায় রোজভ্যালির মামলায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ তোলা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে বিচারপতি মধুমতি মিত্রের বেঞ্চ রাজীব কুমারের আবেদন খারিজ করার পর থেকে প্রায় অন্তরালে চলে যান রাজীববাবু। ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁর ছুটি শেষ হলেও তিনি অনুপস্থিত থাকেন ভবানী ভবনে নিজের অফিসে। এর পর এই ঘটনারও নাটকীয় নানা বদল হয়। এর মধ্যেই নবান্নে ফের সিবিআই চিঠি পাঠাল।

গাঙ্গুবাঈ-এর রূপে এবার ধরা দেবেন আলিয়া

কলকতা,১৬ অক্টোবর (হি.স.):গ্যাংস্টারের ভূমিকায় এবার দেখা যাবে অভিনেত্রী আলিয়া ভাটকেউ সঞ্জয় লীলা বনশালির পরবর্তী ছবি ''গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়াড়ি' ছবিতে গাঙ্গুবাঈ-র চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী আলিয়াকেউবুধবার টুইট করে ছবির কথা ঘোষণা করেন তরুণ আদর্শ। ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।